বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

কিং কোল্ট

কাজি মাহবুব হোসেন

শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

ওয়েস্টার্ন

কিং কোল্ট

কাজি মাহবুব হোসেন

পিছন থেকে জেফ গ্রান্টকে গুলি করে ওর সারা জীবনের সঞ্চয় লুট করে নিয়ে গেল অডি মারফি।

সেরে উঠে কি ওর সন্ধানে বেরোল গ্রান্ট?

...ছোট ভাই জ্যাক বার্টকে পিস্তলবাজ ক্লাইডের হাত থেকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করল জর্জ বার্ট। কিন্তু পারল কি?

...ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে পালাবার সময়ে ডেপুটি শেরিফের গুলিতে মারা পড়ল র‍্যাঞ্চারের ছেলে তরুণ প্রেমিক; ওরই প্রেমিকাকে ভালবেসে ফেলল ডিক—ফলাফল কি দাঁড়াবে?

...খরায় পানির বড় অভাব, একমাত্র উডের র‍্যাঞ্চের নদীতেই পানি আছে, কিন্তু বাধা দিল উড, এখন উপায়?

এমনি সাতটি সমস্যা এবং উত্তেজনাপূর্ণ, অপ্রত্যাশিত, বিচিত্র সব ঘটনার মধ্যে দিয়ে তার সমাধান।

আজই সংগ্রহ করুন।

শুভ্রম

কিং কোল্ট

কাজি মাহবুব হোসেন

SUVOM
প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্বঃ লেখকের
প্রথম প্রকাশ
মার্চ, ১৯৯৪
প্রচ্ছদ
হাসান খুরশীদ রুমী
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

KING COLT
By: Qazi Mahbub Hussain
ISBN-984-462-029-5
মূল্য ॥ সাতাশ টাকা

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কিং কোল্ট

ওয়েস্টার্ন

কিং কোল্ট

কাজী মাহবুব হোসেন

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সূচি

গানফাইটার বনাম আঙ্কেল জ্যাক ৫
খুনী ১৪
পেকোসের পথ ২৪
জিদ ৩৬
হলুদ শয়তান ৪৮
আগুন ৬১

বিক্রয়ের শর্ত ঃ এই বইটি ব্যবসায়িকভাবে ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা; এবং স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

গানফাইটার বনাম আঙ্কেল জ্যাক

পশ্চিম টেক্সাসের বুড়োরা এখনও মাঝেমাঝে আসর জমলে গল্প করে কিভাবে আমার আঙ্কেল জ্যাক একবার বিখ্যাত গানফাইটার জন ক্লাইডকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। জমজমাট গল্প—ওরা যেভাবে জানে সেভাবেই বলে—কিন্তু আসলে যে কি ঘটেছিল, সেটা বাবা ছাড়া আর কেউ জানত না। সত্যি কথাটা বাবার সাথেই কবরে যেত, কিন্তু মরার কয়েকদিন আগে বাবা আমাকে ডেকে পুরো ঘটনাটা বলেছিল। হয়তো মরার আগে কাউকে বলে বুকটা হালকা করতে চেয়েছিল। যাক, সেও অনেকদিন আগের ঘটনা বাবাকে মায়ের পাশেই মারফায় কবর দেয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস এখন সবাই জানলেও কারও কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হবে না।

দুই ভাইয়ের মধ্যে বাবাই ছিল বড়। ওরা দুজনেই ছিল তখনকার দিনে যাকে বলা হত ফোর সেকশনার।

অনেকেই টেক্সাসের এই হোমস্টেডের ব্যাপারটা বোঝে না। ফ্রি রিপাবলিক থেকে টেক্সাস যখন ইউনিয়নে যোগ দিল তখন তার ঋণের অঙ্কটা ছিল বিশাল। ইউনাইটেড স্টেট্স্ এই ঋণের বোঝা নিতে চাইল না বলে জমির মালিকানা টেক্সাসেরই থেকে গেল। তাই টেক্সাসের হোমস্টেড আইন অন্যান্য স্টেটের থেকে ভিন্ন। বাবা যখন যুবক তখন আইন ছিল নির্দিষ্ট একটা জামানতের বিনিময়ে প্রত্যেককে চার সেকশন করে জমি দিত স্টেট। কেউ যদি টিকতে না পেরে জমি ছেড়ে চলে যেত, জমা টাকাটা স্টেটের লাভ হত। ওই জমি তখন আবার আর কাউকে টাকা জমা নিয়ে দেয়া হত।

কিন্তু বাবা বা আঙ্কেল জ্যাকের থেকে লাভ করতে পারেনি স্টেট। ওরা ঠিকই টিকে থেকেছিল।

ঝামেলা হলো ওদের যে জমিটা দেয়া হলো সেটা স্টেটের কাছ থেকে লীজ নিয়ে বুড়ো উইল অনেক বছর থেকে ভোগ করছিল। হয়তো ক্ষতিটা সে সহ্য করে নিত, কিন্তু আঙ্কেল জ্যাক যেভাবে বড়াই করে লোকজনকে বলে বেড়াতে শুরু করল কিভাবে উইলকে কাঁচকলা দেখিয়ে জমিটা ছিনিয়ে নিয়েছে এটা ওর মোটেও পছন্দ হলো না।

আঙ্কেল জ্যাক যে কেমন তার কিছুটা পরিচয় এখানে দিয়ে রাখা ভাল। আমার কাছে ওদের দুজনের একসাথে তোলা একটা পুরানো ছবি আছে—হলুদ হয়ে এসেছে এখন—ওটা যেদিন ওরা নিজেদের চার খণ্ড জমির মালিকানা পেল—সেদিন তোলা। প্রত্যেকে সতেরোশো একরের কিছু বেশি জমির মালিক হয়েছিল ওই দিন। ওতে বাবার পরনে রয়েছে একটা সাধারণ স্যুট—মনে হচ্ছে ওটা পরেই ঘুমিয়েছিল সে। চওড়া কারনিসের একটা হ্যাট সোজাসুজি মাথার ওপর বসানো। কিন্তু আঙ্কেল জ্যাকের পরনে একটা স্ট্রাইপের ক্যালিফোর্নিয়া প্যান্ট, ক্যাণ্ডি-স্ট্রাইপের শার্ট।

মাথায় হাল ফ্যাশনের একটা বিশাল কাউবয় হ্যাট—কাত করে পরা। ডান দিকে কোমরে পিস্তল ঝুলছে। জামা-কাপড় দেখে মনে হয় সে নাচে যাচ্ছে, কিন্তু চোখের চ্যালেঞ্জ দেখলে মনে হয় যেন মারপিটে নামতে যাচ্ছে। আঙ্কেল জ্যাকের বেলায় যেকোনটা, বা দুটোই হতে পারে।

উইলের মত অনেক র‍্যাঞ্চার এই টেক্সাস হোমস্টেড আইনের অনেক সুবিধা নিয়েছে। ওরা তাদের কর্মচারী কাউবয়দের নিজেরাই টাকা দিয়ে ক্লেইম করিয়েছে, পরে ওরা যখন জমির মালিক হয়েছে তখন টাকা দিয়ে ওদের থেকে জমি কিনে নিয়ে র‍্যাঞ্চ আরও বড় করেছে। যদিও এক ক্লেইমে চার খণ্ডের বেশি অর্থাৎ সতেরোশো একরের বেশি জমি কেউ রাখতে পারত না—কিন্তু একবার মালিক হলে সেটা বিক্রি করায় কোন বাধা ছিল না। ওই সময়ে অনেক কাউবয়ই জমির মালিক হওয়ায় আগ্রহী ছিল না। তাছাড়া পশ্চিম টেক্সাসে পেকোসের ওদিকে অনেক ক্ষেত্রেই চার খণ্ড জমিতে সংসার চালানো অসম্ভব ছিল।

প্রথমে উইল মনে করেছিল হয়তো ওরা টিকতে না পেরে সরে পড়বে। কিন্তু যখন মালিক হয়ে বসল, তখন নিরুপায় হয়ে কিনে নেয়ার প্রস্তাব দিল। কিন্তু ওরা রাজি হলো না।

হয়তো এটাও হজম করে যেন উইল, যদি আঙ্কেল জ্যাক এতটা ঠোঁট কাটা না হত।

'এখানকার লোকজনকে ঠকিয়ে লোকটা অনেক কামিয়েছে,' বলেছিল সে। 'কিন্তু আমরা ওকে ঠেকিয়েছি। আমাদের ওপর আঙুল তোলারও সাহস নেই ওর।'

বাবার বিশ্বাস, আঙ্কেল জ্যাক এভাবে ওকে উত্তেজিত না করলে হয়তো সে ক্ষতিটা মেনে নিত। কিন্তু এতটা খোঁচা সে সহ্য করল না। ফলে, জন ক্লাইড এল।

কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে উইলই ওকে আনিয়েছে, কিন্তু কেউ সন্দেহও প্রকাশ করেনি। উইলের প্রতিপত্তি আছে। এই ধরনের অপমান সে সহ্য করতে পারল না—তাই একদিন জন ক্লাইডের আবির্ভাব ঘটল। লোকটা বাবা আর চাচার পাশেই চার খণ্ড জমি নিল। ওটা রকিঙ এইচ র‍্যাঞ্চেরই এক কাউবয়ের ছিল, কিন্তু লোকটা পেকোসে গিয়ে হুইস্কির সাথে তিনটে বুলেট খেয়ে শেষে বদহজমে মারা পড়ল।

ওই সময়ে পেকোসের পশ্চিমে সবাই জন ক্লাইডের নাম শুনেছে। লোকটা ওয়েজলি হার্ডিন বা বিল লঙলির মত প্রসিদ্ধ না হলেও স্যান সাবা থেকে পেকোস পর্যন্ত গানম্যান হিসেবে ওর নাম ছিল। ওকে দেখলে লোকজন একটু দূর দিয়ে চলে।

অনেকেই ভেবেছিল সরাসরি এসে বাবা আর আঙ্কেলকে গুলি করে মেরে ফেলবে ক্লাইড। কিন্তু লোকটা তা করল না। হয়তো মনে করেছিল নামেই কাজ হবে, মিছে বারুদ খরচ করার দরকার নেই। বাবার কাছে শুনেছি মুখ তুলে তাকালেই ওরা দেখতে পেত ঘোড়ার পিঠে বসে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ক্লাইড। কোন কথা বলত না—কেবল তাকিয়ে থাকত। ওই দৃষ্টির সামনে বাবার মনে

হত যেন কেউ তার পেটে একটা বরফের টুকরো ঢুকিয়ে দিয়েছে—কিন্তু আঙ্কেল জ্যাকের কোন বিকার নেই। বরং এতে সে আনন্দই পেত।

আঙ্কেল জ্যাক যে কিছুদিন ডেপুটি শেরিফের কাজ করেছে সেটা বলাই হয়নি। হ্যাঁ, পেকোসের শেরিফ একবার তাকে ডেপুটি হিসেবে কাজে নিয়েছিল—অবশ্য সেটা মূলত ফাইফরমাশ খাটার জন্যেই। কাজটা বেশিদিন টিকল না। পরের ইলেকশনেই শেরিফ হেরে গেল। নতুন শেরিফের নিজেরই অনেক বেকার আত্মীয়স্বজন ছিল—আঙ্কেল জ্যাককে রাখল না সে।

কিন্তু ততদিনে আঙ্কেল জ্যাক কোমরে পিস্তল ঝোলানোর অনুভূতিটা কেমন তা জেনেছে—এবং ওটা তার ভাল লেগেছে। শুধু তাই নয়, সে টের পেল পিস্তলে তার বেশ ভাল হাত আছে। ঘোড়ার পিঠে চলার সময়ে পিস্তল দিয়ে খরগোশ শিকার করা তার একটা প্রিয় শখ হয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ পিস্তল ফোটার শব্দে ঘোড়াকে চমকে দিয়ে দু'তিনবার আছাড়ও খেল, কিন্তু পরোয়া করল না। এটাই ছিল তার স্বভাব। কোন কিছুতেই সে ভয় পেত না, যা-খুশি-তাই করে বেড়াত। একমাত্র বাবা ওকে সামলাতে পারত।

জন ক্লাইড যদি ভেবে থাকে তার উপস্থিতিই বার্ট ভাইয়েরা ভয়ে পালাবে, তাহলে নিরাশ হলো। তাই এবার ভিন্ন পথ ধরল সে। কিছু গরু ছিল ওর—যেগুলো সে উইলের কাছ থেকে কিনেছে বলে দাবি করত—কিন্তু লোকে বলত ওগুলো উইল ওকে ধার দিয়েছে। নইলে হোমস্টেডটা বেআইনী দেখাবে। গরুগুলোকে বার্ট জমিতে চরাতে শুরু করল জন। লুকিয়ে-চুরিয়ে নয়—সোজা গেট খুলে গরুগুলোকে ঢুকিয়ে নিজেও ভিতরে ঢুকে বসে বসে গরু চরা দেখত। ওই এলাকাটা এমন নয় যে প্রচুর বৃষ্টি হয়। বার্টদের গরুর জন্যেই কেবল যথেষ্ট ঘাস ছিল—এবং মাঝেমাঝে এতেও কুলাত না।

লড়ার জন্যে খেপে উঠল আঙ্কেল জ্যাক। ক্লাইডের গরুগুলোকে গুলি করে মারতে চাইল সে। অন্যদিকে, বাবা শক্ত হওয়ায় বিশ্বাসী। আত্মঘাতী হওয়ায় নয়। পিস্তল বাড়িতে রেখে, ঘোড়া নিয়ে গরুগুলোকে তাড়িয়ে বের করে দিল সে। ক্লাইড ঘোড়ার পিঠে বসে বসে দেখল।

'ও আমাকে গুলি করতে পারল না,' বলল বাবা, 'কারণ আমার কাছে পিস্তল ছিল না। সরাসরি খুনের দায়ে জড়াতে চায় না সে। ক্লাইড যখন কাউকে হত্যা করে, আইনের আওতায় থেকেই তা করে।'

কয়েকবার ব্যর্থ হওয়ার পর ওই পথ ছাড়ল ক্লাইড। কারণ প্রতিবারই বাবা একই ভাবে বিপত্তির মোকাবিলা করল।

এর পর অন্য পথ ধরল ক্লাইড। ওই সময়ে দড়ি ছুঁড়ে গরু ধরা একটা জনপ্রিয় খেলা ছিল। ফোর্ট স্টকটনে যেতে হলে ওকে বাবার জমির উপর দিয়েই যেতে হত। যাওয়ার পথে সে বার্ট ব্র্যাণ্ডের গরুগুলোর ওপর ওই খেলা প্র্যাকটিস করা শুরু করল। গরুর জন্যে খেলাটা নির্দয়। ভারি গরুগুলো আছাড় খেয়ে পড়ে শিঙ আর পা ভাঙতে থাকল। পা ভাঙাটাই ক্লাইডের বেশি পছন্দ ছিল।

আঙ্কেল জ্যাক পিস্তল নিয়ে ওর মোকাবিলা করতে চাইল। কিন্তু বাবা তা করতে দিল না। যতগুলো গরুকে পা ভাঙায় মেরে ফেলতে হয়েছে তার একটা লিস্ট করে শেরিফকে নিয়ে ওর বাড়ি গিয়ে টাকা আদায় করে আনল বাবা। ভয়ে তটস্থ ছিল শেরিফ, কিন্তু বাবা টাকা আদায় করেই ফিরল।

'পিস্তলবাজি ওর পেশা,' আঙ্কেল জ্যাককে বোঝাল বাবা, 'সাধারণ মানুষের পিস্তল নিয়ে ওর মোকাবিলা করতে যাওয়া বোকামি। পিস্তল তুমি বাসাতেই রেখে যেয়ো—নইলে একদিন ক্লাইডের উস্কানিতে তুমি ওটা ব্যবহার করতে বাধ্য হবে। এই ধরনের শূটিঙ ম্যাচে সেকেণ্ড প্রাইজ হচ্ছে কাঠের কফিন।'

এখানে ডেলিয়া লারাবির কথা একটু বলে রাখা দরকার। বাবা হয়তো একটু বেশিই বলত, কিন্তু বাবার মতে ডেলিয়া ছিল ওই কাউন্টির সেরা সুন্দরী। বাবার সাথেই তার প্রথম পরিচয়—কিন্তু আঙ্কেলের চমক বেশি—তাই প্রতিযোগিতা ছেড়ে পিছিয়ে গেল বাবা। একটা মেয়ে কেন বাবার চেয়ে আঙ্কেলের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হবে তা ওই ছবিটা দেখলেই বোঝা যায়।

যতবার ক্লাইড একটা ঝগড়া বাধাবার চেষ্টা করেছে, প্রতিবারই বাবার ধীর-স্থির বুদ্ধির কাছে হেরে গেছে। কিন্তু ডেলিয়া আর আঙ্কেল জ্যাকের সম্পর্কের কথা জানার পর ভাবল একটা উপায় সে পেয়েছে। ফোর্ট স্টকটনের বড় নাচে ওর সুযোগ এল।

বাবা সেদিন যায়নি—গেলে হয়তো সে এটা এতদূর গড়াবার আগেই ঠেকাত। কিন্তু ছোট ভাইয়ের কাছে ডেলিয়াকে হারিয়ে নিকট সান্নিধ্যে পরাজয়ের গ্লানি মনে আরও ব্যথা জাগায় বলেই সে যায়নি। ডেলিয়া ছাড়া আর কোন মেয়ের সাথে সে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে না। তাছাড়া গত দু'দিন ধরে স্যাডল-গান নিয়ে নেকড়ে বাঘটার পিছনে ঘুরে ক্লান্তও ছিল—ওটা বাছুরগুলোকে মেরে ফেলছিল। তাই আঙ্কেল জ্যাককে একাই নাচে যেতে দিল সে, কিন্তু পিস্তল সাথে নিতে দিল না।

বেশ কিছুক্ষণ নাচ চলার পর ওখানে হাজির হলো জন ক্লাইড। কারণ এতে ওর উপস্থিতি আরও গুরুত্ব পাবে। লোকে বলে ক্লাইড ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নাচের আসরটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছিল। একমাত্র বুড়ো বেহালা বাদক ছাড়া সবাই থেমেছিল। লোকটার চোখ এতই খারাপ যে সে বিশ ফুট দূরে ওটা ঘোড়া না গরু তাও ঠিক চিনতে পারত না। নাচের আসরে মাঝখানে দাঁড়িয়ে জন দেখল আঙ্কেল জ্যাক ড্রিঙ্কের বিরাট গামলাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দক্ষিণ দেয়ালের কাছে আঙ্কেলের ড্রিঙ্ক নিয়ে ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে ডেলিয়া। এগিয়ে বিনীত ভাবে কুর্নিশ করে সে বলল, 'তুমিই এই আসরের সবথেকে সুন্দরী মহিলা। আগামী নাচটা আমি তোমার সাথেই নাচতে চাই।'

ক্লাইডকে ডেলিয়ার সাথে কথা বলতে দেখে তাড়াতাড়ি ফিরে এল আঙ্কেল জ্যাক। মুঠো পাকিয়ে তৈরি—কিন্তু ডেলিয়া মাথা নেড়ে ওকে থামাল। উঠে দাঁড়িয়ে ক্লাইডের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। জানে প্রত্যাখ্যান করলেই একটা লড়াই বাধবে।

কিন্তু ক্লাইড সহজে দমার পাত্র নয়। গানের সুরটা শেষ হওয়ার পরও ডেলিয়ার হাত ছাড়ল না সে। পরের নাচটাও ওর সাথে নাচতে বাধ্য করল। আঙ্কেল জ্যাক কয়েক পা এগিয়েছিল, কিন্তু হাত দুলিয়ে ওকে পিছিয়ে যাওয়ার ইশারা করল ডেলিয়া। শেষে নাচটা শেষ হলো, কিন্তু ডেলিয়াকে ছাড়ল না ক্লাইড। বাজনা শুরু হতেই আবার নাচা শুরু করল।

আঙ্কেল জ্যাক আর সহ্য করতে পারল না। চিৎকার করে বেহালা বাদককে বাজনা থামাতে বলল।

নাচের চত্বরে আর কেউ নেই—কেবল ক্লাইড আর ডেলিয়া নাচছে। বাকি সবাই কি ঘটে দেখার জন্যে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে।

এগিয়ে গেল আঙ্কেল জ্যাক—ওর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। 'ছাড়ো ওকে!'

ডেলিয়ার আঙুলগুলো আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ক্লাইড। 'এমন সুন্দর মেয়ের তোমার মত পচা র‍্যাঞ্চারের ওপর সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না। আমিই দখল নিলাম।'

ছবি থেকেই বোঝা যায় আঙ্কেল জ্যাকের কেমন বলিষ্ঠ কাঁধ। সে যখন ঘুসি চালাত প্রতিপক্ষ ভাল ভাবেই টের পেত। চিৎপাত হয়ে মেঝেতে আছাড় খেয়ে পড়ল ক্লাইড। স্বয়ংক্রিয় ভাবে কোমরের দিকে হাত বাড়াল সে। কিন্তু পিস্তলটা ঢোকার সময়ে জমা দিতে হয়েছে। ঠোঁটের কোনায় একটা বাঁকা হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্লাইড।

আঙ্কেল জ্যাককে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ঠেকাবার চেষ্টা করছে ডেলিয়া লারাবি। 'জ্যাক, তোমাকে মেরে ফেলতে চায় ও!'

ডেলিয়াকে সরিয়ে সরাসরি ক্লাইডের চোখের দিকে চেয়ে আঙ্কেল জ্যাক বলল, 'পিস্তলটা আমি বাসায় রেখে এসেছি।'

'ওটা নিয়ে আসতে কোন বাধা নেই,' সোজাসাপ্টা গলায় বলল ক্লাইড।

'ঠিক আছে, তাই আনব!'

ভুরু কুঁচকাল ক্লাইড। 'তুমি বাড়ি গিয়ে যখন ওটা নিয়ে ফিরবে তখনও রাত থাকবে, বার্ট, গোলাগুলির জন্যে দিনই ভাল। তাই আগামীকাল, ধরো বিকেল পাঁচটায় আমি শহরে আসব—তোমার যদি সাহস থাকে তখন আমার সামনে দাঁড়িও।' চোখ সরু হলো ওর। 'কিন্তু তুমি যদি মোকাবিলায় না আসো, তবে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেয়ো—কারণ এর পরে তোমাকে আমি যেখানে পাব সেখানেই মারব।'

দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। পিস্তলের বেল্টটা কোমরে পরতে পরতে সে বলল, 'তোমার মনে যেন কোন সন্দেহ না থাকে সেই জন্যে বলছি—দেখো আমি কি করতে পারি।' পিস্তল বের করল সে।

তিরিশ ফুট দূরে একটা কার্ডবোর্ডের সাইন ঝুলছে—FORT STOCKTON—লেখা। পিস্তল তুলে গুলি করল ক্লাইড। গুলিটা প্রথম ০ ফুটো করে বেরিয়ে গেল। গুলির শব্দে একটা মেয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল।

ধোঁয়া কেটে যাওয়া পর্যন্ত কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করল আঙ্কেল জ্যাক, তারপর বলল, 'এক মিনিট—দেখি ওটা দাও।'

একটু ইতস্তত করে পিস্তলটা বাড়িয়ে দিল ক্লাইড। দুবার গুলি ছুঁড়ল আঙ্কেল জ্যাক—বাকি দুটো ০ ফুটো হয়ে গেল।

লোকে বলে তখন ক্লাইডের চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল সে চিবানোর তামাকের একটা দলা আস্ত গিলে ফেলেছে। সে আশা করেনি আঙ্কেল জ্যাক এতটা পারে।

আঙ্কেল জ্যাক বলল, 'ঠিক আছে, কাল বিকেলে দেখা হবে। তোমার যদি সাহসে কুলায় এসো। মোকাবিলা হবে।' ওই সময়ে হয়তো ওয়াইল্ড বিল হিককের মোকাবিলা করতেও ভয় পেত না আঙ্কেল জ্যাক।

ওই রাতে বাড়ি ফিরল না জ্যাক। সে জানত বাবা তাকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে নিরস্ত করবে। এখন সে কোন যুক্তি শুনতে চায় না। বন্ধুদের সাথে শহরেই রাত কাটাল সে। পরদিন সকালে ধার করা পিস্তল নিয়ে কোমাঞ্চি স্প্রিঙস-এর কাছে খোলা জায়গায় অনেকক্ষণ প্র্যাকটিস করল।

ডেলিয়া লারাবি তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল—বলল সে তার সাথে ক্যালিফোর্নিয়া, মেক্সিকো—যেকোন জায়গায় যেতে রাজি আছে। কিন্তু আঙ্কেল জ্যাক মনস্থির করে ফেলেছে। নড়বে না। তাই ডেলিয়া তার বাবাকে নিয়ে রাত থাকতেই বাকবোর্ডে চড়ে বাবাকে পুরো ঘটনা জানাতে এল।

'তোমাকে একটা কিছু করতেই হবে।' কেঁদে ফেলল সে। 'তুমি ছাড়া আর কারও কথা শুনবে না জ্যাক।'

বাবা সমস্যাটা নিয়ে অনেক চিন্তা করল—কিন্তু বুঝল তার করার কিছুই নেই। ঠেকাতে হলে আঙ্কেল জ্যাককে বেঁধে রাখতে হবে। কিন্তু কতদিন?

'কিছু একটা করার চেষ্টা আমি করব,' প্রতিশ্রুতি দিল বাবা। 'কিন্তু বুঝতে পারছি না কি করব। তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমি দেখি, কি করা যায়। কিন্তু মনে হয় না এটা এখন ঠেকানো যাবে।' বাবার গলার স্বর খুব নিরাশ।

টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ভাবল সে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হলো। বুঝল জন ক্লাইড বুড়ো উইলের হয়ে একটা কাজ করছে জন। পথে যে পড়বে তাকেই শেষ করবে।

বাবা জানে আঙ্কেল জ্যাক তার কথা শুনবে না। কিন্তু হয়তো ক্লাইড শুনবে।

ঘোড়া সেজে জন ক্লাইডের বাসার উদ্দেশে রওনা হলো বাবা। এটার শেষ দেখে ছাড়বে সে। নেকড়ে শিকার করার স্যাডেল গানটাও ঘোড়ার পিঠেই রয়েছে। ওটা ব্যবহার করার ইচ্ছা তার নেই, কিন্তু কিছুই বলা যায় না—হয়তো ক্লাইড দুই ভাইকেই একবারে শেষ করতে চাইতে পারে।

সব নেকড়ের চার পা থাকে না।

ক্লাইডের ছোপরাটা আসলে একটা লাইন ক্যাম্প ছিল—বাবার জমিতেই। উইল ওটাকে দুটো গরুর গাড়ির ওপর বসিয়ে তুলে নিয়ে ক্লাইডকে দিয়েছে। ওখানে পানি রাখার একটা বিরাট গর্ত ছাড়া আর কিছুই নেই এখন। পাছে গরু পড়ে যায়

তাই বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। সময় পেলেই ওটাকে ভরাট করার ইচ্ছা ছিল বাবার।

এখন ভাবছে, তার আর দরকার পড়বে না, পুরোটাই আবার উইলের হবে।

টিনের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠতে দেখে সে বুঝল ক্লাইড বাড়িতেই আছে।

'ক্লাইড,' হাঁকল বাবা, 'আমি এসেছি। জর্জ বার্ট। তোমার সাথে কথা বলতে চাই।'

দেখা দিতে অনেক সময় নিল ক্লাইড। লোকটার চেহারায় অবিশ্বাসের ছাপ। হাতটা পিস্তলের বাঁটের কাছে রয়েছে। বাবার স্যাডেল গানটা দেখার পর আরও কাছে গেল হাত।

'এখন আর কথা বলে কোন লাভ নেই, বার্ট। একটা সময় ছিল যখন কথা বললে লাভ হতে পারত—কিন্তু এখন আর তা হয় না।'

'কেন হয় না?' বলল বাবা, 'উইল যা চায় তাই যদি আমরা করি তাহলে? আমরা ওর কাছেই জমি বিক্রি করে দিয়ে যদি চলে যাই?'

ভুরু কুঁচকাল ক্লাইড। 'উইল কি চায় না চায় তাতে আমার কি?'

'কথার জাল বুনে লাভ নেই, আমি জানি কিজন্যে তোমাকে আনা হয়েছে। এখন আমরা হেরে গেছি—আমার ভাইকে তুমি যেতে দাও।'

'তুমি তো তোমার দিকটা বলছ, তোমার ভাই হয়তো এটা তোমার মত করে নাও দেখতে পারে।'

'দেখবে, নইলে হাত-পা বেঁধে ওয়্যাগনে তুলে ওকে আমি সোজা ক্যালিফোর্নিয়ায় নিয়ে তুলব।'

একটু ভেবে দেখল ক্লাইড। 'তোমার কথায় যুক্তি আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এটা তুমি আগে করোনি। এখানে আমার এতটা সময় নষ্ট করার আগেই এটা করা উচিত ছিল তোমার। এখন উইল যা চায় সেটা আমার জন্যে যথেষ্ট নাও হতে পারে।'

'তুমি টাকা চাও? ঠিক আছে, জমির জন্যে উইল যা টাকা দেবে তার অর্ধেক আমি তোমাকে দেব—তবু আমার ভাই চোট পাক এটা আমি চাই না।'

'উইল যা দেবে তার অর্ধেক আর কত টাকা হবে?'

'তাহলে পুরোটাই নিও। আমরা যখন প্রথম এসেছিলাম তখন আমাদের কিছুই ছিল না—আবারও না হয় প্রথম থেকে শুরু করব।'

শুকনো আর ভয়ানক এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ক্লাইডের মুখে। 'আমি দেখতে চেয়েছিলাম তুমি কতদূর যেতে পারো—জানলাম। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই—ওতে কোন কাজ হবে না।'

'তাহলে তুমি সত্যিই ওকে মেরে ফেলবে?'

'নিঃসন্দেহে—এবং তারপর ফিরে এসে তোমাকে ভূঁই ছাড়া করব। উইলের পাই পয়সাও লাগবে না। তুমি কাগজগুলো সই করে দেয়ার পর এক কাপড়ে তোমাকে বিদায় করব!'

আর কথা চলে না। তাহলে এই হলো এর শেষ পরিণতি। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চলে আসার জন্যে তৈরি হলো বাবা। কিন্তু জানে ব্যাপারটাকে এভাবে ফেলেও আসা যায় না। আঙ্কেল জ্যাক তো মরবেই—বাবাও মরবে। আঙ্কেল জ্যাক যদি মারাই যায় তবে জমি ছাড়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বাড়ি থেকে সত্তর ফুট দূরে গিয়ে বাবা একটু সামনে ঝুঁকল। ভাব দেখাল যেন ঘোড়া ছুটাতে যাচ্ছে—কিন্তু তার বদলে এক টানে স্যাডেল গানটা খাপ থেকে বের করে ফেলল।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারল ক্লাইড। পিস্তল বের করে গুলি ছুঁড়ল সে। কিন্তু ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ফেলেছে বাবা—গুলিটা মিস হলো।

ঝাঁপিয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মাটিতে শুয়ে পড়ল বাবা। দূরে এসে ক্লাইডের সফল হওয়ার সম্ভাবনা কমিয়ে দিয়েছে সে। পিস্তলের চেয়ে এই দূরত্বে বাবার ছোট রাইফেলটা বেশি কাজে দেবে। এটা ক্লাইডও জানে। গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে ছুটে এগোল সে। বাবা মাথা তুলতে পারার আগেই কাছে এগিয়ে গুলি করার মতলব।

কিন্তু বাবা তাকে সেই সুযোগ দিল না। দ্রুত তাক করেই ট্রিগার টেনে দিল।

জীবনে অনেক নেকড়ে মেরেছে বাবা। কিছু ছুটন্ত অবস্থায়। ক্লাইডও ছুটন্ত নেকড়ের মত গড়িয়ে পড়ল। ওর দেহটা কয়েকবার ঝাঁকি দিল, তারপর স্থির হয়ে গেল।

বাবা কখনও এর আগে মানুষ মারেনি, এবং এর পরেও মারেনি। সে জানত আঙ্কেল জ্যাককে বাঁচাতে হলে এটা তার করতেই হবে। কিন্তু সকালে যা কফি খেয়েছিল সব গলগল করে বেরিয়ে এল। পরে, একটু সুস্থির হয়ে সে ভাবল লোকজনকে কিভাবে এই ঘটনার কথা জানাবে। আঙ্কেল জ্যাক তাকে এর জন্যে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না। বাবা কখনও ওকে বোঝাতে পারবে না যে ক্লাইড ওকে মেরে ফেলত। টার্গেট শ্যুটিঙ এক জিনিস আর টার্গেট যখন নিজেও গুলি করছে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। উইল চিৎকার করে বলবে এটা খুন। জুরিকে বোঝানো কঠিন হবে। ভাইয়ের জীবনের চেয়ে অনেক তুচ্ছ কারণেও মানুষ খুন করে।

হঠাৎ তার মনে হল ঃ বলার কি দরকার?

কেউ দেখেনি কি ঘটেছে। সবাই ভাববে ক্লাইড স্রেফ ঘোড়ার পিঠে চড়ে সরে পড়েছে। পিস্তলবাজ লোক মাঝে মাঝে এমন করে বলে শোনা যায়। এমন অনেক বিখ্যাত আউটল এভাবে হারিয়ে গেছে—ওদের কথা আর কখনও শোনা যায়নি। নতুন নাম—নতুন দেশ—নতুন জীবন··· '

কোরাল থেকে ক্লাইডের ঘোড়া বের করে নিয়ে আসল বাবা। ওটার পিঠে মৃতদেহটা চাপাল। রক্তের গন্ধে ঘোড়াটা ভয়ে কিছুক্ষণ লাফাল, তাই কাজটা একটু কঠিন হলো। ঘরে ঢুকে কিছু সরঞ্জাম বের করে আনল বাবা, যেসব জিনিস দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময়ে মানুষ সাথে নেয়।

ট্র্যাক সম্পর্কে ভয় ছিল বাবার। যেখানে ক্লাইড পড়েছিল সেখানে বুটের লাথি দিয়ে ঘষে রক্তের দাগ মিটিয়ে ফেলল। তবে উত্তরে কালো মেঘ জমেছে—ওতেও

সব ট্র্যাক ধুয়ে মিলিয়ে যাবে।

ধীরে ঘোড়াটাকে লীড করে ক্লাইডের জমি ছেড়ে বেরিয়ে এল বাবা। মনেমনে প্রার্থনা করছে যেন কারও সাথে পথে দেখা না হয়ে যায়।

সেই বেড়ায় ঘেরা গর্তটার কাছে থেমে লাশটা গর্তে ফেলে দিল বাবা। তারপর ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল।

বাবা সাধারণত ড্রিঙ্ক করে না, কিন্তু সেদিন কিচেন ক্যাবিনেট থেকে বোতল বের করে খেল। এবং মাতাল হলো।

অনেক রাতে আঙ্কেল জ্যাক বাসায় ফিরল। সেও মাতাল। কিন্তু ভিন্ন কারণে। সে তার দুজন বন্ধুর সাথে ছিল—অপ্রত্যাশিত বিজয়ে আনন্দ করেছে।

'হাওডি বিগ ব্রাদার!' গেটের সামনে থেকেই চিৎকার করল সে। 'তোমার ছোট্ট ভাইটা ফিরেছে—এবং সুস্থই ফিরেছে!' বারান্দায় বসা বাবার দিকে তাকাল সে। 'তুমি নিশ্চয় ভেবেছিলে আমাকে একটা বাক্সে ভরে নিয়ে আসবে ওরা? তাই বারান্দায় বসে চুর হয়ে আছ। কিন্তু আমি মরিনি—আমার ভয়েই ক্লাইড আর আসেনি! আমিই জিতলাম!'

'তাই নাকি?' বলল বাবা।

'তাহলে আর বলছি কী? সারা শহর অপেক্ষা করে ছিল, কিন্তু ক্লাইড এলই না।'

'আমি খুশি হয়েছি, জ্যাক, সত্যিই খুশি হয়েছি,' বলে উঠে টলতে টলতে বিছানায় গেল বাবা।

পরদিন একের পর এক প্রায় তিরিশ জন লোক আঙ্কেল জ্যাককে সংবর্ধনা জানাতে এল। কিন্তু ওরা কেউ বাবাকে দেখল না। সে কোন গরু পড়ার আগেই ওই গর্তটা ভরতে গেছে।

পশ্চিম টেক্সাসে লোকে বলে কিভাবে ক্লাইডকে আঙ্কেল জ্যাক তাড়িয়েছে। লোকে যা বিশ্বাস করে তাতে বাবার কোন আপত্তি ছিল না।

বাবা যা করেছিল সেটা আঙ্কেল জ্যাককে বাঁচাবার জন্যেই—কিন্তু এটাই শেষ পর্যন্ত তার কাল হয়ে দাঁড়াল। মাথায় চড়ে গেল অহঙ্কার। আর একজন জন ক্লাইডকে খুঁজতে শুরু করল সে। বদমেজাজের কারণে বন্ধু-বান্ধব ওকে এড়িয়ে চলতে লাগল। একেএকে সবাইকে হারাল আঙ্কেল জ্যাক—এমনকি ডেলিয়া লারাবিকেও হারাল। একমাত্র হারাল না বাবাকে।

জন ক্লাইডের মত আর একজন লোকের দেখা যেদিন পেল আঙ্কেল জ্যাক সেদিন ওকে সাহায্য করার জন্যে ওখানে বাবা ছিল না। বুকে দুটো গুলি খেয়ে রাস্তার ধুলোয় মাটি খামচাতে খামচাতে মারা গেল সে।

আঙ্কেল জ্যাকের চার খণ্ড জমি বাবাই পেল, কিন্তু রাখল না। ওটার সাথে নিজের জমিটাও বিক্রি করে দিয়ে আরও পশ্চিমে ডেভিস মাউনটিন এলাকায় একটা র‍্যাঞ্চ কিনে সরে গেল। জমি বিক্রি করল বটে, তবে উইলের কাছে নয়।

আর ডেলিয়া লারাবি? সে বাবাকে বিয়ে করল। আমি তাদের ছয় ছেলের সবার বড়।

খুনী

কিছু লোক বড়াই করে যে তারা লম্যানকে দূর থেকে দেখেই চিনতে পারে। জেফরি গ্রান্ট লম্যান নয়, কিন্তু ওর চালচলন লম্যানের মতই। সন্ধ্যার দিকে টুইন ওয়েলস-এ পৌঁছল লোকটা। তেলের বাতিতে আলোকিত ধুলোময় রাস্তা ধরে এগোচ্ছে ওর বাদামী রঙের মাসট্যাঙটা। ঘোড়া এবং আরোহী দুজনের ওপরই লম্বা যাত্রার ছাপ স্পষ্ট। চওড়া কাঁধ ক্লান্তিতে সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে—কিন্তু খোঁচাখোঁচা দাড়ি ভরা চোয়ালে এখনও দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। অডি মারফির খোঁজে অনেক ঘুরেছে জেফরি—কেন যেন ওর মনে হচ্ছে খোঁজার পালা এবার শেষ হতে চলেছে—এখানেই সে অডির দেখা পাবে।

বাতাসে কিসের যেন একটা অশুভ ইঙ্গিত। ঘোড়ার গতি কমাল গ্রান্ট। রাস্তায় মানুষের কয়েকটা ছোট জটলা দেখা যাচ্ছে। কেউ কথা বলছে না। বললেও নিচু স্বরে বলছে—বাইরের কেউ শুনতে পাচ্ছে না।

লোকগুলোর চেহারা অল্প আলোয় অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর দেখাচ্ছে। ওদের সবার চোখই নিচের দিকে। কেউ মাটির দিকে চেয়ে আছে, কেউ নিজের কড়া পড়া হাতের দিকে দেখছে, কেউবা ফুটপাতের চল্টা ওঠা বাঁকা তক্তার দিকে চেয়ে তামাক চিবানো পিকের গাঢ় দাগ দেখছে।

রাস্তার আরও কিছুটা সামনে জেলঘরটার আকৃতি দেখেই চেনা যাচ্ছে। লোহার গারদ বসানো ঘরটার সামনে ছোট বারান্দায় লণ্ঠন জ্বলছে। জেলখানার সামনে তিন জন লোক পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে চারপাশে লক্ষ রেখেছে।

মনে হচ্ছে যেন পুরো শহরটাই কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় আছে। একটা সঙ্কেত বা একটা স্পার্কের অপেক্ষা। গ্রান্টের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। চল্লিশ বছর টেক্সাসের রোদে পোড়া চেহারাটায় আরও কয়েকটা ভাঁজ পড়ল।

লিভারি আস্তাবলের সামনে থেমে আড়ষ্টভাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল জেফ্। দুপাট খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আস্তাবলরক্ষী। ওর থেকে চুকা হুইস্কি, শুকনো খড়, আর ঘোড়ার ঘাসের গন্ধ আসছে।

'ঘটনাটা কি?' গোঁফধারী আস্তাবলরক্ষীকে প্রশ্ন করল জেফ্।

'আশঙ্কা করছি একটা ফাঁসি হবে,' আগ্রহের সঙ্গে জবাব দিল সে। 'এল ৪ র‍্যাঞ্চের লোকজন এসে পৌঁছার অপেক্ষায় আছে সবাই। শেরিফ ভাবছে সে এটা ঠেকাতে পারবে, কিন্তু আমার তা মনে হয় না।'

'কিন্তু বিষয়টা কি?'

রাস্তায় একটা আলোড়ন লক্ষ করে এগিয়ে ওদিকে তাকাল মাঝবয়সী লোকটা। কিন্তু নড়াচড়া থেমে যেতে দেখে নিরুৎসাহ হয়ে আবার পিছাল। 'ব্যাঙ্কে ডাকাতি

করতে ঢুকেছিল একজন। ভিতরের মেয়েটা আতঙ্কিত হয়ে দরজার দিকে ছুটতেই ওকে গুলি করে মেরে ফেলেছে লোকটা।

'শহর ছেড়ে এক মাইলও যেতে পারেনি—আগেই ধরা পড়েছে ব্যাটা। ওকে ওখানেই ফাঁসি দেয়া হত, কিন্তু শেরিফ চট করে পৌঁছে যাওয়াতে সেটা হয়নি। তবে আজ রাতেই ওর ফাঁসি হবে এতে সন্দেহ নেই।'

উত্তেজনায় গ্রান্টের রক্ত চলাচল দ্রুত হলো। 'ওই ডাকাতটা···দেখতে কেমন?'

'লম্বা গড়ন, একটু কুঁজো। ওর কালো চোখের চাহনিতে মনে হয় যেন তোমাকে ছ্যাঁদা করে ফেলবে। ডান গালে একটা ক্ষত চিহ্ন আছে। পুরো দস্তুর খুনী চেহারা। আমি দেখেই চিনেছি,' গর্বের সাথে বলল সে, 'জীবনে অমন অনেক খুনী আমি দেখেছি।' চেহারার বর্ণনায় লোকটা অডি মারফি ছাড়া আর কেউ হতেই পারে না।

ব্যক্তিগত কারণে গত পাঁচ মাস ধরে অডির খোঁজে ঘুরেছে গ্রান্ট। ওর পিছন পিছন ধাওয়া করে সেই সুদূর ক্যানসাস পর্যন্ত গিয়ে আবার টেক্সাসে ফিরেছে। এত ঘোরার পর শেষ পর্যন্ত যখন ওকে পেল তখন উশৃঙ্খল জনতার দাবি অগ্রাধিকার পাওয়ার জোগাড় করেছে!

আস্তাবলরক্ষীর হাতে ঘোড়াটার যত্ন নেয়ার ভার তুলে দিয়ে স্পারের ঝুন-ঝুন্ শব্দ তুলে দৃঢ় পদক্ষেপে জেলখানার দিকে এগোল জেফরি। মুহূর্তে তিনটে উদ্যত পিস্তল ওকে ঠেকাল। পিস্তলের পিছনে লোকগুলোর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ। ওদের ব্যাজের ওপর লণ্ঠনের আলো পড়ে লালচে আভা ঠিকরে বেরোচ্ছে।

'শেরিফের সাথে আমার জরুরী কথা আছে,' বলল গ্রান্ট।

পিস্তলগুলো একটু পিছাল। ওদের একজন বলে উঠল, 'এখন? শোনো, বন্ধু, হাঁড়ির পানি ফুটতে শুরু করার আগেই এখান থেকে সরে পড়ো।'

গ্রান্ট নড়ল না। 'তোমাদের কয়েদির ব্যাপারেই কথা বলতে চাই। ওকে আমি চিনি।'

একজন ডেপুটি মুখ বাড়িয়ে অবিশ্বাসের চোখে জেফরিকে খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'ঠিক আছে, তাহলে ভিতরে যাও, কিন্তু পিস্তলটা আমার কাছে জমা রাখো। যা কথা আছে সেটা তাড়াতাড়ি সারো—এল ৪ র‍্যাঞ্চে লোক এসে পৌঁছলে তুলকালাম কাণ্ড বাধবে—বুড়ো লঙম্যানের মেয়েই খুন হয়েছে।'

শেরিফের বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি হবে। দুশ্চিন্তার রেখা ওর কপালে গভীর ভাঁজ ফেলেছে। 'তুমি ওর সাথে কথা বলতে চাও কেন?' অবিশ্বাস মাখা চোখে গ্রান্টের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল শেরিফ।

বুঝতে পারছে হাতে সময় খুব কম। 'তোমাকে সংক্ষেপে ঘটনাটা খুলে বলছি, শেরিফ—ওর নাম অডি মারফি। গরুর একটা বড় পাল নিয়ে রেল রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার কাজে ওকে নিয়েছিলাম। শুধু আমার যথাসর্বস্বই নয়, আমার স্ত্রীর বাপ-মায়ের সব টাকাও খাটানো হয়েছিল ওতে।

'গরু বিক্রি করার পর আমাকে পিছন থেকে গুলি করে সব টাকা নিয়ে পালিয়েছিল মারফি। দু'মাস বিছানায় পড়ে থাকার পর ঘোড়া চড়ার মত সুস্থ হওয়ার সাথে সাথে আমি ওকে অনুসরণ করতে শুরু করি। পাঁচ মাস চেষ্টার পর আজ ওকে পেয়েছি। ক্ষিপ্ত জনতার হাতে ওর ফাঁসি হওয়ার আগেই টাকাটা কোথায় লুকানো আছে সেটা জানতে হবে।'

চিন্তাযুক্ত মনে গ্রান্টকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল শেরিফ। ওকে পুরো পুরি বিশ্বাস করতে পারছে না লোকটা। 'ঠিক আছে,' শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মত দিল শেরিফ। 'কিন্তু তোমাকে যা করার জলদি করতে হবে। হাতে আর বেশি সময় নেই।'

মুখ কুঁচকাল গ্রান্ট। 'তুমি কি লোকটাকে ওদের হাতেই তুলে দেবে?'

শেরিফের স্বরটা তিক্ত শোনাল। 'ওকে বিচারের আগে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা নিশ্চয় করব—কিন্তু তাই বলে ওদের ঠেকাতে গিয়ে খুনীর পক্ষ নিয়ে নিজের বন্ধুবান্ধবকে আমি মারতে যাব না।' ●

একটা সরু করিডোর ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা সেলের সামনে দাঁড়াল শেরিফ। একটু ইতস্তত করে পকেটের চাবিগুলো বাজিয়ে সে বলল, 'আমার মনে হয় এখানে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে কথা বলাটাই ভাল।'

অডি মারফির চেহারার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ওকে দেখে অডির তীক্ষ্ণ চোখ দুটো আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি পৌঁছে গেছ, গ্রান্ট। জানো, ওরা আমাকে ফাঁসি দিতে চাইছে?' হাত কাঁপছে ওর।

নিজের এতদিনের জমানো আক্রোশ লুকাবার কোন চেষ্টা করল না গ্রান্ট। 'ওই ব্যাপারে কিছু করার জন্যে আমি আসিনি। আমি আমার টাকা ফেরত নিতে এসেছি।'

হতাশায় লোহার গারদ খামচে ধরল মারফি। 'ওরা আমাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে, আর তুমি তা দূর থেকে দেখবে? কি বলছ তুমি? আমরা বন্ধু ছিলাম!'

'বন্ধু? তুমি পিছন থেকে গুলি করে আমার টাকা কেড়ে নিয়েছ!'

'কিন্তু তোমাকে মেরে ফেলিনি।' স্বপক্ষে যুক্তি দেখাল সে। 'তোমার টাকা আমি নিয়েছি, আরও অনেক টাকা আছে। এই পর্যন্ত আমার লাক ভালই চলছিল কিন্তু আজ ফেঁসে গেছি। আমাকে যদি মরতেই হয় তবে আমার সাথে টাকাগুলো কোথায় লুকানো আছে সেই খবরটাও চিরদিনের জন্যে হারিয়ে যাবে।' কোণঠাসা ধূর্ত নেকড়ে একটা পালাবার পথ খুঁজতে যেভাবে তাকায়, সেইভাবে গ্রান্টের দিকে চেয়ে আছে মারফি।

জেফরির ভিতর এতদিনের পুষে রাখা রাগটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তার সারা জীবন কঠিন পরিশ্রম করে রোজগার করা টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে মারফি। 'আমি একা এখানে কি করতে পারব?' বোঝাবার চেষ্টা করল জেফ। 'বাইরে অন্তত একশো লোক তোমার ফাঁসি দেখার অপেক্ষায় রয়েছে।'

শার্টের হাতায় কপালে ফুটে ওঠা বিন্দু বিন্দু চিকন ঘাম মুছল অডি। 'ওটা

তোমার সমস্যা। ফুলে ওঠা ভরা নদীতে কিভাবে গরু পার করা যাবে তা তুমিই বের করেছিলে। তুমিই বুদ্ধি খাটিয়ে কোয়ারেনটিন এড়িয়ে গরু নিয়ে এগোবার উপায় বের করেছিলে। এখন এখান থেকেও আমাকে বের করার একটা উপায় বের করো। আমাকে ওই লোকগুলোর হাত থেকে বাঁচালে আমি যেখানে টাকাগুলো রেখেছি সেখানে তোমাকে নিয়ে যাব। জায়গাটা বেশি দূরে না।'

'যদি না পারো—গুড-বাই সবকিছু।'

পিছিয়ে গেল জেফরি। পেটের ভিতরটা গুলিয়ে উঠছে। বুঝতে পারছে লোকটার থেকে কথা আদায় করা যাবে না—ও যা বলেছে তাই করবে। নিজের জীবন বাজি রেখে খেলছে অডি।

মরিয়া হয়ে বাইরের অফিসে শেরিফের মুখোমুখি হলো গ্রান্ট। 'ওকে এখান থেকে সরিয়ে নিরাপদ কোথাও নিয়ে যাওয়া যায় না? বুঝতেই পারছ তুমি আর তোমার ডেপুটিরা ওকে বেশিক্ষণ এখানে রাখতে পারবে না।'

অপারগ ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল শেরিফ। 'বাইরের সবাই চারদিক থেকে এদিকে সতর্ক নজর রেখেছে। ওকে বের করে কোথাও নিতে গেলেই ওরা গুলি ছুঁড়বে। তাতে আসামী তো মরবেই আমাদেরও দু'একজন মারা পড়ার আশঙ্কা আছে।'

'যদি সন্দেহ থাকত লোকটা সত্যিই দোষী কিনা, তাহলে চেষ্টা করতাম। কিন্তু কোন সন্দেহ নেই। তাই আজ রাতে যদি কারও মরতে হয় তবে ও'ই মরবে, আর কেউ নয়।'

হতাশ দৃষ্টিতে জানালার গারদের ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল গ্রান্ট। গরু নিয়ে উত্তরে যাওয়ার আগে বারান্দার ওপর লণ্ঠন হাতে দাঁড়ানো জলির মলিন চেহারাটা ওর চোখের সামনে ভাসছে। জেফরির আহত হওয়ার খবর পেয়ে ওয়্যাগনে চড়ে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে তার সেবা করতে এসেছিল মেয়েটা। টাকাটা উদ্ধার করতে না পারলে র‍্যাঞ্চটা হারাতে হবে, তা নিশ্চিত জেনেও জলি বারবার ওকে মারফির পিছু না নেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিল।

'তুমি একজন কাউবয়, আইনের লোক নও,' যুক্তি দেখিয়েছিল সে।

কিন্তু গ্রান্ট তা মেনে নিতে পারেনি। সে জানে টাকাটা হারালে তাকে সারাটা জীবন অন্যের র‍্যাঞ্চে বেতনের বিনিময়ে খেটে মরতে হবে। সুখের মুখ আর এ'জীবনে দেখা যাবে না। 'টাকাটা আমি ফিরিয়ে আনব,' বলেছিল সে, 'আর তা না হলে ওকে কবর দিয়েই ফিরব।'

এখন মনে হচ্ছে তার দ্বিতীয় কথাটাই ফলতে চলেছে। এর কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছে না জেফ।

হঠাৎ একটা উপায় দেখতে পেল। শেরিফের টেবিলের ওপর রাখা আছে ওর পিস্তলটা। মনটা কুঁকড়ে এল এই চিন্তাধারায়। কিন্তু ভালভাবে বাঁচার একটা পথই খোলা রয়েছে ওর সামনে···জলিকে সারা জীবন হাড়ভাঙা খাটুনির হাত থেকে বাঁচাতে হলে আর উপায় নেই।

একটা হৈ চৈ-এর শব্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে অন্ধকারে কি ঘটছে দেখার

জন্যে জানালা দিয়ে উঁকি দিল শেরিফ। সুযোগ বুঝে নিঃশব্দে পিস্তল নিয়ে এগিয়ে শেরিফের পিঠে ঠেকাল জেফ।

'কোন শব্দ কোরো না। কিছুই ঘটেনি এমন ভাব দেখিয়ে মারফির সেলের দিকে চলো।'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও আবার চুপ হয়ে গেল শেরিফ। সেলের দরজার সামনে থেমে শেরিফের কোমরে ঝুলানো পিস্তলটা তুলে নিল জেফ। 'দরজাটা খোলো। জলদি!'

ধীরে চাবি বের করে দরজা খুলল শেরিফ। ওর মুখের ভাব গম্ভীর। 'বোকার মত কাজ করছ তুমি। ওকে নিয়ে বেরোতে দেখলেই তোমাকে ওরা গুলি করে ঝাঁঝরা করে ফেলবে।'

কথাটার কোন জবাব দিল না জেফ। কারণ দেয়ার মত কোন জবাব ওর কাছে নেই।

দরজা খোলা হতেই বাইরে বেরিয়ে এল মারফি। ওর চেহারাটা খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। 'আমি জানতাম টাকাটা ফেরত পাওয়ার জন্যে তুমি একটা উপায় ঠিকই বের করবে। একটা পিস্তল দাও আমাকে, তোমাকে তোমার টাকার কাছে নিয়ে যাই।'

মাথা নাড়ল গ্রান্ট। 'একটা পিস্তলই যথেষ্ট। আর সেটা আমার কাছে থাকবে।'

শেরিফকে সেলে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিল জেফ। 'আমি দুঃখিত, শেরিফ, কিন্তু আমার আর কোন পথ নেই। তোমার ঘোড়াটাও ধার নিতে হচ্ছে—কাজ শেষ হলেই ওটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাব আমি।'

গোমড়া মুখে জেফের দিকে তাকাল শেরিফ। 'আমাকে যদি মিছে কথা বলে থাকো তাহলে জাহান্নামে যাও। কিন্তু সত্যিই যদি তোমাকে গুলি করে ও টাকা নিয়ে থাকে, তবে সতর্ক থেকো। নইলে আবারও সুযোগ পেলে সে একই কাজ করবে।'

পিছনের দরজার হাতল ঘুরিয়ে জেফ দেখল ওটা বন্ধ। শেরিফের চাবির গোছা থেকে বেছে ওটার চাবি বের করে দরজা খুলে জেলের পিছন দিকের গলিতে বেরিয়ে এল ওরা। চারটে ঘোড়া হিচিঙ রেইলের সাথে বাঁধা রয়েছে। শেরিফ আর তার ডেপুটিদের ঘোড়া।

হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে কেউ চিৎকার করে উঠল। দ্রুত ঘোড়ার পিঠে উঠে ঘোড়া ছুটাল জেফ আর অডি। একটা গুলির শব্দ হলো—জেফের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওটা। আরও একটা গুলির শব্দ উঠল, কিন্তু ততক্ষণে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওরা।

সামনেই একজন আরোহীর আকৃতি ফুটে উঠল। লোকটাকে পিস্তল তুলে তাক করতে দেখল জেফ। সোজা ওর দিকেই এগোল সে। দুই ঘোড়ার সংঘর্ষ হলো। এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না লোকটা—উল্টে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল—লক্ষ্যহীন গুলিটা বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল।

দশ-বারো জন আরোহী ওদের পিছু নিয়ে ধাওয়া করে আসছে। কিন্তু পিছনের গলির অন্ধকার ওদের সহায় হলো। চট করে দুটো বাড়ির ফাঁকে ঢুকে থেমে দাঁড়াল ওরা। ঝড়ের বেগে পাশ দিয়ে ছুটে এগিয়ে গেল অনুসরণকারী দলটা।

একটু খেয়াল করে জেফ টের পেল যে বড় দালানটার দেয়াল ঘেঁষে ওরা আশ্রয় নিয়েছে, সেটা একটা গির্জা। খোলা জানালা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল সে। একটা অপরাধ বোধ ওর বিবেককে খোঁচা দিচ্ছে।

ভিতরে পাইন কাঠের কফিনের পাশে ব্যথিত হৃদয়ে একজন বয়স্কা মহিলাকে বসে থাকতে দেখেছে সে। ওর হাতের মুঠোয় রুমালটা দুমড়ে কুঁচকে রয়েছে। হয়তো ওই মহিলাই মারফি যাকে মেরেছে সেই মেয়েটার মা।

একবার ভাবল সে যা করতে যাচ্ছে সব কিছু বাদ দিয়ে মারফিকে ওদের হাতেই তুলে দেবে। কিন্তু অনেক বছরের আশা, আকাঙ্ক্ষা, আর কঠিন পরিশ্রমে জেফরি গড়ে তুলেছে ওই র‍্যাঞ্চটা। এই বয়সে এখন আর নতুন করে সব করার সময় নেই।

আরও কয়েকজন আরোহী অন্ধকারে ওদের পাশ দিয়ে ছুটে এগিয়ে গেল। নিচু স্বরে জেফ বলল, 'এবার বলো, টাকাটা কোথায় রেখেছ।'

মারফি তার দাড়িওয়ালা সরু চিবুক উঁচিয়ে আরোহীরা যেদিকে গেছে সেই দিকেই ইঙ্গিত করল। পিস্তলের নল দুলিয়ে ইশারা করল জেফ। 'তাহলে চলো, ওদের পিছু নিই। কিছুদূর এগিয়ে সরে পড়ব। ওরা নিজেদের মধ্যে আমাদের খুঁজবে না।'

হঠাৎ কি মনে করে ঘোড়ার পিঠে বাঁধা দড়ির ফাঁস অডির ওপর ছুঁড়ে দিল জেফ। ফাঁসটা ওর কাঁধ গলে কনুই-এর ভাঁজে এসে থামল।

'এসব কি হচ্ছে?' প্রতিবাদ করল অডি।

'অন্ধকারে যাতে সরে পড়তে না পারো তার ব্যবস্থা করলাম। পালাবার চেষ্টা করলে তোমারই ঘাড় মটকাবে।'

দু'মাইল যাওয়ার পর আরোহীরা ধাওয়া করা ছাড়ল। ওদের একজনকে জেফ বলতে শুনল, 'আমাদের সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দু'জন ভাল ট্র্যাকার নিয়ে কাল দিনের আলোয় ওদের খুঁজব।'

ওরা যখন শহরে ফেরার পথ ধরল, অন্ধকারে জেফ আর অডি একটু সরে গেল। তারপর সুযোগ বুঝে কেটে পড়ল। শহরের পথে লোকগুলোর ঘোড়ার খুরের শব্দ দূরে সরতে সরতে মিলিয়ে গেল।

আগে আগে পথ দেখিয়ে এগোচ্ছে অডি। সমান গতিতে ওকে অনুসরণ করছে গ্রান্ট। এক ঘণ্টা দক্ষিণ-পশ্চিমে ঝোপের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে চলল। যেখানে ঝোপ বেশি ঘন সেখানে মারফিকে ঘুরে যাওয়ার নির্দেশ দিল জেফ। ঘন জঙ্গলে ফাঁসটা চট করে খুলে পালাবার একটা সুযোগ করে নিক অডি, এটা সে চায় না। একবার তাকে বিশ্বাস করে ঠকেছে, তাই কড়া নজর রাখছে।

একবার হাত উঁচিয়ে দড়িটা খুলে ফেলার চেষ্টা করতে দেখে দ্রুত এগিয়ে

পিস্তলের নল অডির পাঁজরের ওপর এত জোরে ঠেসে ধরল যে ব্যথায় ককিয়ে উঠল লোকটা। 'চালাকি ছাড়ো! নইলে গুলি খেয়ে ফুটো হয়ে যাবে!'

একটু ইতস্তত করে কাঁধ উঁচিয়ে দড়ি খুলে ফেলার চেষ্টা বাদ দিল অডি। দড়িটা আবার পেটের কাছে কনুই-এর ভাঁজে নেমে স্থির হলো। 'আমাকে মারলে তুমি সব খোয়াবে, গ্রান্ট।'

রাগে দাঁতে দাঁত ঘষল জেফরি। 'তোমাকে ঠুঁটো করে দেব। তাতে তোমার বিশ্বাসঘাতকতার উচিত সাজা হবে।'

একটা ঝোপে ভরা বর্ষার পানি চলার পথের কাছে এসে পৌঁছল ওরা। মাটিটা নরম। ঘোড়ার খুর অনেকটা দেবে যাচ্ছে। ওয়্যাগন চলাচলের পুরানো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বোঝা যায় এই পথটা এখন আর তেমন ব্যবহার করা হয় না।

'শহরে ফেরার পুরানো রাস্তা,' বলল অডি। 'আমরা প্রায় পৌঁছে গেছি।'

ছোপরাটা অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্ধকার ভেদ করে দেখা দিল। রুক্ষ কাঠের তক্তাগুলো বাঁকা। কিছু কিছু ফেটেও গেছে। কাঁচের জানালাটার বেশির ভাগ কাঁচই ভাঙা। দরজার কাছ থেকে একটা খরগোস ওদের দেখে ছুটে পালাল।

'ব্যাঙ্কের মত মোটেও দেখাচ্ছে না, তাই না?' মন্তব্য করল অডি।

পিস্তল নেড়ে ইশারা করল গ্রান্ট। 'যাও, ভিতরে ঢুকে তাড়াতাড়ি টাকাটা বের করো।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল অডি। 'এখন এটার আর কোন দরকার আছে?' দড়ি দেখিয়ে বলল অডি। 'নাকি ঘোড়ার মত আমাকে বেঁধেই রাখবে?'

'ঠিক আছে খুলে ফেলো,' অস্থির ভাবে বলল সে। দেরি আছে জেনেও পুবের আকাশের দিকে চেয়ে ভোর হওয়ার পূর্বাভাস খুঁজল জেফ। 'জলদি করো।'

ঘোড়াগুলোকে বাঁধা হলে অডিই প্রথম দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। পিছনে গ্রান্ট। পায়ের নিচে পচা কাঠের মেঝে ভেঙে হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল সে। মুহূর্তের জন্যে পিস্তলের কথা ভুলে গেলেও পরক্ষণেই আবার ওটা অডির দিকে বাগিয়ে ধরল। আঁধারের মধ্যেও দেখল অডি ওর দিকে এক পা এগিয়েছিল, কিন্তু সুবিধে হবে না বুঝে আবার পিছিয়ে গেল।

'ওই গর্তটা সম্পর্কে তোমাকে আগে থেকে সাবধান করব ভেবেছিলাম,' বলল মারফি। 'কিন্তু একদম ভুলে গেছি।'

বিড়বিড় করতে করতে গর্ত থেকে পা বের করে উঠে দাঁড়াল জেফ। 'আর বলতে হবে না, বুঝেছি। এখানে কোন বাতি আছে? থাকলে জ্বালাও।'

ঘোঁত করে একটা শব্দ করল অডি। 'কেউ যদি দেখতে পায়?'

'সে ঝুঁকিটা আমি নেব। এখানে তোমার কোন পিস্তল লুকানো থাকতে পারে—কোথায় কি আছে আমি দেখতে চাই।'

শেলফ থেকে লণ্ঠন নামানোর আওয়াজ পেল জেফ। ওটার আলোয় ধুলো ভরা ঘরটা আলোকিত হলো। ঘরের কোনায় একটা প্যাক-র‍্যাট বাসা করেছে।

'টাকাটা বের করো!' তীক্ষ্ণ স্বরে আদেশ করল গ্রান্ট।

'টাকা!' উপহাস করল অডি। 'এমন টাকা-পাগলা লোক আমি আর দেখিনি!'

'টাকাটা বড় কথা নয়,' ব্যাখ্যা করল জেফরি। 'ওটা ফেরত না পেলে আমি কি হারাব সেটাই বড়।' অডি বুঝবে না এটা সে জানে। ওর কাছে কৈফিয়ত দেয়ারও কোন দরকার ছিল না। আসলে সে নিজের বিবেককেই বোঝাতে চেষ্টা করছে কেন একজন খুনীকে জেলখানা থেকে বের করে এনেছে।

অডি মারফি জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। ইতস্তত করছে সে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে টাকাগুলো এভাবে হাতছাড়া হোক, এটা ওর অসহ্য ঠেকছে। লণ্ঠন হাতে অনিচ্ছার সাথে ঘরের কোনায় গিয়ে বুট দিয়ে ঠেলে প্যাক-র‍্যাটের জড়ো করা হাবিজাবি সরাল। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে মেঝে থেকে কয়েকটা আলগা তক্তা টেনে ওঠাল। বাতিটা মেঝের অন্ধকার গর্তে নামিয়ে ভিতরটা ভাল করে দেখল।

'বলা যায় না, এর ভিতর র‍্যাটল স্নেক বাসা করে থাকতে পারে,' মন্তব্য করল মারফি।

গর্ত থেকে একটা শুয়োরের চর্বি রাখার বালতি বের করল সে। উত্তেজনায় গ্রান্টের হার্ট বীট বেড়ে গেল।

'এই যে তোমার টাকা,' বলল মারফি। 'অনেক দিন এর পিছনে ঘুরেছ তুমি। নেও, দেখো।'

হাঁটু ভাঁজ করে বসে এক হাতে বালতি ধরে পিস্তলের নল দিয়ে ঢাকনা খোলার চেষ্টা করল জেফ। কিন্তু ওর চোখ মারফির ওপর। ভাবছে লোকটা এত কাছে না থাকলেই ভাল হত। তারপর পিস্তলটা হাঁটুর পাশে রেখে দুই হাত লাগাল। শক্ত করে আঁটা ঢাকনাটা হঠাৎ লাফিয়ে সশব্দে মেঝের ওপর পড়ল।

বালতির ভিতরে তাকিয়ে আনন্দের একটা শিহরণ খেলে গেল জেফের শিরদাঁড়া বেয়ে। দেখে বোঝা যাচ্ছে তার পুরো টাকাই রয়েছে ওখানে। তার এতদিনের কষ্ট সার্থক হলো আজ।

হঠাৎ একটা নড়াচড়ার লক্ষণ টের পেল জেফরি। চট করে চোখ তুলে দেখল অডি ওর মুখ লক্ষ্য করে বাতিটা ছুঁড়ে মেরেছে। মাথা সরাল জেফ। লণ্ঠনটা কাঁধে বাড়ি খেয়ে ছিটকে পড়ল। বাতির পিছু পিছু ঝাঁপ দিল অডি। ওর কাঁধের ধাক্কায় চিতপাত হয়ে পড়ে গেল গ্রান্ট।

'ওটা আমার টাকা!' চড়া স্বরে চেঁচিয়ে উঠল অডি।

বুকের ওপর লোকটার ভারি দেহের চাপ অনুভব করছে জেফ। দেহটাকে মোচড় দিয়ে গড়িয়ে একপাশে সরায় ভারসাম্য হারাল অডি। কলার ধরে ঠেলে ওকে বুকের ওপর থেকে ফেলে দিল জেফরি। উঠে দাঁড়িয়ে মুষ্ঠিযুদ্ধে নামল গ্রান্ট।

ভিতরের একটা সুপ্ত আক্রোশ ওকে প্রেরণা যোগাচ্ছে। বিশ্বাসঘাতকতার ফলে গুলি খেয়ে জখম হওয়ার পরে ওর মনটা বিষিয়েই ছিল। গির্জায় বসা সেই প্রৌঢ়া মহিলা তার এই আক্রোশের আগুনে ঘি ঢেলেছে।

ছাপরায় আগুন ধরে গেছে। সমানে দু'হাত চালাচ্ছে গ্রান্ট। ওর ক্ষিপ্র গতির সাথে এঁটে উঠতে পারছে না মারফি। পিছাতে পিছাতে দরজার কাছে মেঝের

গর্তটায় পা পড়ায় হোঁচট খেল সে। ডান দিকে হেলে পড়েছিল অডি, গ্রান্টের বুট পরা পায়ের লাথিতে ওর নাকটা থেঁতলে গেল। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল সে।

এতক্ষণে জেফরির খেয়াল হলো যে ছাপরায় আগুন ধরে গেছে। এতদিন যে টাকার পিছনে সে ধাওয়া করে ফিরেছে সেই টাকা আগুনে ভস্ম হতে চলেছে। ভাবতেই ওর বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। ছুটে ঘরের কোনা থেকে বালতি আর পিস্তলটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল সে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। বাইরে থেকেও তাপ টের পাওয়া যাচ্ছে। আবার ভিতরে ঢুকে অডির অজ্ঞান দেহটা তুলে আনল সে।

বালতি থেকে গুনে একুশ হাজার ডলার নিজের স্যাডল ব্যাগে রেখে বাকিটা অডির পকেটে ঢুকিয়ে রাখল।

নড়ে উঠল অডি। ওর জ্ঞান ফিরে আসছে। দড়ি এনে মারফির হাত দুটো শক্ত করে বাঁধল গ্রান্ট।

'ইশ্, হাত কেটে বসে যাচ্ছে,' প্রতিবাদ জানাল অডি।

মেঘাচ্ছন্ন হলো জেফের চেহারা। 'খুশি থাকো ওটা তোমার গলায় বাঁধিনি। এবার ঘোড়ার পিঠে ওঠো।'

উঠে দাঁড়াল গ্রান্ট। পিস্তলের নল দিয়ে অডিকে গুঁতো দিল। 'ওঠো।'

ঘোড়ার পিঠে উঠে বসার পর পমেলের সাথে ওর হাত বাঁধল গ্রান্ট।

ভীত স্বরে অডি জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করতে যাচ্ছ?'

নির্দয় চোখে ওর দিকে তাকাল জেফ। 'জানো, টাকা ফেরত পেয়ে একবার মনে করেছিলাম তোমাকে ছেড়ে দেব। কিন্তু তাতে তুমি ব্যাঙ্কে যে মেয়েটাকে হত্যা করেছ তার প্রতি অবিচার করা হবে। তাই ঠিক করেছি তোমাকে শহরেই ফেরত নিয়ে যাব।'

'না, গ্রান্ট। তুমি কথা দিয়েছিলে!' মরার ভয়ে থরথর করে কাঁপছে অডি।

'তোমাকে কোন কথা দিইনি আমি। যদি দিয়েও থাকি আমাকে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করায় তা নাকচ হয়ে গেছে।'

শহরে ফেরার পথ ধরল ওরা।

'শোনো, গ্রান্ট,' অনুনয় করল অডি। 'আমার সব টাকা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, প্লীজ আমাকে ছেড়ে দাও।'

মাথা নাড়ল জেফ। 'আমি যা নিয়েছি সেটা আমার খেটে রোজগার করা টাকা। বাড়তি টাকা আমি নেব না। আমার পাওনা আমি বুঝে পেয়েছি—তোমার যা প্রাপ্য সেটা তোমাকেই মাথা পেতে নিতে হবে।'

ট্রেইল ধরে শহরের পথে এঁকেবেঁকে উত্তর-পুবে এগোল ওরা। যখন পৌঁছল তখন শহরটা শান্ত। ভোরের ছোঁয়ায় পুবের আকাশটা ফিকে হয়ে আসছে।

আস্তাবলরক্ষীর কাছ থেকে নিজের ঘোড়া নিয়ে জেলখানার সামনে এসে দাঁড়াল গ্রান্ট। হয়তো আসামী ফেরত পেয়ে তার বিরুদ্ধে কোন চার্জ আনবে না শেরিফ। কিন্তু চান্স নিতে রাজি নয় সে।

পিস্তল বের করে আকাশের দিকে তাক করে পরপর তিনটে গুলি ছুঁড়ল জেফ। ভিতর থেকে একটা উত্তেজিত স্বর আর মেঝের ওপর বুটের শব্দ শোনা গেল।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দ্রুত ছুটে অন্ধকারে হারিয়ে গেল জেফ।

পেকোসের পথে

ডেপুটি শেরিফ ডিক হর্নবির গুলিতে ঘায়েল হয়ে মারা যাচ্ছে তরুণ বয়সের ডাকাতটা। ধূমায়িত পিস্তলটা খাপে ভরে ওর দিকে এগোল শেরিফ। ভীত চোখে তাকিয়ে আছে যুবক। একহাতে বুকের কাছে রক্তে লাল হয়ে ওঠা জামাটা খামচে ধরে মুখ ফিরিয়ে দূরে ঘোড়ার খুরের আঘাতে ওড়া ধুলোর দিকে তাকাল। ওই ধুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে ওর সঙ্গী। তরুণের ঠোঁট নড়ল কিন্তু কোন কথা বেরোল না। শুধু একটা গোঙানির শব্দ হলো। স্থির হয়ে গেল ওর চোখ। হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসল ডিক।

কাজটা করতে বাধ্য হয়েছে বলে ঘেন্নায় শিউরে উঠল সে। আজ রাতে ওর ঘুম হবে না। ভাবছে জীবিকার জন্যে অন্য কোথাও আর কিছু করলেই যেন ভাল ছিল। পরিচয় জানার জন্যে পকেট হাতড়াল ডিক। মানুষ হত্যা একটা তিক্ত অভিজ্ঞতা। জানে চিরকাল দাগটা ওর মনে থেকেই যাবে। আরও তেতো ঠেকছে কারণ লোকটা ছিল কচি বয়সের। অস্থির তরুণ কাউবয় তড়িঘড়ি টাকা কামিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল।

ওর পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গেল। চিঠিটা শেষ করা হয়েছে, কিন্তু খামের মুখ আটকানো হয়নি। পেকোসের ঠিকানায় লেখা, নিচে সই রয়েছে—টোনি হিগিন।

জুলি নামের একটা মেয়েকে ওই কাউবয় কি লিখেছে পড়তে গিয়ে ডেপুটির বিশাল হাতটা কেঁপে উঠল। মনের সমস্ত ভালবাসা ঢেলে লেখা হয়েছে ওটা—ওতে বলা হয়েছে গরুর একটা ব্যবসা নিয়ে সে ব্যস্ত আছে—এতে যা টাকা আসবে তাতে ওরা দুজনে মিলে র‍্যাঞ্চ কিনে ছোট্ট একটা সুখের সংসার সাজিয়ে বসতে পারবে। ওদের অনেক দিনের আশা পূর্ণ হতে যাচ্ছে।

ব্যথিত মনে জুলিকে কল্পনার চোখে দেখতে গিয়ে আরেকটা মেয়ের কথা ওর মনে পড়ল। মেয়েটার নাম ছিল মেরি। পিস্তলবাজি অপছন্দ বলে মেয়েটা গির্জার তরুণ মিনিস্টারকে বিয়ে করল—যে কোনদিন পিস্তল ব্যবহার করবে না।

খুরের শব্দ তুলে অনেকগুলো ঘোড়া ছুটে আসার আওয়াজ পেয়ে চিঠিটা পকেটে রাখল ডিক। কাউবয়ের ধুলোমাখা হ্যাটটা দিয়ে ওর মুখ ঢেকে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ দুটো জ্বালা করছে—কয়েকবার চোখের পাতা ফেলল। ধুলো উড়িয়ে পসির দল ওর পাশে এসে থামল।

গম্ভীর মুখে আড়চোখে বিকারহীন ভাব নিয়ে মৃত লোকটার দিকে তাকাল জিমি কাভানা। 'দেখতে পাচ্ছি, একজনকে মেরেছ। টাকাটা ফেরত পেয়েছ?'

এক নজর পসির সবাইকে একবার দেখে নিয়ে আবার কাভানার দিকে চোখ ফেরাল ডিক। স্বার্থপর লোকটার কথায় না চটে নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করছে। 'টাকাটা সম্ভবত ওর পার্টনারের কাছে রয়েছে।'

নিভে যাওয়া চুরুটটা দাঁতের ফাঁকে আরও জোরে কামড়ে ধরল কাভানা। 'তাহলে ওকেও তোমার মারা দরকার ছিল।'

ডিকের মুখটা তপ্ত হয়ে উঠছে। 'ওই সামান্য টাকার জন্যে একটা মৃতদেহই যথেষ্ট হওয়া উচিত।'

'টাকাটা ওর কাছে থাকলে আর এতে কি লাভ হলো?' আঙুল তুলে লোকটা যেদিকে গেছে সেদিকে দেখাল কাভানা। 'তুমি ওর পিছু না নিয়ে এখানে থামলে কেন?'

একদিন, মনেমনে প্রতিজ্ঞা করল ডিক, ওই চুরুটটা ওর মুখের ওপরই থ্যাবড়া করবে সে। 'আমার ঘোড়াটা জখম হয়েছে।'

'এই লোকের ঘোড়াটা ধরে তোমার ওর পিছনে ধাওয়া করা উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, তা পারতাম, কিন্তু করিনি,' জবাব দিল ডিক। 'চাইলে তুমি নিজেই ওর পিছনে কিছুক্ষণ দাবড় দিয়ে আসতে পার—ওকে ধরতে পারবে না—ওর ঘোড়াটা অনেক জোরে ছুটতে পারে। যাও, কিছুক্ষণ বৃথা ধাওয়া করে এসো—তাতে নিজের মনকে অন্তত প্রবোধ দিতে পারবে যে তোমার করণীয় যা ছিল তা তুমি করেছ।'

রুক্ষ স্বরে কাভানা ঘোষণা করল, 'হ্যাঁ, আমি তাই করব!' আড়চোখে সবার দিকে তাকাল সে। 'চলো, আমরা এগিয়ে যাই।'

পসির ভিতর বন্ধু স্থানীয় একজনকে দেখতে পেয়ে ওকে ইশারায় ডাকল ডিক। 'ম্যাক, তুমি শহরে ফিরে আমার জন্যে একটা ওয়্যাগন নিয়ে আসতে পারবে?'

বাকি সবাই ধাওয়া করে ছুটে এগোল। তাকিয়ে ওদের যেতে দেখল ডিক। জানে, কিছুক্ষণ পর ওরা ব্যর্থ হয়ে খালি হাতেই ফিরবে। এখানে একটা ঘোড়াও নেই যেটা ওই আউটল লোকটার বে ঘোড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে।

ওদের দিকে পিছন দিয়ে নিজের ঘোড়ার দিকে ফিরল ডিক। ঘোড়াটা মূক ব্যথায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মনকে শক্ত করে ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে পিস্তল বের করে গুলি করল সে।

দু'ঘণ্টা পর শহরের রাস্তায় বুড়ো শেরিফ আর্চি ওয়্যাগনের পর্দা তুলে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল। তারপর আবার যত্নের সাথে ক্যানভাসের পর্দাটা যথাস্থানে নামিয়ে রাখল। 'দুঃখের বিষয় এত অল্প টাকার জন্যে লোকটা প্রাণ হারাল,' মন্তব্য করল শেরিফ। 'ব্যাঙ্কের ক্লার্ক বুদ্ধি করে ওদের কেবল খুচরো টাকা আর ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়েছিল। সব মিলিয়ে তিনশো ডলারও হবে না—জীবন খোয়ানোর মত টাকা মোটেও নয়।'

ডিক নিজেকেই প্রশ্ন করলঃ কত টাকার জন্যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নেয় মানুষ? মানুষের জীবনের মূল্য কত? সে বলল, 'কিন্তু তোমার আর আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তোলার জন্যে ওটাই যথেষ্ট। জানা কথা, কাভানা ছাড়বে না।'

এই দিকটা চিন্তা করেনি শেরিফ। অপারগ ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচিয়ে বোঝাল এতে তার করার কিছু নেই।

ডিক আর্চিকে জানাল জিমি কাভানা পসি লীড করে নিয়ে এগিয়ে গেছে। 'যদিও

ধরতে পারবে না, তবু সে যে চেষ্টা করেছিল এটা ভাঙিয়েই সামনের ইলেকশনে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে অনেক ভোট জোগাড় করবে।'

মাথা ঝাঁকাল আর্চি। ওর চোখ দুটো বিষণ্ন। 'আশা করি পেট চালাবার মত আর কোন পেশা তোমার জানা আছে, বাছা। কারণ, ভোট গোনা শেষ হলে হয়তো এই চাকরিটা তোমার নাও থাকতে পারে।' ওয়্যাগনের দিকে ফিরে তাকাল শেরিফ। 'লোকটা কে ছিল কিছু জানা গেল?'

পকেট থেকে চিঠিটা বের করে এগিয়ে দিল ডিক। ওটা নিয়ে কিছুক্ষণ চোখের সামনে মেলে ধরে শেষে বাধ্য হয়ে অফিসে ফিরে চশমা বের করল। ডেস্কে বসে চিঠিটা পড়ে অনেকক্ষণ নীরবেই ওটা নাড়াচাড়া করল।

'এখানে ওর পার্টনারের কোন উল্লেখ নেই। তুমি ওকে আবার দেখলে চিনতে পারবে?'

মাথা নাড়ল ডিক। 'কোর্টে ওটা টিকবে না।'

আরও একবার চিঠিটা পড়ল শেরিফ। 'আমার মনে হয় তোমার পেকোস যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। যে কোন ছুতোয় চারদিকে নজর রাখলে হয়তো কপাল খুলে যেতে পারে।' আবার ভুরু কুঁচকাল শেরিফ। 'কিছু যদি করতে না পারো তবে আর ফিরে না এলেও চলবে। এলে হয়তো দেখবে আমি পেটের দায়ে বুড়ো এমারির আস্তাবল পরিষ্কার করছি।'

কাউন্টি থেকেই ডিককে একটা লম্বা পা'ওয়ালা বাদামী ঘোড়া দেয়া হলো। লম্বা পা ফেলে আনায়াসে ছুটে ঘোড়াটা ওকে অত্যন্ত কম সময়ে পশ্চিম টেক্সাসের পেকোসে পৌঁছে দিল। এত জলদি পৌঁছতে সে চায়নি—কারণ একটা পেকোস ভীতি রয়েছে ওর মনে। একবার ভেবেছিল চাকরি ছেড়ে ঘোড়ার টাকাটা ফেরত পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তাতে আর্চি বিপাকে পড়বে বুঝেই তা করতে পারেনি।

পেকোসের এক বারটেণ্ডারের কাছ থেকে স্ল্যাশ্ সি র‍্যাঞ্চে যাওয়ার পথটা জেনে নিল ডিক। বারটেণ্ডার মন্তব্য করল, 'তোমার জায়গায় আমি হলে চাকরির আশায় ওখানে যেতাম না। রীভ্স্ কাউন্টিতে ওটাই সম্ভবত সবথেকে গরীব র‍্যাঞ্চ।'

'চাকরি চাকরিই।'

'তা ঠিক। কিন্তু আগে থেকেই কথাবার্তা বলে নিও যেন মাসের শেষে ক্যাশ টাকায় বেতনটা দেয়। ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে ভুলো না।'

একটা পাহাড়ের মাথায় ছোট নদীটার পশ্চিমে হাজির হলো ডিক। নিচে দুটো কাঠের উইণ্ডমিল টাওয়ার দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা ছোট বড় কোরাল, আর কয়েকটা বাড়িও দেখা যাচ্ছে ঝোপগুলোর পাশে। ও যেখানে থেমেছে সেখান থেকে বড় র‍্যাঞ্চ বাড়ি পর্যন্ত পুরো জমিটা ক্ষারে ভরা। গত দু'তিন মাইল পথে একটা খরগোসও ওর চোখে পড়েনি—কেন তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। র‍্যাঞ্চটার সত্যিই খুব দুরবস্থা। বারটেণ্ডার মিথ্যে বলেনি।

এবার মেয়েটাকে দেখতে পেল ডিক। একটা ছোট বারান্দায় বসে আছে।

চিকন গড়নের মেয়ে। মাথার পিছনে খোঁপা বেঁধেছে মেয়েটা। কোলে একটা বিড়াল। কিন্তু কথা বলার মত কাছে আসার আগে বিড়ালটাকে দেখতে পায়নি। ওর চেহারাটা মেরির মত মোটেও নয়, কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। মেরির স্মৃতি ওর মন থেকে আগেই দূর হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন এই চেহারাটাই সে সর্বক্ষণ দেখছিল। চেহারাটা সুন্দর, সন্দেহ নেই। কিন্তু ডিকের মনটা কুঁকড়ে এল। এটাই ওই চিঠির জুলি বুঝতে পেরেছে সে। মেয়েটা নিষ্ঠার সাথে দুধ দিয়ে বিড়ালের বাচ্চাটার চোখ ধুইয়ে দিচ্ছে।

জোর করে একটু হাসল ডিক। 'তুমি মিছেই প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়ছ,' বলল সে। 'ওর তো এখনও চোখ ফোটার সময় আসেনি।' চেয়ারের পাশে আরও তিনটে বাচ্চা একত্রে কিলবিল করে নড়ছে।

'এই কাজটা ফেলে রাখলে কি জগতটা আরও সুন্দর হবে?' জবাব দিল মেয়েটা। ওর স্বরে একটা তিক্ততার আভাস্ টের পেল ডিক।

'শহরে জানলাম এখানে একটা চাকরি পাওয়া যেতে পারে,' বলল ডিক। 'শুনলাম তোমরা···একজনকে হারিয়েছ।'

মাটির দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। 'মালিকের ছেলে···আউটলরা ওকে মেরে ফেলেছে।'

আউটল···ভাবল ডিক। ভাল, পরিবারের লোকজন যদি একটা পথভ্রষ্ট ছেলের স্মৃতি কলঙ্কিত করতে না চায় তবে তাই ভাবুক।

বিড়ালের বাচ্চাটার গায়ে আদর করে কয়েকবার হাত বুলিয়ে নিজেকে সংযত করে মুখ তুলে তাকাল জুলি। বলল, 'চাকরির ব্যাপারে মিস্টার হিগিনের সাথে তোমার কথা বলতে হবে···' উত্তরের কোরালের দিকে তাকাল সে।

মেসকিট ডালের বেড়ার ওপাশে লোকটাকে দেখতে পেল ডিক। লোকটা নড়ছে না। মেয়েটার প্রতি সহানুভূতিতে ডিকের মনে হচ্ছে ওর গলায় কি যেন ঠেকে রয়েছে। হ্যাটের কার্নিস ছুঁয়ে বিদায় নিয়ে কোরালের দিকে এগোল সে।

রাইফেলের গুলির শব্দে থেমে দাঁড়াল ডিক। পিস্তলটা আপনাআপনি উঠে এসেছে ওর হাতে। দূরে সমতল জমির শেষ প্রান্তে একটা নড়াচড়া দেখতে পেল। একটা কয়োটি ছুটে কয়েক পা এগিয়ে পড়ে গিয়ে কয়েকটা খিঁচানি দিয়ে স্থির হয়ে গেল। পিস্তলটা খাপে ভরে আবার এগোল ডিক। বেড়ার ওপাশের বেঁটে ভারি গড়নের লোকটাও উল্টো দিক থেকে এগিয়ে এল। 'তোমার ঘোড়াটাকে চমকে দিইনি তো?' বলল ক্লাইভ। 'পাজি কয়োটিগুলোর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি—একটু অসাবধান হলেই মুরগি ধরে নিয়ে যায়।' চোখে চোখ রেখে কথা বলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চোখ নামিয়ে নিল র‍্যাঞ্চার। বিষাদের ছায়া রয়েছে ওর চোখে।

ওকে সামলে নেয়ার সময় দিল না ডিক। 'শহরে শুনলাম তোমার হয়তো কাজের লোকের দরকার হতে পারে।'

লোকটাকে এখন যতটা বুড়ো দেখাচ্ছে আসলে ওর বয়স ততো হয়নি। 'দুঃসংবাদ খুব দ্রুত ছড়ায়, তাই না?'

'সাধারণত তাই দেখা যায়,' উপযুক্ত কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল সে।

মেয়েটার মত র‍্যাঞ্চারও চোখের ভাব লুকাতে মৃত কয়োটির দিকে তাকাল। 'আমার ছেলের সম্পর্কে ওরা তোমাকে কি বলেছে?'

একটু ভেবে সে বলল, 'বলেছে মারা গেছে, ব্যাস, এইটুকুই।'

জমাট বাঁধা আক্রোশ প্রকাশ পেল লোকটার স্বরে। 'কাজটা যে করেছে একদিন হয়তো তার মুখোমুখি হব। তাকে আমি ওই কয়োটির মতই গুলি করে মারব।' মুহূর্তের জন্যে পিতার চোখে রোষের আগুন দেখা গেল। তারপর ওটা নিভে নিস্তেজ হলো। ডিককে মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার যাচাই করে দেখল ক্লাইভ। 'এমিল ফ্রস্ট এখানকার ফোরম্যান,' বলল সে, 'ওকে বোলো আমি তোমাকে কাজে নিয়েছি।'

পিছন ফিরেছিল র‍্যাঞ্চার, আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ছোপরা দেখিয়ে বলল, 'ওইটা আমাদের বাঙ্কহাউস। শর্টি ওনিল না ফেরা পর্যন্ত তুমিই এখানকার একমাত্র কাউহ্যাণ্ড।'

আবার ঘোড়ার পিঠে উঠে ছোপরার দিকে এগোল ডিক। ভিতরে ঢুকে নিজের মালপত্র খালি খাটের ওপর রাখল। ঘরের আলো কমে গেল—কেউ দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। দ্বিতীয় ডাকাতটার কথা ভেবে সাবধানে ঘুরে দাঁড়াল ডিক। দেখল রোদে পোড়া শুকনো চেহারার একটা লোক দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। বোঝা যায় লোকটা ছায়ায় নয় রোদে পুড়েই কাটিয়েছে সারাটা জীবন।

'আমি এমিল ফ্রস্ট।' পরিচয় দিল লোকটা। ডিক এখানে কি করছে না জেনে স্বাগত জানাতে রাজি নয় সে।

ডিক বলল, 'মিস্টার ক্লাইভ আমাকে কাজে নিয়েছে। তোমাকে জানাবার নির্দেশ দিয়েছে সে।'

হাত বাড়িয়ে দিল এমিল। 'আমাদের কাজের লোক দরকার, কিন্তু খারাপ সময়ে এসেছ তুমি।'

'বুঝতে পারছি।' বেশি প্রশ্ন করে সন্দেহ জাগাতে চায় না ডিক। 'ক্লাইভ বলছিল আরও একজন কাজের লোক আছে, পরে আসবে।'

'হ্যাঁ, শর্টি ওনিল। টোনি হিগিন আর সে গরু কিনতে ল্যানো গেছিল। পরে সে খবর পাঠিয়েছে আউটল ডাকাতের হাতে মারা পড়েছে টোনি। শর্টিও গুলি খেয়েছে, আবার ঘোড়ায় চড়ার মত সুস্থ হলেই সে ফিরবে।'

'ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে?'

'চিঠিতে সেটা লেখেনি ওনিল। এখানকার শেরিফ দু'শো মাইলের মধ্যে যত শেরিফ আছে সবার কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে সেটা জানার চেষ্টা করছে।'

ফোরম্যান কিছু লুকাচ্ছে বলে ডিকের মনে হলো না। সে যা জানে তাই বলছে। আর্চি নিশ্চয় তাকে সুযোগ দেয়ার জন্যে টেলিগ্রামের কোন জবাব দেয়নি। পকেটে রাখা ব্যাজটার ওপর হাত বুলাল ডিক। ভাবছে হয়তো তার বা আর কারও গুলিতে আহত হয়েছে ওনিল। একজন নিহত, আর একজন আহত—মাত্র তিনশো

ডলারের জন্য।

'ওদিকে বারান্দায় বসা মেয়েটা কে?' প্রশ্ন করল ডিক।

'ওটা আমার মেয়ে, জুলি। হাতে কিছু টাকা এলেই টোনির ওকে বিয়ে করার কথা ছিল—কিন্তু অকালেই বেঘোরে প্রাণ হারাল ছেলেটা।'

'তাহলে তো তুমিও এক হিসেবে ছেলে হারিয়েছ,' মন্তব্য করল ডিক।

দুঃখের সাথে মাথা ঝাঁকাল ফ্রস্ট। 'জুলি অবশ্য টোনির মত এতটা আগ্রহী ছিল না, তবু আমার বিশ্বাস ছেলেটা ওকে সুখী করতে পারত।'

ছাপরার জানালা দিয়ে ডিক দেখতে পাচ্ছে মেয়েটা পিছনের উঠানে কয়েকটা বাদামী রঙের মুরগিকে দানা খাওয়াচ্ছে। পুরানো ধূসর সুতির জামাটায় বাতাসের টান পড়ছে, কিন্তু তবু জামা গোড়ালির উপরে উঠছে না। এটা অসম্ভব, ভাবল সে, প্রথম দেখাতেই এভাবে কেউ কারও প্রেমে পড়তে পারে না। কিন্তু সে তো চিঠিটা পড়ার পর থেকেই মনের চোখে মেয়েটাকে দেখতে শুরু করেছে।

সাবধান, ডিক, নিজেকে বোঝাল সে। মেয়েটা জানলে তোমাকে ঘৃণা করবে। এবং সে জানবেই।

শর্টি ওনিলই যে সেই দ্বিতীয় ব্যক্তি এ ব্যাপারে সে এখন নিশ্চিত।

ব্যাঙ্কের কর্মচারী ওকে সহজেই সনাক্ত করতে পারবে। এখন শুধু ওর ফেরার অপেক্ষা।

ডেপুটির কাজে যোগ দেয়ার আগে কাউবয়ের কাজ করেছে ডিক। কিন্তু ক্লাইভ হিগিনের পাল্লায় পড়ে ওকে যেভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটতে হচ্ছে এমন আর আগে কখনও খাটেনি। বুড়ো র‍্যাঞ্চার খাটতেও পারে! ডিক মন্তব্য করল, 'নিজের মনের ব্যথা চাপার জন্যেই হন্যে হয়ে কাজ করছে লোকটা।'

মাথা নাড়ল এমিল। 'বরং এখনই কিছুটা ঢিল দিয়েছে,' বলল সে। 'আগে যেভাবে কাজ করত সেটা দেখলে বুঝতে।'

ভুরু কুঁচকাল ডিক। 'হয়তো ছেলেটাকে বেশি খাটিয়েই···' বলতে গিয়েও চেপে গেল ডিক।

'পেকোস নদীর ধারে কঠিন পরিশ্রম ছাড়া কেউ টিকতে পারে না,' বলল ফ্রস্ট। 'কেউ কেউ বলে পেকোস হচ্ছে র‍্যাঞ্চারদের স্বপ্নের কবরখানা। র‍্যাঞ্চ রক্ষার খাতিরে যতটুকু করা দরকার সেটাই করে ক্লাইভ।'

কঠিন পরিশ্রম করা সত্ত্বেও ক্লাইভ আর ফ্রস্টকে মনেমনে শ্রদ্ধা করে ডিক। সারাদিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় জুলিকে দেখে ওর মন জুড়ায়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে কোরালে ফেরার সময়ে ডিকের নার্ভগুলো ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে—ভয় হয় হয়তো আজই শর্টি ফিরবে—এই লোকগুলোর সাথে তার যে সুন্দর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেটা ঘৃণায় রূপান্তরিত হবে।

জুলি আজকাল হাসতে শুরু করেছে, মাঝেমাঝে। ডিক যে আইনের লোক এই কথাটা ওকে জানায়নি সে। তবে স্যান সাবায় যেখানে বড় হয়েছে সে, সেখানকার

অনেক গল্প সে ওকে শুনিয়েছে। কিভাবে বুনো সিংহ আর বাঘ শিকার করেছে—বিরাট ক্যাটফিশ তুলতে গিয়ে নদীতে পড়ে যাওয়ার গল্প—বুনো ঘোড়া বশ করতে গিয়ে বারবার আছাড় খাওয়া—এই সব। গল্প শুনতে শুনতে ওর চোখগুলো বিষাদ ভুলে আনন্দে চকচক করে ওঠে।

সন্ধ্যায়, মাঝেমাঝে ওর হয়ে গরুর দুধ দুইয়ে দেয় ডিক। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার পর আর এই কাজ করেনি ও। জুলিই তার বাবা আর ডিকের জন্যে রান্না করে। ডিক ধরে নিয়েছিল যে ক্লাইভের বউ মারা গেছে, কিন্তু ফ্রস্টের কাছে শুনল সে বেঁচেই আছে। অনেকদিন আগেই সে বুঝেছিল পেকোসের তীরে র‍্যাঞ্চে জীবন কাটানো কষ্টসাধ্য—তাই সে ছেলে আর স্বামীকে ছেড়ে এল্ পাসোতে চলে গেছে।

প্রায়ই জুলির পিছুপিছু রান্নাঘরে গিয়ে ধোওয়া থালা বাসন মুছে ওকে সাহায্য করে ডিক। চিরকুমার হয়ে জীবন কাটাতে চায় না সে। স্বপ্ন দেখছে—কিন্তু জানে সব জানাজানি হলে ওই আমন্ত্রণ মাখা চোখই বিষ-দৃষ্টিতে ওকে দেখবে।

এক রাতে একটা ভিজে কাপ ওর হাত থেকে পিছলে পড়ে সশব্দে ভেঙে চুর হলো। দু জনেই ওদিকে হাত বাড়াল—মুহূর্তের জন্যে ছোঁয়াছুঁয়ি হলো। হাতের আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরল ডিক। ছাড়তে মন চাইছে না। মেয়েটাও হাত টেনে নিল না। নীরবেই ওকে যা বলতে চেয়েছিল তা জানাল ডিক।

বাঙ্কহাউসে ফিরে ডিকের অস্থির ঠেকছে। বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ জেগে রইল সে। একবার উঠে কোরালে গেল—সেই কালো দিনটার প্রতীক্ষা না করেই সরে পড়তে চাইছে সে। কিন্তু ঘোড়াটা ওখানে নেই। কোরাল থেকে বেরিয়ে আর কোথাও ঘাস খাচ্ছে। ইচ্ছেটা উবে গেল। সকালে যখন আবার জুলিকে দেখল, টের পেল তার পক্ষে এখন চলে যাওয়া অসম্ভব।

রাতে, দেরি হয়ে গেল। শর্টি ওনিল ফিরে এল।

যুবক কোরালের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এই সময়ে ডিক আর ফ্রস্ট ক্লান্ত ঘোড়ার পিঠে ফিরল। অন্য কোথাও হলে হয়তো ওকে চিনত না ডিক। কিন্তু এখানে—সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আড়ষ্টভাবে ওনিল ফ্রস্টের দিকে এগোল। জখম হওয়ার ব্যাপারে মিথ্যে বলেনি সে, কেবল কোন পরিস্থিতিতে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা পালটেছে। কেন যেন একটু হতাশ হলো ডিক। সে ওনিলকে একজন পোড় খাওয়া আউটল হিসেবেই কল্পনা করেছিল যে তার বন্ধুকে মৃত্যুর মুখে ফেলে লুটের টাকা নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখছে সেও টোনির মতই একজন কাঁচা বয়সের সাদাসিধে কাউবয়।

ডিক এখানে কি করছে সেটা ফ্রস্ট বুঝিয়ে বলার পরেও সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকল শর্টি। ছেলেটার কাঁধে হাত রাখল এমিল। বুড়ো ফোরম্যানের ওই ছেলের প্রতি কতটা স্নেহ আছে তা আঁচ করতে পারছে ডিক।

'তুমি ক্লাইভকে বলতে এসেছ কিভাবে এটা ঘটল?'

পাণ্ডুর মুখে মাথা ঝাঁকাল শর্টি। 'এর চেয়ে কঠিন কাজ আর নেই,' বলল সে। 'এখন মনে হচ্ছে টোনির জায়গায় আমি মরলেই ভাল ছিল।'

সহানুভূতির সাথে ফ্রস্ট বলল, 'আমার বিশ্বাস ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তোমার যতটুকু করার ছিল তা তুমি করেছ। ক্লাইভ একমাস যাবত জানতে চেষ্টা করছে কোথায় তার ছেলেকে কবর দেয়া হয়েছে। ওকে বলেছ তুমি?'

'বলেছি,' জবাব দিল শর্টি। 'এখন আমাকে সে টোনির কাছে নিয়ে যেতে বলছে, ওকে এখানে নিয়ে আসতে চায়।' আড়চোখে চেয়ে ফ্রস্টের মনের ভাব বোঝার চেষ্টা করল ওনিল। 'তুমি ওকে বুঝিয়ে ঠেকালে ভাল হয়।'

'এখানকার ছেলে, এখানেই ওর কবর হওয়া উচিত।'

একটা যুক্তি খাড়া করতে চেষ্টা করল শর্টি, 'কিন্তু ক্লাইভের জন্যে এটা একটা বিরাট আঘাত হবে।'

'চূড়ান্ত আঘাত সে আগেই পেয়েছে। হয়তো এতে তার মন কিছুটা শান্তি পাবে।'

সাহায্যের আশায় ডিকের দিকে তাকাল শর্টি। ভুলে গেল সে একজন অপরিচিত লোক। একটা সন্দেহের ছায়া আবার ফিরে এল ওর চোখে। 'তোমাকে আগে কোথাও দেখেছি না?'

ডিকের বুকটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল। ডাকাতির আগে টোনি আর শর্টি সব যাচাই করে দেখেছে। ব্যাজ দেখে ওকেও খেয়াল করেছে। 'তুমি স্যান সাবার ওদিকে কখনও গেছ?' প্রশ্ন করল সে।

'না,' জবাব দিল শর্টি। 'নিশ্চয় আর কারও সাথে তোমার মিল আছে।'

আবার এমিলের দিকে ফিরল ওনিল। 'যেভাবেই হোক ক্লাইভকে বুঝিয়ে তোমার ফেরাতে হবে। আমি আর ওখানে ফিরে যেতে চাই না। আমি পারব না।'

এমিল আবার ওর কাঁধের ওপর হাত রাখল। 'আমি তোমাকে আমার জন্যে এতটা করতে বলব না। কিন্তু ক্লাইভের জন্যে এটা তোমার করতে হবে। বেচারা অনেক সয়েছে। তুমি জানো না।'

'জানি। নিজেও আমি কম সইনি।' শর্টির চোখ দুটো ভেজা, চকচক করছে।

মুখ ফিরিয়ে নিল ডিক। বুঝতে পারছে ক্লাইভ আর জুলির জন্যে তার কাজটা সহজ হবে না। কিন্তু শর্টি ব্যাপারটা আরও কঠিন করে তুলেছে।

রাতে খাওয়ার সময়ে কেউ মুখ খুলল না। জুলিকে জানাতে মন চাইছে—কিন্তু বলতে পারল না ডিক।

ঘুম অসম্ভব। শুয়ে ছটফট করছে ডিক। অন্ধকারে ছাদের দিকে তাকিয়ে ডিক ভাবছে এখান থেকে নীরবেই সরে পড়বে। কিন্তু আর্চির প্রতি এতে অবিচার করা হবে। এটা সে পারবে না।

মাঝ রাতের কাছাকাছি খাট ককিয়ে ওঠার শব্দে সজাগ হলো ডিক। পা ঝুলিয়ে খাট থেকে নামল ওনিল। ঘাড় ফিরিয়ে ডিক দেখল ওনিল নিঃশব্দে জামা পরে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে খালি পায়ে সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে চাঁদের আলোয় বুট পরল।

চট করে উঠে শার্ট পরে বালিশের তলা থেকে পিস্তলটা নিয়ে যুবকের পিছু নিল ডিক। কোরালে পৌঁছে দেখল ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসছে।

ডিক বলল, 'সকাল হওয়ার আগে আর তোমার কোথাও যাওয়া হচ্ছে না।'

ঘুরে তাকিয়ে ডিকের হাতে পিস্তলটা দেখে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হলো। কিছু বলতে গিয়ে কথা বেধে গেল ওর। ভাল হাত দিয়ে জখম হাতটাকে চেপে ধরল। নিজেকে সামলে নিয়ে শেষে বলল, 'তুমি কি আইনের লোক?'

মাথা ঝাঁকাল ডিক। 'ওদিকে যেখানে ব্যাঙ্কটা লুট করেছিলে সেখানে তোমার কিছু ঋণ রয়ে গেছে। দেখছি এখানেও দুই বুড়োর কাছে তোমার কিছু দেনা বাকি আছে—ওদের ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছ তুমি।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে যাচ্ছিল শর্টি, ঘোড়ায় হেলান দিয়ে নিজেকে সামলাল। 'তাহলে তুমিই আমার হাতটা জখম করেছ?'

'সম্ভবত, কিন্তু তখন জানতাম না তুমি আহত হয়েছ।'

'তাহলে টোনিকেও তুমিই মেরেছ।'

গলার কাছে শক্ত কিছু আটকাল যেন। 'অন্য কোন জবাব দিতে পারলেই খুশি হতাম, কিন্তু তার উপায় নেই।'

'আমিও ওর পরে একটা মুহূর্তের জন্যেও শান্তি পাইনি।'

'টাকাটা কোথায় শর্টি?'

'সামান্যই ছিল, ডাক্তারের পিছনে কিছু খরচ হয়েছে—বাকিটা আমার ব্যাগেই রয়েছে। কসম খেয়ে বলছি যা খরচ করেছি সেটাও আমি চাকরি পেলেই ফিরিয়ে দেব, কিন্তু দোহাই লাগে ক্লাইডকে জানিও না।'

'সেটা আর এখন সম্ভব নয়, পারলে আমি নিজেই পালিয়ে যেতাম।'

'তাহলে আমাকে এখনই নিয়ে যাও—ও ঘুমাচ্ছে।'

'না, শর্টি, তা হয় না। আমাদের দুজনকেই ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। সকাল হওয়ার অপেক্ষায় থাকব আমি।'

উদাস ভাবে মুখ তুলে দূরের দিকে তাকাল ওনিল। ওর কাছে জীবনটা অর্থহীন মনে হচ্ছে। 'আজকের রাতটা অনেক লম্বা হবে।'

'এমন লম্বা রাত অনেক কাটিয়েছি আমি।' ওকে বাঙ্কহাউসে ফিরিয়ে নিয়ে এল ডিক। 'অন্তত একজন বিশ্রাম নিক,' বলল সে। সারাটা রাত জেগে কাটানোর জন্যে চামড়ায় ছাওয়া চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল ডিক। ওখানে বসেই রাত কাটাবে সে। রাতের পাখির ডাক আর পেকোসের তীরে কয়োটির ডাক ওর কানে আসছে। চোখ দুটো জ্বলছে—চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে।

স্থির হয়ে শুয়ে আছে শর্টি। কিন্তু ডিক জানে ঘুমায়নি ও। হঠাৎ চোখ খুলে সে প্রশ্ন করল, 'আমার কি সাজা হবে?'

'কোন নাগরিক মরেনি, কেউ চোটও পায়নি। তাছাড়া আমরা কিছু টাকা ফেরতও নিয়ে যাচ্ছি—সুতরাং তুমি ভাল হয়ে চললে লম্বা সাজা হবে না।'

'এমনিতেই ঘটনাটার কথা মনে করে আমাকে সারাটা জীবন সাজা পেতে হবে,' অনুতাপের সুরে বলল ওনিল।

ওকে সান্ত্বনা দেয়ার মত কোন কথা খুঁজে পেল না ডিক।

রাতটা তিনটে রাতের সমান লম্বা মনে হলো ওদের কাছে। অবশেষে ভোরের আলো ফুটল। জানালা দিয়ে দেখল রান্নাঘরে ল্যাম্পের হলুদ আলো দেখা যাচ্ছে। উঠে দাঁড়াল ডিক, পা দুটো আড়ষ্ট ঠেকছে, নড়তে চাইছে না। 'কাজটা আমাদের শেষ করে ফেলাই ভাল,' বলল সে।

পিস্তলটা হাতেই রাখল, কিন্তু শর্টির দিকে সরাসরি তাক করল না। ওর মনে হচ্ছে গুলি ছোঁড়ার প্রয়োজন হবে না। শর্টিকে আগে আগে চলতে দিয়ে পিছু নিল।

দরজা দিয়ে ওদের ঢুকতে দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হলো জুলির মুখ। 'গুড মর্নিঙ—দুজনকেই।' কিন্তু পিস্তলটা দেখে মুহূর্তে নিভে গেল ওর হাসি।

'জুলি,' বলল ডিক, 'মিস্টার হিগিনকে এখানে ডেকে আনলে ভাল হয়। শর্টি আর আমার তাকে কিছু বলার আছে।'

প্যান্টের ভিতর শার্ট গুঁজতে গুঁজতে শোয়ার ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল এমিল ফ্রস্ট। ওর চেহারা দেখে ডিকের মনে হলো লোকটা সত্য আঁচ করতে পেরেছে। দরজা দিয়ে মেয়েকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে দেখল সে, তারপর বলল, 'ক্লাইভ এসে পৌঁছানোর আগে তোমাদের আমাকে কিছু বলার আছে…'

ডিক বলল, 'ওকে সাহায্য করার জন্যে তৈরি থেকো। এই কঠিন সময়ে ওর একজন বন্ধুর দরকার হবে।'

শর্টির চোখ দুটো ভিজে উঠল আবার।

দরজার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত চোখে ওদের দুজনকে দেখল ক্লাইভ। ডিকের পিস্তলটা মেঝের দিকে মুখ করে ধরা। জুলি এসে দাঁড়াল ক্লাইভের পাশে।

'মিস্টার হিগিন,' বলল ডিক, 'তুমি একটু স্থির হয়ে বসো। এই ছেলের তোমাকে কিছু বলার আছে।'

শর্টির দিকে এগোল ক্লাইভ। কিন্তু হাত নেড়ে ওকে পিছিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল ডিক। 'ওর থেকে তোমার দূরে থাকাই ভাল।' পকেট থেকে ব্যাজ বের করে দেখিয়ে ওটা আবার ঢুকিয়ে রাখল। দেহের ভর ছেড়ে দিয়ে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল র‍্যাঞ্চার। কাঁধ দুটো ঝুলে পড়েছে। ফ্রস্টের মত সেও আঁচ করতে পারছে কি আসছে।

ভাঙা স্বরে ব্যাখ্যা দিল ওনিল। 'তোমাকে যা বলেছি ঘটনাটা ওভাবে ঘটেনি মিস্টার হিগিন। টোনি আর আমি গরু কিনতে গিয়ে দেখলাম দাম চড়ে গেছে। টোনি যা কিনতে চায় তাতে ওই টাকায় কুলাবে না। ওখানে একটা সেলুনে দেখলাম বড় স্টেকে পোকার খেলা চলেছে। লোকগুলোর হাবভাবে মনে হয়েছিল ওরা আনাড়ি খেলোয়াড়। টোনি সিদ্ধান্ত নিল খেলে টাকা জিতে গরু কিনেই ফিরবে।

'কিন্তু আনাড়ি ওরা ছিল না, দেখা গেল আমরাই তাই। টাকাটা হারতে বেশি সময় লাগল না। ঝোঁকের মাথায় টাকাগুলো হেরে তোমার আর জুলির সামনে এসে দাঁড়াবার সাহস ওর হলো না। ওখানে একটা ছোট ব্যাঙ্ক ছিল—আমরা ভেবেছিলাম কাজটা সহজ হবে—কিন্তু তা হলো না। একজন লম্যানের গুলিতে টোনি মারা পড়ল—আমি জখম হলাম। গতরাত পর্যন্তও আমার ধারণা ছিল পার পেয়ে

গেছি—কিন্তু দেখলাম তা হবার নয়।' আড়চোখে ডিকের দিকে একবার তাকিয়ে মেঝের দিকে চোখ ফেরাল সে।

শার্টের পকেটে হাত ঢুকাল ডিক। 'জুলি, এটা তোমার।' টোনির চিঠিটা বের করে বাড়িয়ে দিল সে।

ওটা কি বুঝতে পেরে জুলির হাত থরথর করে কাঁপছে। পানিতে ঝাপসা হলো চোখ—পড়তে পারছে না। 'এটা তোমার কাছে কিভাবে এল?'

'ওটা টোনির পকেটে পেয়েছি···' ঢোক গিলল ডিক। 'আমি দুঃখিত, জুলি।'

মাথা নিচু করে বসে আছে ক্লাইভ। কাঁধ কাঁপছে। 'আমার সামনে এসে বলতে ভয় পেয়েছে। ভেবেছিলাম কাউকে ভয় না পাওয়ার শিক্ষা দিয়েই ছেলেকে মানুষ করেছি আমি। কিন্তু আমার প্রিয় ছেলে আমাকেই ভয় করল।' অল্পক্ষণ পর জ্বলন্ত চোখ তুলে ডিকের দিকে তাকাল ক্লাইভ। 'ও বলল একজন লম্যানের হাতে মারা পড়েছে আমার ছেলে। তুমিই কি সেই লোক?'

জোর করে ওই ভীষণ চোখ জোড়ার দিকে চাইল সে। 'হ্যাঁ, স্যার, আমিই সেই লোক।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে টলতে টলতে ছোট কামরার অন্যপাশে এগোল ক্লাইভ। মনে হলো যেন নিজের মনের আবেগ সামলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু পরে বোঝা গেল ওর একটা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। ঘরের কোনায় রাখা রাইফেলটা দেখতে পেল ডিক। ওটা তুলে নিয়ে ঘুরে ডিক হর্নবির দিকে তাক করে রাইফেল কক করল।

ভয়ে চিৎকার করে উঠল জুলি। ফ্রস্ট চেঁচাল, 'ক্লাইভ, না···'

ডিকের বুকের ভিতরটা হিম হয়ে এল। পিস্তল ধরা হাতটা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। একজন হিগিনকে সে মেরেছে—আর মারতে চায় না।

চট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঝাঁপিয়ে ক্লাইভ আর ডিকের মাঝখানে এসে দাঁড়াল ওনিল। 'না, মিস্টার হিগিন, আমি আর টোনি একটা খারাপ ভুল করেছি। তুমি আরেকটা কোরো না!'

'সরে দাঁড়াও, শর্টি!' চিৎকার করে ওকে পাশ কাটিয়ে এগোবার চেষ্টা করল ক্লাইভ।

রাইফেলের নল ধরে উপর দিকে ঠেলে দিল ওনিল। গুলির শব্দে কামরার পাতলা দেয়াল কেঁপে উঠল। মুহূর্তের জন্যে যেন সব স্থির হয়ে গেল। তারপর ধীরে হাঁটু ভাঁজ হয়ে মেঝেতে পড়ল শর্টি।

রাইফেল ছেড়ে কাউবয়কে আঁকড়ে ধরল ক্লাইভ। 'ঈশ্বর!' ভাঙা গলায় বলল সে। 'আমি তোমাকে গুলি করতে চাইনি!' ওকে ধরে থেকেই মুখ তুলে চাইল। 'কেউ সাহায্য করো!'

দুই কদমে এগিয়ে রাইফেলটা তুলে নিয়ে ওটাকে বাইরে ফেলে দিল ডিক। তারপর হাঁটু গেড়ে কাউবয়ের পাশে বসল। শকে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ছেলেটার মুখ। মরিয়া হয়ে ওর শার্ট ছিঁড়ে ফেলল হিগিন। 'শর্টি, বাছা, এটা আমি করতে

চাইনি।'

ডিক বলল, 'বুলেটটা ওর কাঁধ ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। আগেও ওই হাতটাই জখম হয়েছিল।'

ক্ষতের থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। জুলি ভিতরে গিয়ে কিছু কাপড় নিয়ে এল। ডিক বলল, 'রক্তটা আমাদের আগে বন্ধ করতে হবে।'

'বোকা ছেলে,' দাঁতে দাঁত ঘষল ফ্রস্ট। 'কিন্তু ওর হার্টটা ঠিক জায়গাতেই আছে।'

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নীরবে মাথা নিচু করে বসে রইল হিগিন। ওকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। ডিক, ফ্রস্ট আর জুলি ওনিলকে নিয়ে ব্যস্ত হলো। রক্ত বন্ধ হলে ক্ষতটা কেরোসিনে ভিজিয়ে বেঁধে দিল।

'আমি ওয়্যাগনটা নিয়ে আসছি, ক্লাইভ, তুমি আর আমি মিলে ওকে শহরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব,' বলল ফ্রস্ট। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল ক্লাইভ।

'এখন ওকে তুমি কি করবে?' মিনতি ভরা চোখ তুলে প্রশ্ন করল জুলি।

'এখন কিছুই করব না,' জবাব দিল ডিক। 'এই অবস্থায় ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। হয়তো ভুলের যা মাশুল ওকে দিতে হয়েছে সেটা বিচার করে ওর বিরুদ্ধে চার্জ আনা হবে না।'

ডিকের দিকে তাকিয়ে আছে ক্লাইভ। ডিক জানে ক্লাইভ তাকে পুরোপুরি কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না।

'ব্যাঙ্কের টাকাটা আমি শোধ করে দেব। এই ছেলে বা আমার ছেলে কারও কাছে ঋণী থাক এটা আমি চাই না।' কান্না সামলাবার চেষ্টায় একটু থামল সে। 'কিন্তু টাকার জন্যে ফিরে এসো না—টাকাটা আমিই পাঠিয়ে দেব। আমাদের যদি কোনদিন দেখা না হয় সেটা দুজনের জন্যেই ভাল হবে।'

ফ্রস্ট ওয়্যাগন নিয়ে দরজার সামনে এসে থামল। শর্টিকে সাবধানে ওয়্যাগনে তুলে শহরের পথে রওনা হয়ে গেল র‍্যাঞ্চার আর ফোরম্যান।

বাঙ্কহাউসে ফিরে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল ডিক। তারপর ঘোড়ায় জিন চাপিয়ে বাসার সামনে এসে নামল। জুলি বাসার ভিতর থেকেই ওকে খেয়াল করছিল। ডিকের ভয় হচ্ছে জুলিকে চিরদিনের জন্যে হারাতে হবে।

অপ্রস্তুত ভাবে সে বলল, 'এতে কি তোমার আর আমার সম্পর্ক পুরো বদলে গেল?'

জুলি বলল, 'আমাকে তোমার কিছু সময় দিতে হবে।'

ঢোক গিলল ডিক। 'আমি কিভাবে জানব সময় হয়েছে?'

হাসার চেষ্টা করল জুলি কিন্তু হাসতে পারল না।

'তুমি জানবে। আমি তোমাকে খুঁজে বের করব।'

'আমাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে না।' ঘোড়ার পিঠে উঠে রওনা হলো ডিক। ঘুরে গিয়ে পিছন ফিরে চেয়ে দেখল মেয়েটা এখনও তাকিয়ে আছে। ওকে ফিরে চাইতে দেখে হাত নাড়ল জুলি। ডিকের বুকের ওপর থেকে একটা বিরাট বোঝা নেমে গিয়ে হাল্কা হলো ওর মন। জানে একদিন ঠিকই জুলি এসে হাজির হবে।

জিদ

জিম ও'কনার লোকটা ছেলেবেলা থেকেই একরোখা আর জেদি। নইলে ডানা সুলিভানের বাবা তার বুকের ওপর শটগান ধরার পরও সে তার মুখের ওপর বলতে পারত না যে ডানার বাবা পছন্দ করুক, আর না করুক, সে ডানাকেই বিয়ে করবে।

বুড়ো সুলিভানও একগুঁয়ে লোক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শটগানটা নামিয়ে নিল সে। কারণ সে জানে টেক্সাসবাসী জিম ও'কনার লোকটাও তারই মত টিট। তাই গুলি করতে পারল না টেড।

'এই বিয়ে টিকবে না,' সুলিভান সাবধান করল জিমকে। 'মেয়েটা শহরে বড় হয়েছে। তুমি ভেড়া-র‍্যাঞ্চার—ওই একাকী জীবন সে বেশিদিন সইতে পারবে না। বেশি হলে তোমাদের বিয়ে ছয় মাস টিকবে। কিন্তু ওকে যতটা চিনি, সে যদি ততটা স্মার্ট হয়, তাহলে তিন মাস।'

কিন্তু জিম ও'কনার ডানার চেহারায় তার বাপের জিদ দেখতে পেয়েছে। এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস তার জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা মেয়েটার আছে। হানিমুনের গোলাপী উষ্ণতায় বুড়োর সাবধান বাণীর কথা প্রায় ভুলেই গেছিল।

এখন, গ্রীষ্মের ফোস্কা-পড়া রোদে সে ঘোড়ার পিঠে ধীর গতিতে তার ভেড়া আর ভেড়ীর দলটাকে অনুসরণ করছে। তার কানে বারবার ডানার বাবার কথাগুলো বাজছে।

'তোমাদের এই বিয়ে টিকবে না। টিকবে না।'

প্রতিবার ডানাকে জামা-কাপড় থেকে ধুলো ঝেড়ে ফেলার ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখলেই কথাটা ওর মনে পড়ে। কিংবা যখন মেয়েটার চোখ খোলা ক্যাম্পফায়ারের মেসকিটের জ্বালাময় ধোঁয়ায় অস্থির হয়ে বারবার নীল চোখের পাতা ফেলে, তখন মনে পড়ে। প্রত্যেকটা কাদাময় ওয়াটার হোলে শহরে কেনা কাপড়গুলো যখন তাকে নিজের হাতে কেচে-কেচে রঙ ফ্যাকাসে আর সুতোর বুনন খুলে ফেলার উপক্রম হতে দেখে, তখনও স্মরণ হয়।

স্যান অ্যাঞ্জেলো থেকে পশ্চিমে চারদিন চলার পর আর একটা নতুন সমস্যার প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া গেল। ওয়্যাগন ঘুরিয়ে রাতের জন্যে ক্যাম্প করতে সাহায্য করছিল জিম, এই সময়ে দেখল একটা ভেড়ার দল পুবে তারই দিকে আসছে। আলতো ভাবে ডানার রোদে পোড়া হাতটা ছুঁল ও'কনার। ভেড়াগুলোর যাওয়ার কথা পশ্চিমে, অথচ ওরা পুবে আসছে।

'আমি একটু আসছি,' বলে ঘোড়ার পিঠে উঠল সে।

জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে নিজের ভেড়াগুলোকে পার হয়ে এগিয়ে সামনের দলটার সামনে এসে ঘোড়া থামাল। দেখল ওই ভেড়াগুলো শুকনো আর কাহিল। গোঁফধারী বুড়ো মালিকের অবস্থাও প্রায় ওদেরই মত।

কথা বলার আগে জিভ দিয়ে নিজের শুকনো ঠোঁট দুটো চেটে একটু নরম করে নিল বুড়ো। বয়সে কুঁচকানো মুখটা ধুলোর স্বাদে আরও কুঁচকাল। 'তোমারও ফিরে যাওয়াই ভাল,' বলল সে। 'ওদিকে গত ছ'মাসে একফোঁটা বৃষ্টিও হয়নি। পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে কোন পানি পাবে না তুমি। কেবল নদীতে কিছুটা পানি আছে, কিন্তু ওটা চার্লস উডের দখলে।'

ভুরু কুঁচকাল ও'কনার। বুড়ো লোকটা আর তার ভেড়াগুলোর দুর্দশা দেখে দুঃখ হচ্ছে ওর। নিজের জন্যেও দুশ্চিন্তা হচ্ছে—কয়েকদিন পর তারও একই দশা হবে।

'এখন আর ফিরতে পারব না, আমি এগুলোকে হাওয়ার্ডস্ ড্র এলাকায় নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমিও ওদিকেই যাচ্ছিলাম, কিন্তু এই পথে তুমি পার হতে পারবে না। উড তোমার একটা ভেড়াও বাঁচতে দেবে না। আমি এখন স্যান অ্যাঞ্জেলোয় ফিরে যাচ্ছি। ওখান থেকে দক্ষিণে যাব। সময় লাগবে, কিন্তু নিচের দিক থেকে ঘোরাপথে আমি হাওয়ার্ডস ড্রতে পৌঁছতে চেষ্টা করব।'

আড়ষ্ট হলো জিম। পশ্চিম দিকে চেয়ে বাতাসে-ওড়া ধুলো ছাড়া কিছুই ওর নজরে পড়ল না। 'কিন্তু তাতে তো তোমার পুরো গ্রীষ্ম কেটে যাবে।'

কাঁধ উঁচাল বুড়ো। 'ভেড়ার কাছে সময়ের কোন মূল্য নেই।' ঘোড়ার পিঠে বসেই নিজের ভেড়াগুলোকে ধীরেধীরে একটু সরিয়ে নিতে শুরু করল বুড়ো, যেন ও'কনারের ভেড়ার সাথে মেশার সুযোগ না পায়।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত জিম নিজের রোদে বাদামী ঘাড়ে হাত বুলিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। এক টুকরো মেঘও নেই কোথাও। সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়লেও তার তেজ এখনও বিশেষ কমেনি। প্রচণ্ড তাপে মেসকিট আর গ্রীজউড এলাকায় তাপের ঢেউ খেলতে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমে। ওদিকে তাকিয়ে একবারে তিনটে ঘূর্ণি বাতাসে তিন জায়গায় ধুলো উড়তে দেখল। পুবে চতুর্থ একটা। ছোট ঘাস এখানে প্রচুর আছে। ভেড়াগুলো রোদে পুড়ে বাদামী হওয়া ভঙ্গুর ঘাস খেয়েও টিকে থাকতে পারবে, যদি পানি পায়।

ডানা এরই মধ্যে একটা ছোট গর্ত খুঁড়ে মেসকিটের শুকনো ডাল জোগাড় করে আগুন জ্বেলেছে, ক্যাম্পে ফিরে দেখল ও'কনার। ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন নামিয়ে ডানার দিকে তাকাল। সূর্যটা অস্ত যাওয়ার আগে এখন লালচে আলো ছড়াচ্ছে। চুলে প্রতিফলিত হয়ে অপূর্ব দেখাচ্ছে ওকে।

মেয়েটা ওকে দেখতে পায়নি। একটা ছোট কুড়াল দিয়ে আধশুকনো একটা ডাল কাটতে সে ব্যস্ত। ওটা এখনও পুরো শুকায়নি বলে হ্যাচিটের কোপের সাথে বারবার বাঁকা হয়ে আবার সোজা হচ্ছে—কাটছে না। আইরিশ রাগে জিদ করে এবার খুব জোরে কোপ মারল। ডালটা বাঁকা হয়ে চাবুকের মত ওর হাতেই বাড়ি দিল। কাঁটাগুলো হাতে বিঁধল। হ্যাচিট ছেড়ে দিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে।

ও'কনার ছুটে ওর পাশে গিয়ে বসে ওর হাত ধরল। 'ব্যথা পেয়েছ, ডানা?'

মেয়েটার সুন্দর ঠোঁট জোড়া রোদে আর শুকনো বাতাসে ফেটে গেছে। ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরে মাথা নাড়ল সে। 'না, ব্যথা তেমন পাইনি, কিন্তু রাগ হচ্ছে—তেতো বিরক্ত হয়ে উঠেছি আমি। ওয়্যাগনের ঝাঁকানি, ক্যাম্পফায়ারের ওপর রান্না করা; আর সারাক্ষণ ধুলো খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি আমি। আমরা কি কখনও ওখানে পৌঁছব, জিম?'

মেয়েটা কান্না চেপে রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু এক ফোঁটা চোখের পানি বাধা মানল না, ওর বাম গালের পুরু ধুলোর পরত কেটে নিচে নেমে এল। ওর হাতটা তুলে হাতে চুমো খেল জিম। কিন্তু টের পেল হাতে কড়া পড়ে ওটা এখন শক্ত হয়েছে—বিয়ের সময়ে প্রীস্টের সামনে ধরা নরম হাতটি আর নেই।

'আর তো বেশিদিন লাগবে না পৌঁছতে, তাই না, ডার্লিঙ?' প্রশ্ন করল ডানা। ওর স্বরে হতাশার ছাপ।

পশ্চিম দিকে উডের রেঞ্জটার দিকে তাকাল জিম, বুঝল তার বিকল্প আর কোন উপায় নেই। মাথা নাড়ল সে। 'না, ডানা, আর বেশি দেরি নেই।'

পরদিন বিকেল নাগাদ ওরা নদীর ধারে এসে পৌঁছল। জিম জানে সে এখন চার্লস উডের জমিতে আছে। উডের কথা ওর ভালই মনে আছে। টাকা জমিয়ে ভেড়া কেনার আগে স্যান অ্যাঞ্জেলোতে একটা র‍্যাঞ্চে সে কাজ করত। ওই সময়ে উড ওই র‍্যাঞ্চের ওপর দিয়ে একবার তার গরুর দল নিয়ে পার হয়েছিল। অনুমতি নেয়া বা ধন্যবাদ জানানোর কোন প্রয়োজনই সে বোধ করেনি। বরং মালিকের গরুগুলোকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজের গরুর জন্যে সবথেকে ভাল ঘাস আর পানি ব্যবহার করেছিল। যা দরকার তাই সে নিয়েছে—যেন এটা ওর প্রাপ্য। কারণ সে বুড়ো কর্নেল কার্ল উডের ছেলে। কোমাঞ্চিদের যখন রাজত্ব ছিল, সেই সময়ে কার্ল এখানে এসে গোলা-বারুদের জোরে বিশাল একটা এলাকা দখল করে টু বার র‍্যাঞ্চটা গড়ে তুলেছিল।

ওর বাবাকে কেউ কোনদিন কিছু বলার সাহস পায়নি—সেই সুবাদে ওর ছেলে চার্লসকেও কেউ ঘাঁটায় না। এখন জিম ও'কনারই বা কোন সাহসে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে? ওরা আছেই মাত্র তিনজন; সে নিজে, ডানা, আর তার মেক্সিকান কর্মচারী গোমেস, যে একেবারেই নিরীহ মানুষ।

একটা বিশাল পেকান গাছের পাশ দিয়ে ঘোড়া নিয়ে নদীর ঢাল ধরে নিচে নামল জিম। দেখল নদীটা খুব সরু ধারায় বইছে। সাধারণত ওটা তিরিশ থেকে চল্লিশ ফুট চওড়া থাকে। এখন ওখানে রয়েছে কেবল বালু আর কাঁকর। নদীটা কেবল তিন-চার ফুট। গভীরতা মাত্র কয়েক ইঞ্চি।

হঠাৎ ও'কনারের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। একটু কপালের জোর আর সাহস থাকলে ধোঁকা দিয়েই সে টু বার র‍্যাঞ্চ পার হতে পারবে। 'হুলিও!' তেলচিটে হ্যাটটা নেড়ে হাঁকল সে। 'ভেড়াগুলোকে নদীর ধারে নামিয়ে নিয়ে এসো।'

নদীটা এঁকেবেঁকে পশ্চিম থেকে পুবে গেছে। ধারার উল্টো দিকে তিরিশ মাইল নদী ধরে যেতে পারলে বাকি বিশ মাইল পানি ছাড়াও ভেড়াগুলো অনায়াসে যেতে পারবে।

কিন্তু টু বারের ভিতর দিয়ে প্রথম তিরিশ মাইল যাওয়াটাই সবথেকে কঠিন হবে।

দ্বিতীয় দিনের শেষে জিম ও'কনার আশাবাদী হয়ে উঠল। হয়তো টু বারের লোকজনের অজান্তেই সে তিরিশ মাইল পার হয়ে যেতে পারবে। সামনে হুলিও ছোটছোট কাঁকর ছুঁড়ে উডের গরুগুলোকে পানির ধার থেকে সরিয়ে দিচ্ছে যেন গরুগুলো তাদের ভেড়ার সাথে না মেশে। টু বারের লোকজনের কোন চিহ্নই ওরা গত দু'দিনে দেখতে পায়নি।

কিন্তু তৃতীয় দিনের দুপুর বেলা, ঝামেলা দেখা দিল। একজন কাউবয় নদীর ঢাল ধরে নেমে লাগাম টেনে থেমে দাঁড়াল। বিস্মিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে হুলিওর দিকে এগোল। পরে জিম ও'কনারকে দেখতে পেয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। কাউহ্যাণ্ডটা কমবয়সী, বড়জোর আঠারো কি উনিশ হবে। ওর মুখে দাড়ি মাত্র গজাতে শুরু করেছে।

মাতব্বরি চালে গলা বাড়িয়ে সে কর্তৃত্বের সুরে প্রশ্ন করল, 'তুমি ভেড়া নিয়ে এখানে কিভাবে পৌঁছলে?'

ঘোড়ার ওপর সিধে হয়ে বসে আছে জিম। একটুও না দমে সে জবাব দিল, 'নদী ধরে সোজা এসেছি।'

'জানো না এটা টু বার র‍্যাঞ্চ?'

'শুনেছি।'

লোকটা এমন চোখে ও'কনারের দিকে তাকাল, যেন ওর চেয়ে বোকা লোক সে আর দেখেনি। 'তাহলে তুমি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনতে চাচ্ছ। ঠিক আছে!' ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নদীর সবথেকে খাড়া পাড় ধরে স্পারের কঠিন খোঁচা দিয়ে ঘোড়া নিয়ে উপরে উঠে গেল।

তাকিয়ে লোকটাকে যেতে দেখল ও'কনার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার পর ওর কাঁধ দুটো একটু ঝুলে পড়ল। আড়চোখে ডান পায়ের কাছে খাপে ভরা স্যাডল গান্‌টার দিকে তাকাল। ওটা সাথে থাকায় একটু স্বস্তি পাচ্ছে সে।

তিন ঘণ্টা পরে তরুণ কাউবয়টা আবার ফিরে এল। আরও ছয়জন আরোহী ওর সাথে ঢাল ধরে নিচে নেমে এল। ওদের একজন ভেড়ার পালটার দিকে রোষের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। যেন ওগুলোকে হাত দিয়েই ছিঁড়ে ফেলবে। এবার ক্ষুরধার চোখ ও'কনারের দিকে ফেরাল সে।

'নিজের ভেড়াগুলোকে হারাবার ব্যবস্থা করছ তুমি!' জানাল সে।

এই লোকটাই চার্লস উড। ওর চেহারা জিমের পরিচিত। বয়স তিরিশের বেশি হবে না। অস্বাভাবিক রকম রগচটা, আর জেদি—কখনও কাউকে ভুলতে দেয়নি যে সে কর্নেল কার্ল উডের ছেলে। চাল-চলনে গর্বের সাথে আভিজাত্য নিয়ে চলার

চেষ্টা করে বটে, কিন্তু ও'কনারের চোখে সে একজন ছ্যাঁচড়া চোরের বেশি কিছু নয়।

কর্তৃত্বের গর্ব ফুটে উঠেছে ওর চোখে, দেখতে পাচ্ছে জিম। রাগে কোমরে ঝোলানো ·৪৪ পিস্তলের বাঁটে হাত রাখল সে। কিন্তু ওটা বের করার আগেই নিজের স্যাডল গানটা বের করে আড়াআড়ি ভাবে জিনের ওপর রাখল ও'কনার। গানটার মুখ সরাসরি উডের দিকে তাক করা।

'তুমি হয়তো একটা ভেড়া মারার সময় পাবে,' শান্ত স্বরে বলল সে। সরাসরি বিরোধিতায় উডের মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল। আড়চোখে পাশের পাকা চুলওয়ালা পাতলা গড়নের আরোহীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সে। দোর্দণ্ডপ্রতাপ কর্নেলের ছেলে তার কর্মচারীর কাছে উপদেশ চাইছে।

লোকটা নিচুস্বরে বলল, 'শান্ত হও চার্লি। লোকটা তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।'

দুষ্ট চিন্তা বাদ দিয়ে বাঁট থেকে হাত সরিয়ে স্যাডল হর্নের ওপর রাখল সে। একটু দমেছে লোকটা, কিন্তু তার দুই চোখ থেকে রোষের আগুন ঝরছে।

বহু বছর আগে কর্নেল কার্ল উডকে রাগতে দেখেছিল ও'কনার—সেটা সত্যি মনে রাখার মতই একটা দৃশ্য ছিল বটে। চার্লি তার বাবার কিছুটা পেয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। সচেতন ভাবে তার বাবাকেই নকল করার চেষ্টা করে চার্লি। তার ঔদ্ধত্য, রাগ, সবই সে পেয়েছে—কিন্তু বিবেচনাটা পায়নি।

উড বলল, 'তুমি কি মনে করেছ এত সহজেই তুমি পার পেয়ে যাবে? ছয়জনে যদি তোমার ভেড়াগুলোকে দাবড়ে এখান থেকে তাড়িয়ে দূর করতে না পারে তবে বারোজন লোক আনব আমি—বারোজনে না পারলে আমি বিশজন আনতে পারি।'

ওর কাছে শুকনো ওয়াটার হোলগুলোর কথা বলে কোন লাভ নেই। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভেড়াগুলো নিয়ে তার নিজের র‍্যাঞ্চে ফেরা যে একান্ত প্রয়োজন এটা ওকে যুক্তি দিয়ে বোঝানো যাবে না। ওসবে কান দেবে না উড।

তাই ও'কনার শুধু বলল, 'তোমার র‍্যাঞ্চের জমিতে আমি নেই।'

কথাটা শুনে তাজ্জব হলো উড। মাথাটা একটু কাত করল সে। ঠিক শুনেছে কিনা বোঝার চেষ্টা করছে। 'তোমার কথার মানে? এর পুরোটারই মালিক আমি। এখান থেকে যেদিকেই যাও, জোরে ঘোড়া চালালেও আমার জমি পার হতে তোমার পুরো একটা দিন লাগবে।'

মাথা নাড়ল ও'কনার। 'বাকি সবই তোমার, কেবল এই নদীর তলাটা ছাড়া। ওটা টেক্সাস সরকারের সম্পত্তি।'

কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল চার্লি। আবার পাশের বয়স্ক কাউহ্যাণ্ডের দিকে তাকাল সে। ওর হাতটা আবার ·৪৪ পিস্তলের দিকে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোচ্ছে।

বুড়ো আরোহী ঝুঁকে ওর হাতটা ধরে ফেলল। 'সাবধান, চার্লি। রাইফেলটা এখনও ওর হাতে রয়েছে। তাছাড়া আমার বিশ্বাস ওর কথাই ঠিক। এটা স্টেটের

সম্পত্তি। সব নদীর বেলায় ওই একই আইন।'

একটা গালি দিল উড। ওর ঘোড়াটা উত্তেজনা আঁচ করতে পেরে অস্থির ভাবে মাটিতে পা ঠোকা শুরু করল।

'স্টেটের হোক আর নাই হোক, একটা সামান্য মেষপালক আমাকে এভাবে অপদস্থ করবে এটা আমি সহ্য করব না। ওর সাথে ওর ভেড়াগুলোকেও আমি শেষ করব!'

অসহিষ্ণু বিরক্তিতে বুড়ো আরোহীর চেহারায় রাগের চিহ্ন ফুটে উঠল। কিন্তু কার্লের আমল থেকে আছে বলে উপদেশ দেয়ার ক্ষমতা থাকলেও তার প্রাক্তন প্রভুর অবাধ্য ছেলেকে শাসন করার অধিকার ওর নেই। 'কর্নেলের মত মাথাটা একটু খাটাও চার্লি,' বলল সে। 'ওই নতুন শেরিফ তোমাকে একটু বেকায়দায় পাওয়ার অপেক্ষায় আছে। একটু ভুল করলেই তোমাকে সে ছাড়বে না।'

এতে কিছুটা ঠাণ্ডা হলো চার্লি। রুদ্ধ আক্রোশে সে বলল, 'টু বারের কথা মতই চলত শেরিফ। শেরিফকে কি করতে হবে সেটা টু বারই বলে দিত।'

বুড়োর চেহারায় একটু উদ্ধত ভাবের আভাস যেন দেখতে পেল জিম। 'তখন তোমার বাবা বেঁচে ছিল।'

চার্লস উড বুড়োর কথার আড়ালে ইঙ্গিতটা পুরোপুরিই বুঝল। কিন্তু কোন জবাব দিল না। কিন্তু ওর চোখে রাগের আভাসটা এতে আরও বেড়ে গেল। 'ঠিক আছে, মিচেল, তুমিই বলো এছাড়া আমার কি করার আছে? ওকে যদি নির্বিঘ্নে যেতে দিই তবে সবাই ভাববে টু বার তার শক্তি হারিয়েছে—ওরা একদল নেকড়ের মত আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

বুড়ো মিচেল মাথা নাড়ল। 'আমি উকিল নই, তবে এটুকু তোমাকে বলতে পারি ও যতক্ষণ নদীর এলাকায় আছে ততক্ষণ তোমার কিছুই করার উপায় নেই।'

এই সময়ে ডানা ওয়্যাগনটাকে নদীর কিনারে এনে থামাল। জটলাটা কিসের দেখার জন্যে এসেছে সে। ওর দিকে তাকিয়ে রইল চার্লস উড। ঠোঁটের কোনা দুটো একটু উপরে উঠেছে—ঠিক কয়োটির দাঁত বের করে হাসার মত। উডের যে মেয়েদের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি আছে তা ডেল রিও থেকে ফোর্ট ওয়ার্থ পর্যন্ত সবাই জানে। অনেক জায়গাই চষেছে উড—এবং মেয়েদের নিয়ে কেলেঙ্কারিও কম করেনি। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে ওর কথার সুর বদলাল।

'ঠিক আছে, মিচেল, তোমার কথাই তাহলে রাখলাম। ও ওর ভেড়া নিয়ে নদীর জমি দিয়ে এগোক, কিন্তু আমরা ওর সাথে সাথেই থাকব। কোন ভেড়া পাড়ে উঠলেই আমরা গুলি করে মেরে ফেলব।'

যে দৃষ্টিতে ডানার দিকে তাকিয়েছিল চার্লি সেটা ও'কনারের পছন্দ হয়নি।

'আর ওই ওয়্যাগনটাও নিচে নিয়ে যাও,' বলল উড। 'ওটাও টু বারের জমিতে উঠতে পারবে না।'

'এখানে পাড়টা খুব ঢালু,' প্রতিবাদ করল ও'কনার। কিন্তু আসলে ঢাল নিয়ে দুশ্চিন্তায় সে নেই। ডানার দিকে চেয়ে ওর মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল।

'সামনে একটা জায়গা আছে, ওখান দিয়ে সহজেই ওয়্যাগনে নামতে পারবে। ওখানেই ওটাকে নিচে নামাতে হবে।'

উড তার লোকজনকে দুই ভাগে ভাগ করল। অর্ধেক এপাড়ে আর বাকি অর্ধেক অন্য পাড় ধরে জিমের সাথে সাথে এগোচ্ছে। যেখানে পাড়টার ঢাল কম সেখানে ও'কনার নিজেই উঠে এসে ডানাকে ওয়্যাগন নিচে নামাতে সাহায্য করল। মেয়েটা ওকে কোন প্রশ্ন করল না। চোখের ভাষায় কেবল একটু ভাবের আদান-প্রদান হলো।

একবার একটা ভেড়ী দল ছেড়ে পাড়ের দিকে এগোল। জিম ঘোড়া ছুটিয়ে ওকে থামাবার আগেই পাড়ে উঠে পড়ল। ওর বাচ্চাটাও ওকে অনুসরণ করেছিল।

দুটো গুলির শব্দে দলের বাকি ভেড়াগুলো ভয় পেল। ও'কনার লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল। নিরুপায় রাগে ওর ভিতরটা জ্বলছে। বারুদের তীব্র গন্ধ ওর নাকে এল। নিঃশব্দে দাঁত বের করে হাসছে উড। বিজয়ের হাসি। শান্ত ভাবে দুটো তাজা কার্তুজ ভরল সে তার ·৪৪এ। হুলিয়োর বাদামী চোখ দুটো সজল হয়ে উঠল। ভেড়াগুলো তার কাছে নিজের ছেলেমেয়ের মতই আপন।

প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত আরোহীরা জিমের সাথেই থাকল। নীরবে দাঁড়িয়ে ওরা জিম আর হুলিওকে ভেড়ার দলটাকে রাতের মত বিশ্রাম নেয়ার জন্যে এক জায়গায় জড়ো করতে দেখল।

একদৃষ্টে ডানার দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘোষণা করল, 'আজ রাতের জন্যে আমরা ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু কাল ভোরবেলাই আবার ফিরে আসব। তোমার ওই কফি পটটা গরম রেখো।'

রাতের খাবার খেতে বসে এই প্রথম প্রশ্ন করল ডানা, 'আমাদের এই ঝামেলায় জড়ানোর কি দরকার ছিল?'

জিম ওকে জানাল স্যান অ্যাঞ্জেলোয় ফিরে দক্ষিণে গিয়ে ঘুরে তার নিজের র‍্যাঞ্চে পৌঁছতে গেলে কতটা সময় লাগত।

'কিন্তু এভাবে তুমি হয়তো সব ভেড়াই হারাবে,' যুক্তি দেখাল মেয়েটা।

'তোমাকে হারানোর চেয়ে ভেড়া হারানো অনেক ভাল।'

ব্যথিত চোখে তাকিয়ে রইল মেয়েটা। কতক্ষণ নীরবে চেয়ে থেকে সে বলল, 'তুমি কি মনে করেছিলে আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব?'

বিষণ্নভাবে ক্যাম্পফায়ারের দিকে চেয়ে একটা কাঠি দিয়ে উদ্দেশ্যহীন ভাবে আগুন খোঁচাচ্ছে জিম। 'গেলেও আমি তোমাকে দোষ দিতাম না। তুমি শহরের মেয়ে; তোমার বাবা আমাকে সাবধান করেছিল এই কঠিন জীবন পুরুষরাই অনেক সময়ে সহ্য করতে পারে না। মেয়েরা, বিশেষ করে শহরের মেয়ে…'

ওর গলার স্বরটা মিইয়ে গেল। চোখ তুলে চেয়ে দেখল মেয়েটার চোখে এখন গভীর বেদনার বদলে রাগ মিশ্রিত অভিমান। 'আমার ওপর যদি তোমার বিশ্বাসই না থাকে তবে আমাকে বিয়ে করতে গেলে কেন?'

আড়ষ্ট ভাবে উঠে ওর কাছ থেকে সরে গেল মেয়েটা। রাগ ভাঙানোর জন্যে

জিম ওর পিছু নিল—অনুনয় করল—কিন্তু কোন কথাই সে শুনবে না। এরপর অনেকক্ষণ নিভু-নিভু ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসে আপন মনেই নানান কথা ভাবল সে। পশ্চিম আকাশে বিজলী চমকাচ্ছে। ওগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে বটে, কিন্তু আসলে কিছুই সে দেখল না।

পরদিন সকালে পশ্চিম দিক থেকে বাতাস বইছে। সীসা রঙের খণ্ড খণ্ড মেঘ বাতাসের সাথে ভেসে আসছে। পশ্চিমের বাতাসটা ভেজা আর ঠাণ্ডা। ওদিকে কোথাও বৃষ্টির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।

বৃষ্টির আভাসে জিমের পাল্‌স্ রেট বেড়ে গেল। কিন্তু এটা যেন একটা অদৃষ্টের পরিহাস। বৃষ্টিটা যদি আর এক সপ্তাহ আগে নামত তাহলে টু বার র‍্যাঞ্চ এড়িয়ে সহজেই হাওয়ার্ডস ড্র এলাকায় পৌঁছতে পারত। এই ঝামেলায় তাকে জড়াতে হত না।

ভোর হতেই উড একটা চঞ্চল ডান ঘোড়ার পিঠে চড়ে সোজা ক্যাম্পে এসে হাজির হলো। উদ্ধত ভঙ্গি—ধুলো উড়িয়ে আসায় কার অসুবিধা হলো সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। নার্ভাস ঘোড়াটা অল্পেই উত্তেজিত হয় বলে ওর চোখের দুপাশে ঠুলি বাঁধা রয়েছে। ওটা একটা শো, ও'কনার জানে কার জন্যে এই শো।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কাউকে জিজ্ঞেস না করে নিজেই একটা টিনের কাপ তুলে কফি ঢেলে নিল। আজ ওর সাথে বাকি লোকজন নেই—কেবল মিচেল এসেছে। মিচেল ক্যাম্পের বাইরে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ঘোড়াটাকে নিয়ে এল। যে কোন অভিজ্ঞ ভদ্র কাউবয় তাই করত। ডানাকে দেখে হ্যাট ছুঁয়ে অভিবাদন জানাল সে।

ধীরে ও'কনারের ঘোড়ার পাশে সরে এল উড। জিম ওকে থামাতে চেষ্টা করার আগেই খাপ থেকে রাইফেলটা বের করে ওয়্যাগনের স্টীল রিমের ওপর বাড়ি মেরে বাঁটটা ভেঙে ওয়্যাগনের ভিতর ছুঁড়ে ফেলল। দাঁত বের করে হাসছে লোকটা। ওয়্যাগনের পাশে সে এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে ডানাকে সব মালপত্র ওয়্যাগনে তুলতে বারবার ওর পাশ দিয়েই যেতে হচ্ছে।

ও'কনার রাগে মুঠো পাকাল, কিন্তু বুঝতে পারছে এই অত্যাচারটুকু তার সহ্য করতেই হবে, নইলে ভেড়াগুলোকে হারাতে হবে। কিন্তু সে এটাও বুঝছে বেশিক্ষণ তার পক্ষে এসব অত্যাচার সহ্য করা সম্ভব হবে না। ভেড়া বাঁচুক আর মরুক। জিমের সিগন্যাল পেয়ে হুলিয়ো ভেড়ার দল নিয়ে রওনা হলো।

পশ্চিমের আকাশ ঘন মেঘে প্রায় কালো রঙ ধারণ করেছে। গতকাল বাতাসটা ছিল খুব গরম—আজকে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। বাতাসে বৃষ্টির ভেজা গন্ধ। সামনে কোথাও নিশ্চয় মুষল ধারে বৃষ্টি পড়ছে, ভাবল ও'কনার।

ওরা রওনা হয়েছে বেশিক্ষণ হয়নি। হঠাৎ সামনের দিকের একটা ভেড়ী গরুর ট্রেইল ধরে পাড়ে ওঠার সিদ্ধান্ত নিল। দেখতে পেয়ে হুলিও দ্রুত দৌড়ে ওকে ফিরিয়ে আনতে গেল।

উড অনেক পিছনে ছিল, ওয়্যাগন আর ডানার কাছাকাছি। চার্লিও তার

ব্রঙ্কোটাকে স্পারের খোঁচা দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল হুলিওর আগে ভেড়ীটাকে ধরার জন্যে।

কিন্তু হুলিও ওর কিছুটা আগে রওনা হওয়ায় আগে নদীর পাড়ের কাছে পৌঁছে চিৎকার করে হাত নাড়ল। ভেড়ীটা তাড়া খেয়ে ঘুরে আবার দলের সাথে গিয়ে ভিড়ল। পিস্তল হাতে চার্জ করে উঠে এল উড, কিন্তু দেরি হয়ে গেছে তখন। ব্যর্থতায় জিদের বশে ব্রঙ্কোটাকে সোজা হুলিওর দিকে ছুটাল সে। বুড়ো মেক্সিকান লোকটা ধাক্কাটা এড়াতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারল না। ব্রঙ্কোর কাঁধের ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গড়িয়ে নিচে নেমে এল হুলিও। বেশ খাড়া ঢাল।

হুলিওকে অনড় হয়ে বেকায়দা ভঙ্গীতে পড়ে থাকতে দেখে ঘোড়া নিয়ে ওর পাশে ছুটে গিয়ে ওর পাশে নামল জিম। ওর ভয় হচ্ছে হয়তো লোকটার হাড় ভেঙে গিয়েছে। মুহূর্তের জন্যে উডের দিকে অগ্নি-দৃষ্টি বর্ষণ করল জিম। ওকে টেনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে আচ্ছা মত পিটিয়ে দেয়ার ইচ্ছাটা কোনমতে দমন করল। কারণ হুলিওর যত্ন নেয়াটা আগে দরকার। সে যখন হুলিওর সেবায় ব্যস্ত, তখন উড ঘোড়া নিয়ে সরে গেল।

বুড়ো আরোহী মিচেল পাড়ের ওপর থেকে উঁকি দিল, ওর বিব্রত চোখে লজ্জা। 'তোমার লোক কি আহত হয়েছে?'

হাঁপাচ্ছে হুলিও। দাঁড়াবার চেষ্টা করে ব্যথায় মুখ কুঁচকাল সে।

ও'কনার বলল, 'তোমার আর হাঁটাহাঁটি করার দরকার নেই। তুমি এখন থেকে ওয়্যাগনটা ব্যবহার করবে।'

কোন মন্তব্য না করে নীরবেই মিচেল দেখল ডানা ওয়্যাগন নিয়ে এগিয়ে এল, জিম বুড়োকে পাঁজাকোলা করে তুলে ওয়্যাগনে তুলে দিল। হুলিও ওয়্যাগন চালাচ্ছে, ওর জায়গায় পায়ে হেঁটে ভেড়ার দলের মাথার কাছে পায়ে হেঁটে এগোচ্ছে জিম। তাই ডানার ওপর জিমের ঘোড়া নিয়ে পিছন দিকটা সামলানোর ভার পড়ল। বিনা বাক্যব্যয়ে কাজের ভারটা গ্রহণ করল ডানা। ওর চোখে এখনও রাগের ভাব। জিমের দিকে তাকাল না সে।

ওয়্যাগনের ক্যানভাসের ভিতর ঢুকে অল্পক্ষণ পরেই বেরিয়ে এল। ও'কনারের একটা প্যান্টের পা গুটিয়ে বেল্ট দিয়ে কষে বেঁধে তার সরু কোমরে বেঁধেছে সে। জিমের হাতে পা রেখে ঘোড়ায় ওঠার প্রস্তাব উপেক্ষা করে সে নিজেই লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। ওর ছোট বুটের সাথে এক জোড়া মেক্সিকান স্পার ঝুলছে। কিন্তু জিনের ওপর বসে ওর পা পাদানি পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে না।

সামনে থেকে বার বার পিছন ফিরে তাকাচ্ছে জিম। ঘোড়ার পিঠে বসা ডানাকে দেখতে পাচ্ছে সে—আর হুলিও ওয়্যাগন চালাচ্ছে। দুশ্চিন্তায় ওর মুখ কুঁচকাল যখন উডকে ডানার পাশাপাশি ঘোড়া চালাতে দেখল। ডানা সরে যেতে চাইলেও বেহায়া কুকুরের মত ওর কাছেই ঘুরঘুর করছে চার্লস।

বৃষ্টি শুরু হলো। প্রথমে ঝিরঝির করে, পরে ধীরে ধীরে বৃষ্টির বেগ বাড়ল। নদীর ছোট্ট ধারাটা চওড়া হয়ে উঠছে। পানিটা এখন কাদায় চকোলেটের রঙ

নিয়েছে। স্রোতও বাড়ছে। পিছিয়ে এসে সবগুলো ভেড়াকে নদী পার করে সে উত্তর পাশে নিয়ে এল। কারণ বুঝতে পারছে আর দেরি করলে ভেড়াগুলোকে পার করা অসম্ভব হবে। এখনই নদীটা চওড়ায় প্রায় দশ ফুট হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ও'কনার জানে আর বেশি দেরি নেই, ভেড়া নিয়ে সে নদীর পানির কাছ থেকে সরিয়ে ঢাল বেয়ে পাড়ের দিকে রওনা হলো।

উড বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট না করে ওখানে গিয়ে হাজির হলো। 'কি করার মতলবে আছ তুমি?' রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করল সে।

'নদীটা বন্যার পানিতে ভরে উঠতে যাচ্ছে, ভেড়াগুলোকে পাড়ে না ওঠালে ওরা ডুবে মরবে।'

জানুয়ারি মাসের বরফের মতই ঠাণ্ডা একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল উডের মুখে। 'এটা টু বার র‍্যাঞ্চের এলাকা, ওই নিচের ওটা হচ্ছে স্টেটের—ওখানেই ফিরে যাও।'

পিস্তল বের করে ওটা হাতে নিয়ে বসে আছে সে, যেন কয়োটি একটা ভেড়ার বাচ্চাকে বাগে পেয়েছে। রাগে এক পা আগে বাড়ল ও'কনার, মোকাবিলার সময় হয়ে এসেছে। লোকটা তার পিস্তল তুলল। জিমের ঠোঁটজোড়া সরু হলো, ওর রাগটা ভিতরে জমাট বেঁধে উঠছে।

'আমাকে গুলি করলে তুমিই বিপদে পড়বে, উড।'

'জানি, কিন্তু তোমার ভেড়াগুলোকে গুলি করতে কোন বাধা নেই।'

দু'বার গর্জে উঠল পিস্তল, ত্রস্ত পায়ে ভেড়াগুলো নিচের দিকে নামল। কিন্তু দুটো ভেড়া ওখানেই পড়ে রইল—ওরা কোনদিন আর কোথাও যাবে না।

পরাজিত ও'কনার ফিরে এল। সে চার্লস উডকে টেনে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে পিটিয়ে নদী পার করে দিয়ে আসতে পারে; সেই ক্ষমতা ওর আছে—কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত উডই জিতবে। কারণ ভেড়া নিয়ে টু বার এলাকা পার হতে তার কমপক্ষে আরও দু'দিন লাগবে। চার্লি এর আগেই তার লোকজন নিয়ে এসে তার সব ভেড়া মেরে ফেলবে।

এখন ও'কনারের একমাত্র উপায় হচ্ছে একত্র না রেখে পাড়ের যতটা উপরে সম্ভব ঢালের ওপর লম্বা সারি বেঁধে এগোনো। একটা প্রতিজ্ঞা সে মনে মনে করেছে, তাকে যদি সব হারাতে হয়, তবে চাবকে উডের পিঠের চামড়া তুলে নিয়ে ভেড়ার দাম সে ওশুল করবে।

ভেড়াগুলো আরও উঁচুতে উঠল। নদীর পানি প্রায় ওদের খুর ছুঁয়ে বইছে। একবার পিছন ফিরে ও'কনার দেখতে পেল নদীর ঢালের কাদায় পিছলে একটা বড় ভেড়া বাদামী রঙের পানিতে পড়ল। অসহায় ভাবে ভেড়াটা আবার নদীর পানি ছেড়ে ওঠার অনেক চেষ্টা করল সে, কিন্তু ভিজে উলের ভারে স্রোতের ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে গেল।

হুলিও ওয়্যাগনটাকে পাড়ে উঠিয়ে ফেলেছে। উড ওকে বাধা দেয়নি, কারণ সে এখন ব্যস্ত। ডানার পাশাপাশি ঘোড়ায় চড়ে এগোচ্ছে। বলছে ওর সাথে গেলে ডানা

কত কি করতে পারবে, কত কি পাবে। হাত বাড়িয়ে ডানার হাত ছুঁলো সে। এবার মেয়েটা হাত সরিয়ে নিল না।

ও'কনার পিছন ফিরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখ। ওর ভিতরটা রাগে জ্বলছে। মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

নদীর উজানের দিক থেকে একটা গুড়গুড় শব্দ ওর কানে এল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ ওটাকে অস্পষ্ট করে তুলছে। দ্রুতবেগে নদীর বয়ে যাওয়াতেও শব্দ কম হচ্ছে না। বুঝতে পারছে সামনের পাহাড়গুলো থেকে গড়িয়ে পড়া পানি দেয়ালের মত উঁচু হয়ে ছুটে আসার শব্দই সে শুনতে পেয়েছে। কিন্তু ওর বর্তমান সমস্যা একমাত্র ডানা।

দৌড়ে পিছনের দিকে ছুটল ও'কনার। প্রচণ্ড রাগে ওর হাত দুটো মুঠো পাকানো। তারপর দেখল ডানা চার্লসকে আরও ঘন হয়ে কাছাকাছি আসার সুযোগ দিল।

ডানা তার পা-টা সামান্য একটু সরাল। পরক্ষণেই তার বিরাট চিওয়াওয়া (Chihuahua) স্পারটা উডের ব্রঙ্কোর চামড়া কেটে নিচে নামল। বাদামী রঙের ঘোড়াটা লাফিয়ে পিছনের দু'পায়ে উঠে দাঁড়াল, যেন ওর লেজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কেউ। দু'হাতে স্যাডল হর্ন চেপে ধরে কোন মতে নিজেকে সামলে নিল চার্লি। কিন্তু বাম পায়ের পাদানি থেকে ওর পা ছুটে গেছে।

ঘোড়াটা আবার লাফ দিল, এবার বাম পাশে। কারণ ডানার ভিজে হ্যাটের বাড়ি পড়েছে ওর নাকের ওপর। ডান পা থেকেও পাদানি ছুটে গেল এবার। ঘোড়ার তৃতীয় লাফে ·৪৪ টা ছিটকে নদীতে পড়ল।

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো যেন চার্লি স্যাডল হর্ন ধরে ঝুলে টিকে থাকতে পারবে। কিন্তু প্রচণ্ড বেগে ঘোড়াটা চার্লিকে আছড়ে নদীতে ফেলে দিয়ে নদী পার হয়ে পিছন দিকে ছুটে পালাল। সোজা বাড়ির পথ ধরল ওটা।

উডকে আবার দেখা গেল কোমর পানিতে উঠে দাঁড়িয়েছে—কাশছে। অনেক কাদাপানি খেয়েছে সে। নদীর পানি ওর কোমরের পাশ দিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। ঘোড়াটাকে ধরে আনার জন্যে মিচেলকে আদেশ করল সে।

মিচেল ধীর পায়ে ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে নদী পার হলো। মুচকি হাসি ওর মুখে। ওপারে উঠে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। 'আমি ওকে ধরার চেষ্টা করছি, মিস্টার উড, তুমি চলে যেয়ো না।' ধীর গতিতে ঘোড়া ছুটাল সে। ঘোড়াটাকে ধরার ইচ্ছা থাকলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটত মিচেল।

ও'কনারের রাগ একটুও কমেনি। উডের হারামীপনায় ওর ভিতরটা টগবগ করে ফুটছে। মুঠো পাকিয়েই পানিতে নামল সে। উডও শক্তিশালী এবং নীচও বটে। কিন্তু ভরপেট কাদাপানি গিলেছে সে। টেক্সাসে এখন বাস করলেও আইরিশ রক্ত বইছে জিমের দেহে। দু'হাতে ঘুসি ছুঁড়তে ছুঁড়তে এগোচ্ছে সে। গত কয়েকদিনের জমাট বাঁধা রাগে ওর ঘুসির ওজন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। পিছিয়ে গিয়েও রক্ষা পেল না চার্লি।

তৃতীয় বারের মত ওকে কাদা থেকে টেনে তুলে আরও মারল জিম। ঘোড়া ওদের মাঝখানে এনে উডকে আরও মারের হাত থেকে রক্ষা করল ডানা। কাদায় পড়ে আছে উড।

'বড় একটা জলহ্বাস এদিকে এগিয়ে আসছে। ভেড়াগুলোরও তোমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধি আছে, বিপদ বুঝে ওরা ডাঙায় উঠে পড়েছে।'

লোকটাকে টেনে তুলে উত্তর পাড়েই নিয়ে ওঠাল জিম—কারণ নদীর স্রোত ঠেলে পার হওয়ার শক্তি আর ওর দেহে অবশিষ্ট নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই নদীটা কানায়-কানায় ভরে উঠল। পশ্চিমের ঘন মেঘ দেখে বোঝা যাচ্ছে কয়েকদিন নদীটা পারাপারের অসাধ্যই থাকবে। এখন আর চার্লস উডকে কর্নেলের ছেলে বলে চেনাই যাচ্ছে না। মাথায় টুপি নেই, কাদামাখা কাপড় ওর গায়ের সাথে সেঁটে রয়েছে—করুণ চেহারা।

'হয়তো দিন দুই-তিন তোমাকে নদী পার হওয়ার অপেক্ষায় এই পারেই থাকতে হবে,' ওকে বলল জিম। 'তোমার লোকজনও যদি ফিরে আসে ওপার থেকে ওরা তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবে না। এবং ততক্ষণে আমরা টু বার র‍্যাঞ্চের বাইরে পৌঁছে যাব।'

লোকটার গর্ব আর অহঙ্কার সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। 'দু'দিন অনেক লম্বা সময়, তোমরা কি আমার জন্যে কিছু খাবার রেখে যাবে না?'

একটা দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল জিমের চোখে মুখে। গত কয়েকদিনের মধ্যে এই সে প্রথম হাসল। 'আমাদের কি ঠেকা পড়েছে? তোমার জন্যে কিছুই আমরা করব না। তবে তুমি যদি আমাদের সাথে এগিয়ে ভেড়া তাড়িয়ে নেয়ায় সাহায্য করো, তাহলে তোমার খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা করতে পারি।'

ও'কনারের মনে হলো লোকটা বুঝি লজ্জায় আর অপমানে ওখানেই মারা পড়বে। কাঁধ উঁচিয়ে সে বলল, 'তোমার খুশি।' ঘুরে উল্টোদিকে রওনা হলো সে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পিছন ফিরে দেখল কাদাময় বুট পায়ে ভেড়াগুলোকে তাড়িয়ে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে আসছে চার্লস উড।

ও'কনার ধীর পায়ে স্ত্রীর পাশাপাশি হাঁটছে। ভাবছে কি বলা শোভন হবে। শেষে শুধু বলল, 'আমাকে ক্ষমা করে দিও, ডানা।'

মেয়েটা হাসল। ওই হাসিটাই ও'কনারকে আকর্ষণ করেছিল স্যান অ্যান্টোনিওতে—প্রথম দেখাতেই। 'তা আমি করব, জিম ও'কনার। কিন্তু মনে রেখো—আমার শিরায় টেড সুলিভানের রক্ত বইছে, এবং সুলিভানরা হাল ছেড়ে দেয়া কাকে বলে জানে না। অনেক সময়েই বাবাকে দেখেছি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ভেঙে পড়ার পর্যায়ে যেতে—যেমন আমি গিয়েছিলাম। কিন্তু তারপরে সে আবার নতুন উদ্যমে শুরু করে আগের চেয়ে ভালভাবে শেষ করেছে তার কাজ।

'তুমি আমাকে রাগতে দেখেছ—আমার জিদ ভবিষ্যতে আরও দেখবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি তোমাকে ছেড়ে যাব।'

হেসে ও'কনার ওর হাতটা ধরে মৃদু চাপ দিয়ে আদর জানিয়ে হাতে চুমু খেল। হাওয়ার্ডস ড্র এলাকার দিকে এগিয়ে চলল ওরা।

হলুদ শয়তান

জ্যাক বেল-এর তিনটে শিকারি হাউণ্ড ডাল-পাতায় ঢাকা মরা গরুর সন্ধান পেয়ে ওটার চারপাশে মাটি শুঁকতে শুরু করল। বুটের মাথা দিয়ে ঠেলে মরা পাতা সরিয়ে জ্যাক দেখল ওটা J ব্র্যাণ্ডেরই বাছুর—কয়েকদিন আগে মারা পড়েছে।

'ওই পাজি সিংহটার কাজ,' রাগে হাতের মুঠো পাকিয়ে বিড়বিড় করে আওড়াল জ্যাক। কাঁধের মাংস খেয়ে বাকিটা দক্ষতার সাথে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এটাই পাহাড়ী সিংহের রীতি।

বুড়ো ফ্লপ—জ্যাকের অভিজ্ঞ লীড হাউণ্ড ট্র্যাকের সন্ধানে হন্যে হয়ে মাটি শুঁকছে। টাট ডেকে উঠল, রিপ্ ওকে অনুসরণ করল। মাট্ নেহাতই বাচ্চা, এখন ট্রেইনিংএ আছে। মরা গরুটার গা শুঁকছে ও।

রিও গ্রাণ্ডের বড় বাঁকটার ওপাশে কারমেন মাউনটিনসের দিকে মুখ তুলে হতাশ চোখে তাকাল জ্যাক। হেমন্তের ঠাণ্ডা বাতাস একটা ঝাপটা দিয়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে তিন সপ্তাহ আগে ছেঁড়া ওভারকোটের বোতাম-ঘরটার ওপর হাত বুলাল সে। বোতামটা আর লাগানো হয়নি।

'শয়তানটা আরও কিছু সময় পেলে আমার সর্বনাশ করে ছাড়বে,' মনে মনে যা ভাবছে সেটাই জোরে বলে ফেলল সে। সিংহটা জ্যাকের ছাগলের বাচ্চাগুলোকে খেয়ে শেষ করেছে—কয়েকটা বড় ছাগলও মেরেছে। এখন রুচি বদলে গরু মারতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ জোরে একটা ডাক ছেড়ে ছুটতে শুরু করল ফ্লপ। ছোট্ট মাট্ মাথা তুলে তাকাল, তারপর বড় কুকুরগুলোর পিছন-পিছন সেও ছুটল।

জ্যাক বুঝতে পারছে ট্রেইলটা অন্তত সাত দিনের পুরানো। কিন্তু ওটা ধরে এগোলে আরও তাজা নতুন কোন ট্রেইলের সন্ধান মিলে যেতে যারে। ঘোড়ার পিঠে উঠে মালবাহী খচ্চরটাকে টেনে নিয়ে ক্যানিয়ন ধরে এগোল সে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কুকুরগুলো চেষ্টা চালিয়ে গেল। পাথর শুঁকে এগোচ্ছে ফ্লপ। মাঝেমাঝে পিছিয়ে এসে আবার চেক করছে যখন গন্ধ হালকা হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত একটা ঘন বনের ধারে এসে ট্রেইলটা একেবারে মিলিয়ে গেল। বারবার এগিয়ে আবার পিছিয়ে চেষ্টা করে চলেছে অভিজ্ঞ হাউণ্ডটা। কিন্তু বৃথাই চেষ্টা হচ্ছে বুঝে কুকুরটাকে ডেকে থামাল জ্যাক।

সিংহ প্রায়ই নিজের ট্র্যাক করে আবার ফিরে আসে। এতে বিভ্রান্ত কুকুর দেখে হঠাৎ করে যেন ট্রেইলটা শেষ হয়ে গেল। সব সিংহই এই কাজ করে। কিন্তু ওই হলুদ শয়তানটা এতে ওস্তাদ।

কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে রুক্ষ রিজটার ওপাশে তাকাল জ্যাক। 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওটা বুড়ো মাইকেলের র‍্যাঞ্চেই ঢুকেছে,' কুকুরগুলোকে

বলল সে। 'কিন্তু শিকারীদের বুড়ো দেখতে পারে না। শিকারীদের গুলি করার জন্যে বুড়ো তার শটগানে গুলি ভরে তৈরি রাখে।'

সূর্যটা পাহাড়ের ওপাশে গাছের আড়ালে ঢলে পড়েছে। গাছের লম্বা ছায়াগুলো ক্যানিয়নটাকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। ঠাণ্ডা বাতাসটা যেন জ্যাকের হাড়ে গিয়ে ঠেকছে। কুকুরগুলোকে ডেকে ফিরিয়ে বাড়ির পথ ধরতে চেয়েছিল সে—কিন্তু তা আর হলো না। একটা ভালুকের তাজা ট্রেইল খুঁজে পেয়ে উত্তেজিত স্বরে ডেকে উঠল ফ্লপ।

সিংহের ওপর জমাট বাঁধা আক্রোশ কিছুটা হালকা করার জন্যে হলেও কিছু একটা শিকার করা দরকার। সে না চাইলেও এখন আর করার কিছু নেই—ওর কুকুরগুলো ছুটে এগিয়ে গেছে। হাউণ্ডের ওই বাতাস-চেরা ডাকে সত্যিকার শিকারীর শিরদাঁড়া বেয়ে শিহরণ খেলে যায়। ঘোড়ার পেটে গুঁতো দিয়ে খচ্চরটাকে টেনে নিয়ে হাউণ্ডগুলোর পিছু নিল জ্যাক।

মেক্সিকান কালো ভালুকগুলোর জন্যে এই বছরের হেমন্তকালটা চমৎকার জমেছে। প্রচুর ভুট্টা, পাইন-বাদাম আর জাম হয়েছে এবার। তাই নদী পেরিয়ে ওরা এপারে এসে হাজির হয়েছে। জ্যাক বুঝছে এই শিকারের পিছনে ঘুরে তাকে হয়তো সারারাত এই জঙ্গলেই কাটাতে হবে। কিন্তু শুকনো নোনা গরুর মাংস চিবানোর চেয়ে ভালুকের তাজা মাংস অনেক ভাল। কষ্ট হলেও সেটা সার্থক হবে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাউণ্ডের ডাকের সুর পাল্টাল। জ্যাক বুঝল গাছে উঠেছে ভালুকটা। কুকুরগুলো গাছের তলায় জড়ো হয়েছে। ওদের ডেকে সরিয়ে আনল জ্যাক। আহত ভালুক গাছ থেকে পড়ে থাবা চালিয়ে তার কুকুর মেরে ফেলুক এটা সে চায় না।

একটা গুলিতেই কাজ হলো। চামড়া ছাড়াতে গিয়ে ভালুকের গায়ের পুরু চর্বি দেখে শিস দিয়ে উঠল জ্যাক। ভালুকের তেলের কোন জুড়ি নেই। হঠাৎ বুড়ো মাইকেল লুডলোর কথা মনে পড়ায় একটা ফন্দি খেলে গেল ওর মাথায়।

'বদমেজাজী বুড়োকে হাত করতে হলে ওর বৌ-এর মাধ্যমে যাওয়ার চেয়ে ভাল পথ আর নেই,' কৌতূহলী ছোট্ট মাট্‌কে বলল সে। 'মনে হয় এই মাংসে কাজ হবে।'

ভোরের আলো ফোটার একটু পরেই মাইকেলের মাটির তৈরি র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছল জ্যাক। পাশেই কোরালে রয়েছে গোটাছয়েক ভাল জাতের তেজী ঘোড়া। বুড়ো মাইকেলকে ওই সাত-সকালেই উঠে ঘোড়ার গা আঁচড়ে যত্ন নিতে দেখতে পাচ্ছে জ্যাক।

কোরাল ছেড়ে লোকটা বেরিয়ে এসে জ্যাক আর বাড়িটার মাঝখানে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে ওর পথ আটকাল। মাঝবয়সী লোকটার কাঁচাপাকা চুল আর দাড়ি উস্কখুস্ক। জ্যাক ভাবল, লোকটা ঘোড়াগুলোর যেমন যত্ন নেয় নিজের চুল-দাড়ির প্রতি তার এককণা যত্নও যদি নিত তাহলে ওকে সুদর্শনই দেখাত।

ওর বৈরী মনোভাব লক্ষ করে অপ্রতিভভাবে একটু হাসার চেষ্টা করল জ্যাক।

'গুড মর্নিং মিস্টার লুডলো। আমি জ্যাক বেল—J র‍্যাঞ্চের মালিক,' বলল সে।

ওকে আগেও কয়েকবার দেখেছে জ্যাক। শিষ্টাচারের ধার ধারে না মোটেও—ব্যবহারটা বেশ রুক্ষ। আজও ফালতু আলাপে গেল না মাইকেল। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে জ্যাকের শিকারী হাউণ্ডগুলোকে বিদ্বেষের চোখে দেখল।

দরজার মুখে একজন স্বাস্থ্যবতী মহিলাকে দেখা গেল। 'ওখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, মাইক,' স্বামীকে তাড়া দিল সে। 'ছেলেটাকে নিয়ে নাস্তা খেতে এসো।'

আবার মুখ দিয়ে আগের মতই একটা শব্দ করে অসন্তুষ্টভাবে একটু সরে দাঁড়াল মাইকেল। লোকটার রূঢ় ব্যবহারটা যেন খেয়ালই করেনি এমন ভাব দেখিয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল জ্যাক। ভিতরে রান্নাঘরের উষ্ণতা উলের কোটের মত জ্যাককে ঘিরে ফেলল।

'গতরাতে সামনের ওই পাহাড়ে একটা ভালুক শিকার করেছি আমি, মিসেস লুডলো,' বলতে বলতে হাতের পোঁটলাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল জ্যাক। 'ভাবলাম, কাছেই যখন রয়েছ, তোমাদেরও কিছুটা দিয়ে যাই। তাজা মাংসের স্বাদই আলাদা—তাছাড়া ওই চর্বির তেলে চমৎকার বিস্কিটও তৈরি করতে পারবে তুমি।'

আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মহিলার মুখ। সে ডাকল, 'ট্রেসি, দেখে যাও ও কি এনেছে।'

পাশের কামরা থেকে একটা মেয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। শ্বাস নিতেও ভুলে গেল জ্যাক। মেয়েটার পরনে একটা ঢিলে কটন ড্রেস—প্রায় মেঝে ছুঁয়ে ঝুলছে। ছিমছাম গড়নের মেয়ে। জ্যাকের হাতটা আপনা-আপনি চিবুক আর গালে উঠে এল। ভাবছে খোঁচাখোঁচা দাড়িগুলো না থাকলেই ভাল ছিল।

'ট্রেসি,' বলল মিসেস লুডলো। 'এ হচ্ছে মিস্টার বেল। মিস্টার বেল, আমাদের মেয়ে ট্রেসি।'

কোন মতে একটু হেসে ঢোক গিলল জ্যাক। মেয়েটা তার সুন্দর বড়বড় বাদামী চোখ তুলে নিঃসঙ্কোচে ওকে খুঁটিয়ে দেখল। নাস্তা খেতে বসে জ্যাক টের পাচ্ছে মেয়েটার চোখ দুটো বারবার ওকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। এত নার্ভাস বোধ করছে সে যে বারোটার বেশি প্যানকেক খেতে পারল না।

নাস্তা খাওয়ার শেষে কফির খালি কাপটা মাইকেল এত জোরে টেবিলে নামিয়ে রাখল যে টেবিল কেঁপে উঠল। চেয়ারটাকে ঠেলে একটু পিছনে সরিয়ে বসল সে।

'এবার বলো তোমার মতলবটা কি, বেল?' রুক্ষ স্বরে বলল মাইকেল। 'আমি জানি বিনা কারণে তুমি এখানে আসোনি।' চট করে মেয়ের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। 'কি চাও তুমি?'

সরাসরি প্রশ্নে বিব্রত বোধ করছে জ্যাক। কিন্তু কম কথার মানুষ মাইকেল—ওর কাছে ধানাই-পানাই করে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

'একটা পাহাড়ী সিংহ আমার গরু-ছাগল সব মেরে ফেলছে, মিস্টার লুডলো। আমার বিশ্বাস কুকুরের তাড়া খেয়ে কোণঠাসা হওয়ার জোগাড় হচ্ছে দেখলেই

তোমার এলাকায় ঢুকে পড়ে। প্রয়োজন হলে তোমার র‍্যাঞ্চে ঢুকে ওকে মারার অনুমতি চাই আমি।'

লোকটার ভারি ভুরু কুঁচকে উঠল। কালো চোখ দুটো জ্যাকের ওপর স্থির। 'আমি শুনেছি গরু-ছাগল পালার চেয়ে শিকারের প্রতিই তোমার ঝোঁক বেশি। তুমি নিজেও টাকার বিনিময়ে শিকার করো—শহরের শিকারিদের কেউ এলে ওদের কাছেও কুকুর আর মালটানা জন্তু ভাড়া দাও।'

জ্যাক বুঝতে পারছে না কি জবাব দেবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাথা ঝাঁকাল সে।

সোজাসাপ্টা গলায় বলে চলল মাইকেল, 'আমি নিজে একজন র‍্যাঞ্চার। গরু-ঘোড়া নিয়ে কাজ করতে ভালবাসি। নিজের স্টকের যত্ন না নিয়ে যে পাহাড়ে পাহাড়ে কুকুর নিয়ে ঘুরে শিকার করে বেড়ায়, তার প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই।'

দয়া বা সহানুভূতি ভিক্ষা করতে এখানে আসেনি জ্যাক। আগে J র‍্যাঞ্চের চেয়েও বড় একটা র‍্যাঞ্চ ছিল ওর। অনেক গরু-ঘোড়া আর ছাগলে ভরপুর ছিল সেই র‍্যাঞ্চ। কিন্তু খরা এল—সবকিছুর দামও গেল পড়ে—র‍্যাঞ্চটাকে রক্ষা করা আর তার পক্ষে সম্ভব হলো না। কিছু গরু আর মোহেয়ার ছাগল নিয়ে বাধ্য হয়ে ছোট J র‍্যাঞ্চে সরে আসতে বাধ্য হলো সে। কিন্তু মাথার ওপর বড় একটা দেনা রয়েই গেল। সেই দেনা তাড়াতাড়ি শোধ করার জন্যেই টাকার বিনিময়ে শিকার করতে হচ্ছে ওকে।

কিন্তু এসব কিছুই সে মাইকেলকে জানাল না। কঠিন একটা রাগ দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছে জ্যাকের মনে। কিছুই বলল না সে।

মাইকেলের কথার সুরে কোন আপোষ নেই। 'এর পরে যদি কখনও তুমি এদিকে আসো তাহলে শিকারের অস্ত্রগুলো বাসাতেই রেখে এসো। আর তোমার ওই লম্বা কানওয়ালা হাউণ্ডগুলোকেও আমি এখানে দেখতে চাই না। নইলে তোমাদের তাড়িয়ে পাহাড় পার করে দিয়ে ক্ষান্ত হব আমি।'

আর কখনও ওই র‍্যাঞ্চে যাবে না প্রতিজ্ঞা করে বেরিয়ে এল জ্যাক। কিন্তু ওই বড় বড় বাদামী চোখ দুটোর স্মৃতি সপ্তাহ জুড়ে ওর মনে গেঁথেই রইল। তারপর একদিন ওই র‍্যাঞ্চের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে কুকুরগুলোকে বেঁধে রেখে র‍্যাঞ্চহাউসের পথ ধরল। দু'হপ্তা পর আবারও তাই করল। কপাল ভাল মাইকেল বাসায় ছিল না—কিন্তু ট্রেসি ছিল।

সিংহটা আবার কখন হামলা করে সেদিকে কড়া নজর রেখেছে জ্যাক। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে বা তার কুকুরগুলো ওর কোন সন্ধান পায়নি।

বৃহস্পতিবার তার প্রতিবেশী ফ্রেড কেট্‌ল্ হঠাৎ তার ছেলেকে সাথে করে J র‍্যাঞ্চে হাজির হলো। ওর চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ।

'জ্যাক,' বলল সে, 'একটা ভালুক আমার বাছুরগুলোকে একে একে মেরে ফেলছে। তুমি যদি তোমার কুকুরগুলোকে লাগিয়ে ওকে মারতে পারো তবে তোমাকে আমি পঞ্চাশ ডলার পর্যন্ত ক্যাশ দিতে রাজি আছি। ওকে শেষ করতে না

পারলে আমাকে ও দেউলে করে ছাড়বে।'

হাসল জ্যাক। এভাবে কেউ ধনী হবে না বটে, কিন্তু পঞ্চাশ ডলারও দুঃসময়ে মানুষের অনেক কাজে আসে।

কিন্তু পরক্ষণেই ওর দ্বিতীয় প্রস্তাবটা শুনে একটু গম্ভীর হলো জ্যাক।

'ভাবলাম, জিম হয়তো তোমার কাজে কিছুটা সাহায্য করতে পারবে, তাই ওকেও সাথে নিয়ে এলাম,' বলল কেটল। 'শিকারের কিছু অভিজ্ঞতা হলে, এটা ওর পরবর্তী জীবনে কাজে আসবে।'

ছেলেটা যে এখনও নেহাতই কাঁচা আর বুনো, এটা মুখ ফুটে ফ্রেডিকে বলতে চায় না জ্যাক। হাজার হলেও বাপ, মনে কষ্ট পাবে। আগেও দু'একটা শিকারে ওই ছেলেকে সাথে নিয়েছে জ্যাক, কিন্তু ওকে সাথে নিলে সাহায্যের চেয়ে অনর্থ ঘটার সম্ভাবনাই বেশি।

ওই মুহূর্তে জিম তার ঘোড়ার পিঠে খাপ থেকে রাইফেলটা বের করে জ্যাকের কোরালে ঘোড়াগুলোর দিকে তাক করছে। 'তুমি কুকুরগুলোকে ভালুকটার পিছনে লাগিয়ে কেবল তাড়িয়ে বের করে আনো—আমি নিজেই ওকে দুই চোখের মাঝখানে গুলি বিঁধিয়ে শেষ করব,' বলল জিম।

হাত বাড়িয়ে ওর রাইফেলের নলটা নিচু করল জ্যাক। 'এটা বরং তুমি গুলি করার মত টার্গেট না পাওয়া পর্যন্ত খাপেই ভরে রাখো।'

ফ্রেড কেটলকে জ্যাক ইঙ্গিতে জানাল শিকারের কাজ সে একাই ভাল করতে পারবে, কিন্তু ইঙ্গিত বুঝল না ফ্রেড।

কুকুরগুলোকে নিয়ে ভালুকের মারা বাছুরটার কাছে যখন ওরা পৌঁছল, তখন বিকেল হয়ে এসেছে। জায়গাটার চারপাশে শুঁকে ট্রেইলটা খুঁজে বের করতে অভিজ্ঞ ফ্লপের মাত্র কয়েক মিনিট সময় লাগল। ছুটে এগোল ফ্লপ—মাটির খুব কাছে ওর নাক।

এরমধ্যে দুবার উত্তেজিত স্বরে জিম চেঁচিয়ে উঠেছে, 'ওই যে! আমি দেখতে পাচ্ছি ওকে!' কথাটা বলেই রাইফেল উঁচু করতে শুরু করেছিল ছেলেটা। দুবারই ভুল করেছে দেখে ওর রাইফেল টেনে নামাতে বাধ্য হলো জ্যাক। অনেকবার বাঁক নিয়ে ঘুরেছে ট্রেইলটা। কিন্তু ক্রমেই তাজা হয়ে উঠছে। সূর্য ডোবার অল্প আগে কুকুরগুলোকে বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখে জ্যাক বুঝল তাড়া করা হচ্ছে টের পেয়ে এখন ছুটতে শুরু করেছে ভালুক। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এল তবু ভালুকের দেখা পাওয়া গেল না। শেষে শিঙা ফুঁকে কুকুরগুলোকে ফিরিয়ে রাতের মত ক্যাম্প করল জ্যাক।

ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরগুলোকে আবার ভালুকটাকে ট্রেইল করতে লেলিয়ে দিল। ক্রমেই তাজা হয়ে উঠল ট্রেইল। কিন্তু এবারেও ভালুকটা হাউণ্ডের সাড়া পেয়ে ছুটল। শীতের কয়টা মাস একটানা ঘুমের প্রস্তুতিতে খেয়েদেয়ে মোটা হলেও ওর ক্ষিপ্রতা কমেনি। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে কুকুরের সাথে সমানে-সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটছে।

প্রায় দু'ঘণ্টা পর কেটলের র‍্যাঞ্চের সীমানা পেরিয়ে লুডলোর র‍্যাঞ্চে ঢুকে পড়ল ভালুকটা। সীমানার কাছে একটু কান পেতে কুকুরের ডাক শুনল জ্যাক। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে হাউণ্ডগুলো।

'বুড়ো লুডলো জানতে পারলে খেপে আগুন হয়ে যাবে,' ছেলেটাকে বলল সে। 'কিন্তু এখন কুকুরগুলোকে ফেরানো শক্ত।'

ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিয়ে ওদের পিছনে ছুটল জ্যাক। জিম ওকে অনুসরণ করল। উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে ছেলেটার মুখ। ভালুকটা দুর্গম এলাকা খুঁজছে।

শেষে কুকুরের ডাকের সুর বদলাল।

'ভালুকটা গাছে উঠেছে, জিম,' নিচু স্বরে ছেলেটাকে জানাল জ্যাক। 'চলো, তাড়াতাড়ি কাজ সেরে লুডলো কিছু জানার আগেই ওর র‍্যাঞ্চ থেকে সরে পড়ি।'

ফ্লপ, রিপ, টাট, আর মাট্, একটা ক্যানিয়নের ভিতর বিরাট স্প্রুস গাছে চড়িয়েছে ভালুকটাকে। কাছেই একটা ঝর্না দ্রুত বয়ে চলেছে। ভালুকটা চোয়াল ফাঁক করে নিচের কুকুরগুলোর দিকে চেয়ে রাগে দাঁত খিঁচাচ্ছে।

বিস্ফারিত চোখে ভালুকের দিকে তাকিয়ে রাইফেল বের করে তাক করল ছেলেটা। ওর হাত থরথর করে কাঁপছে।

অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি ওকে সাবধান করল জ্যাক। 'গাছের ডালে ঠেকিয়ে রাইফেলটা স্থির করো! একগুলিতে ওকে মারতে হবে।'

কিন্তু ছেলেটা ওর কথার কোন দাম দিল না। রাইফেলটা গর্জে উঠল।

হুঙ্কার ছেড়ে আহত ভালুকটা ডালপালা ভেঙে নিচে পড়ল। এলোপাতাড়ি থাবা চালাচ্ছে সে। মুহূর্তে ছোট্ট মাট্ ওকে আক্রমণ করে বসল।

চিৎকার করে ডেকে ওকে ফেরাতে চেষ্টা করল জ্যাক। কিন্তু ফল হলো না। প্রথম থাবাটা অল্পের জন্যে ফস্কে গেল। দ্বিতীয় থাবায় ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল মাট্। ওর পাঁজরের ওপর নখের চেরা দাগ দেখা যাচ্ছে। বাচ্চাটার ককিয়ে ওঠার শব্দে বাকি তিনটে এবার একসঙ্গে ভালুকটার দিকে এগোল।

দিব্যচোখে ছিঁড়ে কুটিকুটি হওয়া কুকুর চারটের লাশ দেখতে পাচ্ছে জ্যাক। ছেলেটার হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে সামনে এগিয়ে গেল সে। রাইফেল তুলে নিজের হাউণ্ডগুলোকে বাঁচিয়ে গুলি করার সুযোগ খুঁজছে। কুকুরগুলো তিনদিক থেকে আক্রমণ করেছে—ভালুকের সাথে ওরাও গড়াচ্ছে। শেষে সুযোগ এল। রাইফেলের ধাক্কায় জ্যাকের কাঁধ ঝাঁকি খেয়ে উঠল।

নিস্তেজ হয়ে এলিয়ে পড়ল ভালুকটা। অল্পক্ষণের মধ্যে কুকুরগুলোও শান্ত হলো। রাইফেলটা ফ্যাকাসে মুখের আতঙ্কিত জিমের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে মাটের অবস্থা দেখতে ছুটে গেল জ্যাক। আঁচড়ে গভীরভাবে চামড়া চিরেছে—কিন্তু বাঁচবে মাট্। জিমের উত্তেজিত চিৎকারে চট করে মাথা তুলল জ্যাক।

'আরেকটা ভালুক! ওইযে, ওখানে!'

উঠে দাঁড়াল জ্যাক। 'ওটা ভালুক বলে মনে হচ্ছে না—দাঁড়াও! গুলি—'

কিন্তু ততক্ষণে ট্রিগার টিপে দিয়েছে জিম। একটা জন্তুর অন্তিম আর্তনাদ শুনে

জ্যাকের বুকের ভিতরটা ধড়াস করে লাফিয়ে উঠল।

'ওটা ভালুক নয়!'

উঁচু হীলের বুট পরা অবস্থায় যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটল জ্যাক। ঝোপের আড়ালে একটা বাদামী রঙের স্ট্যালিয়ন পড়ে আছে। দু'বার পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল ঘোড়াটা। ওটার চামড়ার ওপর লুডলো ব্র্যাণ্ডের ছাপ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে!

লুডলো ব্যাপারটাকে যেভাবে নেবে মনে করেছিল জ্যাক, ঠিক সেভাবেই নিল। আহত ভালুকের মতই তর্জন-গর্জনের ঝড় তুলল লোকটা। ওকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, জ্যাক জানে এটা তার প্রাপ্য। কিন্তু সে যে স্ট্যালিয়নের ন্যায্য দাম দিতে রাজি আছে, সেটাও শুনতে রাজি নয় মাইকেল।

শেষে ভিতর থেকে একটা শটগান নিয়ে বেরিয়ে এল সে। 'এই মুহূর্তে তুমি আমার র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চলে যাও!' গর্জে উঠল লুডলো। 'ফের যদি কখনও তোমাকে এখানে দেখি তবে এটা তোমার জন্যে তৈরি রইল।

'আর তোমার কুকুরগুলোকেও আমি এখানে দেখতে চাই না। কাল সকালেই আমি খাবারে বিষ মাখিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে রাখব। ওরা এলে একটাও আর জ্যান্ত ফিরবে না!'

বাধ্য হয়ে পিছিয়ে এল জ্যাক। ট্রেসি ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বাপের ধমকে চুপ হয়ে গেল। বড় বাদামী ভাষাময় চোখ দুটো নীরব ব্যথা নিয়ে জ্যাকের দিকে চেয়ে রইল। জ্যাকও শেষবারের মত ওকে দুচোখ ভরে দেখে নিল—জানে যদি ওদের আবার কখনও দেখা হয় সেটা মাইকেল লুডলোর অমতেই হবে। কুকুরগুলো নিয়ে র‍্যাঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে এল সে।

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতই দু'দিন পর হলুদ সিংহটার ফিরে আসার চিহ্ন দেখতে পেল জ্যাক। হাউণ্ডগুলো একটা বাছুরের তাজা লাশ খুঁজে পেল। এরপর এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার দ্বিতীয় লাশটা দেখতে পেল। এবার একটা ছোট ষাঁড় মেরে কিছুটা খেয়ে বাকিটা ঢেকে রেখে গেছে শয়তানটা।

প্রতিবারই ট্র্যাক করার চেষ্টা ব্যর্থ হলো। ধূর্ত সিংহটা এমনভাবে নিজের ট্র্যাক লুকিয়েছে যে কুকুরগুলো ঘুরেফিরে বারবার একই জায়গায় ফিরে আসছে। একবার ফ্লপ সার্থকভাবে ট্র্যাক করে দুপুরের দিকে বড় একটা পাথরের কাছে পৌঁছল। ওই পাথরটার ওপরই সারা সকাল বিশ্রাম নিয়েছে সিংহটা। কুকুরের ডাক শুনে চট করে সরে পড়েছে।

কিন্তু ট্র্যাক করে শেষ পর্যন্ত লাভ হলো না। দু'ঘণ্টা পর দেখা গেল সিংহের ট্রেইলটা লুডলোর র‍্যাঞ্চের ভিতর গিয়ে ঢুকেছে। তিক্ত মনে কুকুরগুলোকে ফেরার সঙ্কেত দিল জ্যাক। অনেক সময় নিল—উত্তেজিত কুকুরগুলো তাজা ট্র্যাক ছেড়ে আসতে চায়নি—কিন্তু নেহাত অনিচ্ছার সাথে প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে এল ওরা।

লুডলোর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ওর র‍্যাঞ্চে আর ঢুকতে চায় না জ্যাক। কিন্তু লোকটা যে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারছে তা বুঝতে পারছে না। ওই হলদে

শয়তানটা লুডলোর সর্বনাশ করে ছাড়বে।

শীত এল। শীতের সাথে সিংহটার খিদেও যেন বেড়ে গেল। একে একে জ্যাকের গরু-ছাগলের সংখ্যা কমে আসছে। প্রায় প্রতিদিনই কিছু না কিছু মারা পড়ছে। বুঝতে পারছে ওটাকে মারতে না পারলে তাকেই সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে ওই বুভুক্ষু সিংহটা। কিন্তু সিংহটার সাথে চালাকিতে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না।

ধীরে ধীরে সিংহটার প্রতি তার আক্রোশ এমন পর্যায় পৌঁছল যে নিজের র‍্যাঞ্চ আর গরু-ছাগলের চিন্তাও বাদ দিল সে। ওর মাথায় কেবল একটাই চিন্তা—যেভাবেই হোক সিংহটাকে মারতে হবে—দিনরাত ওই একই চিন্তা।

একদিন মনে হলো যেন ওর ভাগ্যের পরিবর্তন হতে চলেছে। সদ্য মারা বাছুরের লাশের কাছে তাজা ট্রেইলের গন্ধ পেয়ে ছুটল ফ্লপ। হাউণ্ডের সাড়া পেয়ে মাত্র দু'শো গজ সামনে চমকে লাফিয়ে পাহাড়ের ভাঙা ধার টপকে ক্যানিয়নের ভিতর নেমে গেল হলুদ শয়তান। হাউণ্ডগুলো মুহূর্তে ওটার পিছু নিল। নিমেষের জন্যে হলুদ রঙের চিকন আকৃতিটাকে ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হতে দেখল জ্যাক।

বিজয় উল্লাসে একটা টেক্সান ডাক ছেড়ে খাপ থেকে রাইফেল বের করে ঘোড়া নিয়ে এগোল সে। সবথেকে সহজে ঘোড়া নিয়ে নিচে নামার পথ বেছে নিয়ে ক্যানিয়নের তলায় এসে পৌঁছল। কুকুরগুলো ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে। কেবল ওদের উত্তেজিত চিৎকার জ্যাকের কানে আসছে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেইলটা ক্যানিয়নের অন্যধার বেয়ে উপরে উঠল। পাহাড়ে চড়ায় দক্ষ ঘোড়াটা নিশ্চিত পদক্ষেপে উপরে উঠল, কিন্তু ধীরে। কুকুরের ডাক আরও দূরে সরে গেছে এখন। কিন্তু চতুর সিংহের ছলনা বারবার হাউণ্ডগুলোকে ব্যাকট্র্যাক করতে বাধ্য করছে। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই কুকুরগুলোকে ধরে ফেলল ঘোড়া। জ্যাক টের পেল লুডলোর নিষিদ্ধ এলাকার সীমানার কাছে চলে এসেছে ওরা।

ঘোড়া থামিয়ে মনে মনে পরিস্থিতিটা বিচার করে দেখছে জ্যাক। সিংহটার এত কাছে এর আগে আর কখনও আসতে পারেনি সে। হাউণ্ডগুলোকে স্বাধীনতা দিলে ওরা হয়তো অচিরেই সিংহটাকে গাছে চড়াতে সক্ষম হবে।

বিষ প্রয়োগ করে কুকুর মেরে ফেলার হুমকির কথা জ্যাকের মনে পড়ল। কিন্তু এতদিন ধৈর্য ধরে আজই প্রথম সে শয়তানটার দেখা পেয়েছে। কোন বাধাই সে আজ মানবে না। যে করেই হোক ওটাকে সে শেষ করবে।

এক ঘণ্টা ধরে হাউণ্ডগুলো তাদের শিকারের পিছনে ধাওয়া করছে। বড় বিড়ালটা যে এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে তা ওর চলার ধরন দেখেই বুঝতে পারছে জ্যাক। কুকুরগুলো ওকে তাড়িয়ে ওর অপরিচিত এলাকায় এনে ফেলেছে।

হঠাৎ সে অনুভব করল কোথায় যেন একটা গোলমাল হয়েছে। কি তা ঠিক বুঝতে পারছে না—কিন্তু মনে হচ্ছে যেন একটা কুকুর ডাকা বন্ধ করেছে। ঘোড়া নিয়ে দ্রুত এগিয়ে কারণটা দেখতে পেল।

কাত হয়ে পড়ে আছে বাচ্চা হাউণ্ড, মাট্। ওর চোখ দুটো কোটর ছেড়ে

বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। নিজের জিভকে নিজেই শক্তভাবে কামড়ে ধরেছে ও।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ওকে পরীক্ষা করল জ্যাক। 'স্ট্রিচনাইন!' আক্রোশের সাথে নিজের মনেই আওড়াল সে।

ওখানে দাঁড়িয়ে সাধের বাচ্চা হাউণ্ডটাকে চোখের সামনে মরতে দেখা ছাড়া কিছুই করার নেই ওর। শিঙাটা বের করে বারবার বাকি কুকুরগুলোকে ফেরার সঙ্কেত দিতে থাকল জ্যাক। কিছুক্ষণ পর জিভ বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এল ওরা। ওদের চাহনিতে অভিযোগ। শিকারকে প্রায় কোণঠাসা করে ফেলেছিল ওরা—আর একটু সময় পেলেই ওকে গাছে চড়িয়ে ফেলতে পারত—কিন্তু জ্যাকই তা হতে দিল না।

রুদ্ধকণ্ঠে ওদের গলায় শিকল পরিয়ে ফেরার পথ ধরল জ্যাক। অভিজ্ঞ ফ্লুপ বারবার মুখ তুলে জিনের ওপর মাট্-এর দিকে তাকাচ্ছে আর চিকন নাকি সুরে কাঁদছে।

তিক্ত ব্যর্থতা মনে চেপে সিংহটাকে বাগে পেয়েও না মেরে ওকে আজ র‍্যাঞ্চে ফিরতে হচ্ছে। বুড়ো লুডলোর ওপর রাগে ওর মনটা বিষিয়ে উঠেছে। কি ধরনের লোক ওই লুডলো? একটা খুনে সিংহকে সে নিজের র‍্যাঞ্চে আশ্রয় দিয়েছে আর পোষা কুকুরগুলোকে মারার জন্যে বিষ মাখানো খাবার ছড়িয়ে রেখেছে!

কিন্তু দেখা গেল হাউণ্ডের ওই লম্বা তাড়া একেবারে বিফল হয়নি। সিংহটা আর জ্যাকের র‍্যাঞ্চে ফিরে এল না। খবর পাওয়া গেল সিংহটা এখন লুডলোর ঘোড়াগুলোকে মারতে শুরু করেছে।

জ্যাক বুঝল বারবার তাড়া খেয়ে ওর র‍্যাঞ্চ ছেড়ে চতুর শয়তানটা এখন লুডলোর র‍্যাঞ্চে নিরাপদে ঘাঁটি গেড়েছে। তাছাড়া হয়তো ওর মুখের স্বাদও বদলেছে। ঘোড়ার বাচ্চাগুলোর মাংস খেতেও ভাল, আর ওদের মারাও সহজ।

প্রতি সপ্তাহেই খবর আসছে। লুডলোর কোল্ট মারা পড়ছে। হলুদ রঙের শয়তানটা দু'মাসে ওর ঘোড়া খেয়ে প্রায় অর্ধেক করে ফেলেছে। এখন আর বাসি খাবার খেতে ফিরে যায় না সে—খিদে পেলেই নতুন শিকার ধরে।

লুডলো বারবার ঘোড়া সরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় রেখেছে, কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। হলুদ শয়তান ঠিকই অনুসরণ করেছে। রাতের পর রাত কনকনে ঠাণ্ডায় কষ্ট করে জেগে পাহারা দিয়েছে মাইকেল। একবার ওর দেখা পেয়ে একটা গুলি করার সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছে—কিন্তু সুযোগ মেলেনি। যে রাতে পাহারায় থাকেনি, সেই রাতেই একটা করে ঘোড়া মরেছে।

লোকে বলে গত দু'মাসে দুশ্চিন্তায় মাইকেলের বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। পাষাণ হৃদয় মানুষ হলেও সে তার ঘোড়াগুলোকে অত্যন্ত ভালবাসে। এরমধ্যে আর জ্যাকের সাথে মাইকেলের দেখা হয়নি। কয়েকবার সে খবর পেয়েছে যে বুড়ো তার সাথে কথা বলতে আসবে। এমন খবর পেলেই সে দু'তিন দিন বাইরে রাত কাটিয়ে ওকে ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এড়াতে পারল না। হাউণ্ডগুলোকে খাওয়াচ্ছিল জ্যাক—এই সময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে ওর বাড়িতে এসে হাজির হলো মাইকেল।

'শোনো, জ্যাক,' নরম সুরে বলল সে। 'ওই শয়তান সিংহটা আমার সর্বনাশ করে ছাড়বে। গত দু'মাস যাবত আমি ওটাকে মারার অনেক চেষ্টা করেছি—ভাড়া করে কুকুরও লাগিয়েছি—কিন্তু লাভ হয়নি। ওগুলো তোমার হাউণ্ডের মত ট্র্যাক করতে পারে না।'

গলার স্বরটা শান্ত রাখল জ্যাক, 'তোমার র‍্যাঞ্চে কেউ কুকুর নিয়ে যেতে রাজি হয়েছিল শুনে অবাক হচ্ছি। তুমি তো সারা র‍্যাঞ্চে স্ট্রিচনাইন ছড়িয়ে রেখেছ।'

অপ্রস্তুত হলো মাইকেল, 'ওগুলো সব আমি সরিয়ে ফেলেছি, জ্যাক।'

'সব?'

মাইকেলের ভাঁজ পড়া চেহারায় অপরাধ বোধের ছায়া পড়ল। 'একটা বাদে সব। তোমার হাউণ্ডের দুর্ঘটনার কথা আমি জানি, জ্যাক। বউ আর মেয়ে আমাকে অনেক কথাও শুনিয়েছে। পরে আমি নিজেও অনেক ভেবেছি—কাজটা আমার ঠিক হয়নি। আমি সত্যিই লজ্জিত এবং তোমার কাছে এর জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি—কিন্তু ওই সিংহটাকে আমার চাই—প্লীজ তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো।'

জ্যাকেরও মন চাইছে। এখনও ওই হলদে শয়তানটার ওপর তার আক্রোশ যায়নি। কিন্তু মাট্-এর মৃত্যুর শোক সে ভুলতে পারেনি।

পড়ন্ত সূর্যের দিকে তাকাল জ্যাক। 'বেলা শেষ হয়ে আসছে,' বলল সে, 'এখনই রওনা না হলে র‍্যাঞ্চে ফিরতে রাত হয়ে যাবে।' লুডলোর দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল ও।

'দাঁড়াও, জ্যাক,' মরিয়া হয়ে ডাক দিল মাইকেল। 'আমি তোমাকে একশো—দু'শো ডলার দেব ওকে ধরার জন্যে।'

ইতস্তত করছে জ্যাক। দু'শো ডলার। ওতে অনেক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সে কিনতে পারবে। কিন্তু না, সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না সে। হেঁটে এগোতে থাকল।

পরদিন আরেকজন আরোহী এল। দূর থেকে ট্রেসি লুডলোকে দেখেই চিনতে পেরেছে জ্যাক। ওর হার্ট বীট বেড়ে গেল। বুঝতে পারছে মেয়েটা কেন এসেছে। মনে মনে অটল থাকার সিদ্ধান্ত নিল সে।

কিন্তু সেটা সহজ হলো না। 'বাবাকে বাইরে থেকে শক্ত লোক মনে হলেও আসলে তার অন্তরটা ভাল,' সুপারিশ করল ট্রেসি। 'তার দোষেই তোমার হাউণ্ডের বাচ্চাটা মারা পড়েছে বুঝে সে সত্যিই অনুতপ্ত। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না সিংহটা তার কতটা ক্ষতি করছে। তিলেতিলে বাবাকে মেরে ফেলছে। তার হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম—অন্তত আমার মুখ চেয়ে কাজটা তুমি করো।'

জ্যাক টের পাচ্ছে আরক্ত হয়ে উঠছে তার মুখ। বুঝল হেরে গেছে সে। 'ঠিক আছে, কাজটা আমি করব,' কথা দিল জ্যাক।

খুশি হয়ে উঠল ট্রেসি। মুখে হাসি।

ওই রাতেই জ্যাক তার কুকুর, ঘোড়া আর মালটানা খচ্চর নিয়ে মাইকেলের র‍্যাঞ্চে হাজির হলো। পরদিন ভোরের আলো ফোটার সাথে সাথেই রওনা হওয়ার সব প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। পুবের আকাশটা কারমেন পাহাড়ের উপর দিয়ে ফিকে হয়ে আসার একঘণ্টা আগেই মাইকেল লুডলো অস্থিরভাবে রান্নাঘরে গরম কফির কাপ হাতে পায়চারি করছে। দেরি সহ্য হচ্ছে না ওর।

ট্রেসিও ঘোড়ায় চড়ার পোশাক পরে ওদের সাথে বেরোল। সূর্য ওঠার অল্পক্ষণের মধ্যেই ফ্লপ সিংহের নতুন শিকারের লাশটা খুঁজে বের করল। সুন্দর বাদামী রঙের কোল্টটার তিনটে পা গোড়ালির কাছে সাদা। ঠিক সাদা মোজার মত দেখাচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে আড়ষ্টভাবে বসে রইল লুডলো। জ্যাক দেখল ওর চোখ দুটো যেন একটু ভেজা দেখাচ্ছে। বুঝল মাট্-এর মৃত্যুতে সে যেমন কষ্ট পেয়েছে, ওই ঘোড়ার মৃত্যুতে বুড়োর ঠিক তেমনি কষ্ট হচ্ছে।

স্বভাবতই চারপাশ শুঁকে দেখে ফ্লপই লীড নিল। এঁকেবেঁকে এগিয়েছে পাহাড়ী সিংহের ট্রেইল। কিন্তু সিংহের থাবায় সদ্য-মারা ঘোড়ার রক্ত লেগে আছে বলে ট্র্যাক করা হাউণ্ডগুলোর জন্যে সহজ।

কিন্তু হঠাৎ করেই ট্রেইলটা একটা খাদের ধারে এসে শেষ হলো। পাথরে নাক ঘষে শুঁকতে শুঁকতে ফ্লপের নাকের চামড়া ছিলে যাওয়ার জোগাড়—কিন্তু কোন হদিস মিলছে না।

খাদের পাশেই লম্বা গাছটা দেখে জ্যাকের মনে একটা সন্দেহ জাগল। সম্ভবত সিংহটা লাফিয়ে ওই গাছ বেয়েই নেমে গেছে।

'কুকুরগুলো নিয়ে আমি নিচে নামছি। তোমরা ঘোড়া নিয়ে উপর থেকেই অনুসরণ করো।'

আড়ষ্টভাবে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামল মাইকেল। 'আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি,' বলল সে।

'নিচে নেমে ট্র্যাক করা কিন্তু শক্ত পরিশ্রমের কাজ,' সাবধান করল জ্যাক। 'তাছাড়া ওকে ধরতে কতদূর ছুটতে হবে সেটাও বলা কঠিন।'

কোন ওজর আপত্তি শুনল না লুডলো। বলল, 'হারামজাদা আমার ঘোড়াগুলোকে মেরে শেষ করছে—চলো যাই।'

প্রায় খাড়া পাথরের দেয়াল বেয়ে নিচে নামা বেশ কঠিন আর বিপজ্জনক কাজ। কুকুরগুলোকে কিছুকিছু জায়গায় হাতে ধরে নামাতে হলো। একবার পা ফসকে তীক্ষ্ণ পাথরের ঘষায় মাইকেলের প্যান্ট ছিঁড়ে হাঁটু ছিলে গেল। কিন্তু ওদিকে খেয়ালই করল না বুড়ো। ওর চোখে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন।

গাছের গোড়ায় একটু শুঁকে দেখে ছুটে এগোল ফ্লপ। রাইফেল হাতে হাউণ্ডগুলোকে অনুসরণ করল জ্যাক। বুড়ো কতক্ষণ এভাবে ছুটতে পারবে ভাবল একবার।

কিন্তু মাইকেল ওকে অবাক করল। একবারও বেশি পিছিয়ে পড়ল না। মাঝেমাঝে বাতাসে জড়ো করা বালুর ওপর সিংহের পায়ের ছাপ স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছে। ওই ছাপ দেখে আবার নতুন উদ্যমে ছুটছে লুডলো।

এখন আর ট্র্যাকের দিকে হাউণ্ডগুলো খেয়াল করছে না। বাতাসেই গন্ধ পাচ্ছে। যেকোন মুহূর্তে পলায়নরত সিংহটাকে দেখতে পাবে বলে আশা করছে জ্যাক। কিন্তু দেখতে পেল না।

কুকুরগুলো এখন ঘোড়ার চেয়েও বেগে ছুটছে। মানুষের পক্ষে দৌড়ে ওদের সাথে তাল রাখা অসম্ভব। কিন্তু যথাসম্ভব চেষ্টা করছে মাইকেল। ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়ছে সে কিন্তু হাল ছাড়ছে না।

সিংহটার প্রতি জ্যাকের আক্রোশ আবার জোরাল হয়ে উঠছে। প্রাণপণে ছুটছে সে। ট্রেইলটা ক্যানিয়নের দেয়াল ঘেঁষে এগোচ্ছে এখন। হঠাৎ গন্ধটা হারিয়ে গেল। ফ্লপ ফিরে এল যেখান থেকে সিংহটা লম্বা লাফ দিয়ে উপরের তাকে উঠেছে সেই জায়গায়। কুকুরগুলোকে একেএকে উঁচু করে তাকের ওপর উঠিয়ে দিল জ্যাক। আবার গন্ধ পেয়ে ছুটে এগোল ফ্লপ।

সিংহটা আবারও লাফিয়ে উপরের একটা তাকে উঠেছে। হাউণ্ডগুলোকে উঁচু করে উপরে উঠতে সাহায্য করল জ্যাক। ওদের প্রত্যেকটার ওজন ঘোড়ার মতই ভারি ঠেকল ওর কাছে।

ট্রেইলটা এগিয়েই চলল। ভাঙাচোরা পাথর পেরিয়ে ক্যানিয়নের তলায় নেমে আবার উপরে উঠল। জ্যাকের মুখ গলার ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। হাঁপাচ্ছে সে। আর পারছে না—বুঝছে শীঘ্রিই এর ইতি না ঘটলে আজকের চেষ্টা বিফল হবে। কিন্তু কুকুরের ডাক ওকে উদ্দীপনা যোগাচ্ছে।

দূরে সরে অস্পষ্ট হয়েছে কুকুরের ডাক। থেমে একটু দম নেয়ার জন্যে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়াল জ্যাক। হঠাৎ হলুদ শয়তানটাকে মুহূর্তের জন্যে দেখতে পেল। হাউণ্ডগুলোকে ফাঁকি দিয়ে ফিরে এসেছে ওটা। এখন লাফিয়ে ক্যানিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

ক্যানিয়নের দেয়াল বেয়ে উপরে ওঠার শক্তি আর নেই ওর। মরিয়া হয়ে রাইফেল তুলে গুলি করল জ্যাক। ক্যানিয়ন ছেড়ে বেরিয়ে গেলে আর কিছুই করার থাকবে না। গুলিটা সিংহের মাথার উপর একটা পাথরে লেগে ঠিকরে শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল। ঝট করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বড় বিড়ালটা আবার লাফিয়ে ক্যানিয়নের ভিতরে নামল।

একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলো সিংহ। নতুন উদ্যম নিয়ে ওদিকে এগোল শিকারি। এখন সে নিশ্চিত—ফাঁদে পড়েছে শিকার। দু'দিকে ক্যানিয়নের খাড়া দেয়াল—ওপাশে কুকুর আর এপাশে জ্যাক। শয়তানটার পালাবার আর কোন উপায় নেই।

অল্প খানিকটা এগোবার পরেই হাউণ্ডের উত্তেজিত ডাক কানে এল। ওটা ওদের 'গাছে চড়েছে' সঙ্কেত।

বিজয়ের আনন্দে চলার গতি বেড়ে গেল ওর। ক্লান্তির অবসাদ দূর হয়ে গেল। সামনে কুকুরগুলোকে দেখতে পাচ্ছে সে। লম্বা একটা স্প্রুস গাছের তলায় দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে উপরের দিকে চেয়ে খেঁকাচ্ছে হাউণ্ড তিনটে। গাছের উঁচু একটা

ডালে কুঁজো হয়ে বসে আছে দীর্ঘ আকৃতির একটা সিংহ।

হলুদ শয়তান।

কোণঠাসা হয়ে পড়েছে সে। পালাবার আর কোন সুযোগ নেই। কিন্তু তবু ওর বসার ভঙ্গিতে রয়েছে একটা রাজকীয় ভাব। কান দুটো মাথার সাথে সেঁটে রয়েছে। নিচের হাউণ্ডগুলোর দিকে চেয়ে ভেঙচি কাটছে।

কিন্তু বনের রাজার রাজকীয় চালচলনের কথা ভাবছে না জ্যাক। ভাবছে গরু-ছাগলের কথা—তার গরু-ছাগল—যেগুলোকে ওই হলুদ শয়তানটাই মেরেছে। ওর কারণেই তার প্রিয় হাউণ্ডের বাচ্চাটা মারা পড়েছে।

রুদ্ধ আক্রোশে রাইফেল তুলে তাক করল জ্যাক। কিন্তু হাতটা একটু কেঁপে উঠল—সে ওই ঘোড়া-পাগলা বুড়োর কথা ভাবছে। লোকটা পিছনে কোথাও হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে আসছে। ওই শয়তানটাকে হত্যা করার ব্যর্থ চেষ্টায় সে রাতের পর রাত জেগে কষ্ট করেছে। বেচারা আজই সকালে মরা কোল্টটাকে দেখে চোখের পানি ঠেকাতে পারেনি।

গত দু'মাসে ওই হলুদ শয়তানের অত্যাচারে লোকটা আরও বুড়িয়ে গেছে। মুখের চামড়ায় আরও ভাঁজ পড়েছে।

জ্যাক নিজেও মাসের পর মাস এই মুহূর্তটার স্বপ্ন দেখেছে। এখন তার হাতে রাইফেল আর গাছের ওপর শিকার। নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করল মাইকেলের কাছে তার কোন দেনা নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাইফেল নামিয়ে নিল জ্যাক। এটা মাইকেলেরই প্রাপ্য। বুড়ো হয়েও অনেক কষ্ট সে স্বীকার করেছে।

মাইকেলের আগেই ট্রেসি এসে পৌঁছল ওখানে। ঘোড়াগুলোকে সাথে নিয়ে এসেছে। কুকুরের ডাক অনুসরণ করে এগোচ্ছিল মেয়েটা। হাউণ্ডের 'গাছে চড়েছে' ডাক শুনে সামনে এগিয়ে ক্যানিয়নের একটা ফাটল ধরে নিচে নেমে এসেছে।

রাইফেল তাক করে জ্যাককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল ট্রেসি। পরে দেখল রাইফেল নামিয়ে ওটা মাইকেলের হাতে তুলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে।

গুলির শব্দে একটু চমকে উঠল জ্যাক। নিচের দিকের দুটো ছোট ডাল ভেঙে মৃত সিংহটা মাটিতে পড়ল। কুকুরগুলো কৌতূহল নিয়ে ওটাকে শুঁকে দেখছে।

মাইকেলের চেহারা একটু শিথিল হলো। মুখের ভাঁজগুলোও যেন একটু হালকা হয়ে এল। সিধে হয়ে দাঁড়াল সে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে জ্যাকের হাত ছুঁল ট্রেসি। 'তুমি নিজেই গুলি করতে চেয়েছিলে, কিন্তু বাবাকে সুযোগ দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ।'

'এর জন্যে দু'শো ডলার পাব আমি,' বলল জ্যাক।

হাসল ট্রেসি। 'আমার কথা বোঝোনি?'

মাথা ঝাঁকিয়ে ট্রেসির বাড়ানো হাতটা নিজের হাতে তুলে নিল জ্যাক। মরা সিংহটার দিকে তাকাল সে। 'এখন আর আমার কারও প্রতি রাগ নেই।'

মালটানা খচ্চরটাকে নিয়ে হলুদ শয়তানের দিকে এগোল জ্যাক। ওটাকে প্যাক করে ফেরার পথ ধরতে হবে। ঘর ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছে ওরা।

আগুন

আড়ষ্ট উত্তেজনায় লাগাম আঁকড়ে ধরে আছে এমোস ওয়ার্থ। বাকবোর্ডে দুপাশে বসা আরোহী মহিলা দু'জনের দিকে চট করে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখল সে।

'সামনেই ব্রাউনউড।'

কিছু না বললেও পারত এমোস, কারণ ওদিক থেকে কোন সাড়া এল না। শক্ত করে ঠোঁট বুজে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে ওরা। পেকান বায়ুর পশ্চিমে খোলা প্রেইরিতে ছড়ানো দালানগুলোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এক্কাগাড়িটা।

এমোসের মুখের ভাব আবার শক্ত হলো। সে আশা করেছিল লম্বা যাত্রায় হয়তো ওদের ভিতর যে অদৃশ্য দেয়ালটার সৃষ্টি হয়েছে সেটা কিছুটা ভাঙবে। কিন্তু তা হয়নি। লাগামে ঝাঁকি দিয়ে গাড়ির গতি বাড়াবার চেষ্টা করল এমোস। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলো। লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে ঘোড়াটা ক্লান্ত। ওকে উপেক্ষা করে আপন গতিতেই এগিয়ে চলল সে।

কামারের দোকানের পাশ দিয়ে মোড় নিল গাড়ি। চাকা থেকে ওড়া ধুলো মুহূর্তের জন্যে ওদের ধরে ফেলল। হাঁচি দিল নোরা। পুরো যাত্রায় এই প্রথম মেয়েটার মুখ থেকে একটা শব্দ বেরোল। তবে ড্যাগেট র‍্যাঞ্চহাউসের পোড়া স্তূপটা ছেড়ে যাত্রা শুরু করার সময়ে সে একটু ফুঁপিয়েছে।

সেন্টার স্ট্রীটের হোটেলের সামনে থেমে দাঁড়াল এমোস। নেমে লাগামটা ডান দিকের চাকার সাথে বেঁধে নোরার মাকে নামতে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল। মহিলার চোখ যেন ভর্ৎসনার চাবুক মারল ওকে। কঠিন রকম নীতিবাগীশ ওই মাঝবয়সী মহিলা।

'আমি নিজেই নামতে পারব।'

পিছন পিছন মেয়েটাও নামল। নোরার বয়স আঠারো। চিকন গড়ন, ওর বড় বড় বাদামী চোখে একসময়ে হাসি খেলত। কিন্তু এখন একবারও এমোসের দিকে তাকাল না সে।

'আমি তোমাদের মালপত্র নিয়ে আসছি।' মাথা হেলিয়ে বাকবোর্ডের সীটের তলায় রাখা জামাকাপড়ের ছোট পোঁটলাটা দেখাল সে।

'ওটাও আমরা সামলাতে পারব,' বাধা দিয়ে বলে উঠল মিসেস ড্যাগেট। 'আগুনে পুড়ে তেমন কিছুই বাঁচেনি।'

কাঁচুমাচু মুখ করে নীরবে গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রইল এমোস। এগিয়ে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে হোটেলের সামনের বারান্দায় উঠল ওরা। হোটেলের মালিক ছুটে বেরিয়ে নোরার হাত থেকে পোঁটলাটা ছিনিয়ে নিল। লোকটার মাথায় টাক পড়তে শুরু করেছে। বিষণ্ন মুখে মিসেস ড্যাগেটের দিকে ফিরল সে।

'তোমার ছেলের কথা আমরা শুনেছি, মিসেস ড্যাগেট। আমি সত্যিই দুঃখিত।'

একটা ছোট্ট নড়ে চিবুক ঝাঁকিয়ে সমবেদনা গ্রহণ করল ডিনা ড্যাগেট। হঠাৎ দৃঢ় সংকল্পে এখন আরও কঠিন হলো ডিনার চিবুক। আড়ষ্ট ভাবে ভিতরে ঢুকল সে। পিছনে নোরা। হোটেলের মালিক একটু থেমে আড়চোখে এমোসকে দেখল। লোকটার অবজ্ঞা দেখে বোঝা গেল সে জানে। পুরো শহরই নিশ্চয় জেনেছে।

মাথা নিচু করে বাকবোর্ডে উঠে লাগামে ঝাঁকি দিল এমোস। রাস্তার শেষ মাথায় আস্তাবলে এসে থামল। রাস্তায় অনেকেরই কৌতূহলী চোখ ওকে অনুসরণ করেছে টের পেয়েছে সে। নিজের মনকেই বোঝাতে চেষ্টা করেছে সে কেয়ার করে না।

এরিক ডেভিস ওকে দেখে এগিয়ে এল। লোকটা ঝানু কাউবয়। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে বলে কম পরিশ্রমের কাজ বেছে নিয়েছে। লোকটার কুঁচকানো মুখ একেবারে ভাবলেশহীন। কিন্তু ওর হালকা নীল চোখে যেন সহানুভূতির একটু আভাস দেখতে পেল এমোস।

'টমি ড্যাগেটের বাকবোর্ড, এরিক,' বলল সে। 'টমি তোমার হাতে তুলে দিতে বলেছিল।'

এমোস বাকবোর্ড থেকে তার ওয়ার ব্যাগ আর বেড রোল তুলে নিয়ে রওনা হলো। একটু খোঁড়াচ্ছে সে।

এরিকের চোখ ওকে অনুসরণ করল। 'তুমি এখন কি করবে, এমোস? কোথায় যাচ্ছ?'

বড় খোলা দরজাটার সামনে থামল এমোস। ঘোড়ার জিনটা ওর কাঁধে। 'ভাবছি দেশ ছেড়ে চলে যাব। এমন জায়গায় যাব যেখানে মানুষ আমার কথা শোনেনি। সেখানে হয়তো আমি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে পারব।'

ধীরে মাথা নাড়ল এরিক। 'এমন একটা জিনিস থেকে কেউ পালিয়ে থাকতে পারে না, এমোস। যেখানেই যাও এটা তোমাকে অনুসরণ করবে। আমার উপদেশ শুনে এখানেই থাকো।'

কাঁধ থেকে স্যাডলটা সশব্দে মাটিতে নামিয়ে রাখল এমোস। লজ্জায় একটু লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। 'শোনো, এরিক, আমি একটা কাপুরুষ। যে কেউ তাই বলবে। লড়াইয়ে আমি দিশা হারিয়ে বন্ধুদের ছেড়ে পালিয়ে গেছিলাম। তাতে একজন মারা পড়েছে। তুমি কি মনে করো এর পর লোকজন যেভাবে আমার দিকে তাকাবে সেটা আমি সহ্য করতে পারব? ওরা এমন ভাবে তাকাবে যেন আমি একটা কয়োটি—ঠাট্টা মস্করা করবে—হয়তো মুখের ওপরই আমাকে কাপুরুষ বলবে।'

এরিকের ঠাণ্ডা নীল চোখে অসীম ধৈর্য। 'কথা সস্তা; মানুষের ফালতু কথায় কান দেয়ার কোন দরকার তোমার নেই।' বুড়োর গলার স্বর আরও নরম হলো। 'বাছা, সময় দিলে এসব জিনিসের আপনা আপনিই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। তোমার বেড রোলটা ওই পিছনের খাটটার ওপর নিয়ে ফেলো। কয়েকটা দিন আমার কাছেই

থাকো তুমি।'

ওখানেই দাঁড়িয়ে এরিকের কথাগুলোই মনে মনে বিচার করে দেখল এমোস। শহরের লোকজনের বিদ্রূপ উপেক্ষা করে এখানে থাকাটা কঠিন হবে এটা ঠিক—কিন্তু চলে গেলে এই স্মৃতিটা তার চিরজীবন বয়ে বেড়াতে হবে—সেটা আরও কঠিন হবে।

এবং সে যদি এখন চলে যায় তবে আর কোনদিনও ফিরতে পারবে না। নোরা ড্যাগেটের কথা ভাবল সে। ওই মনে সাড়া জাগানো মধুর স্বর, গালে গাল রেখে বায়ুর স্নিগ্ধ বাতাসে চাঁদের আলোয় ওর সাথে তৃপ্ত সুখে সময় কাটানো—সব স্বপ্নই রয়ে যাবে।

চলে গেলে ওদের মধ্যে যে সুন্দর সম্পর্কটা গড়ে উঠতে যাচ্ছিল, সেটা অসমাপ্তই থেকে যাবে। কিন্তু যদি···

বেড রোলটা নিয়ে খালি খাটের ওপর রাখল সে।

একটা বেতের চেয়ারে অলস ভাবে বসে বসে ছুরি দিয়ে কাঠ চেঁচে কিছু তৈরি করছিল এরিক। এমোসকে ফিরে আসতে দেখে নীল সমঝদার চোখ দুটো তুলে তাকাল। বলল, 'ঘটনাটা শহরে যেভাবে বলা হয়েছে সেটা আমি শুনেছি। তোমার দিকটাও আমি শুনতে চাই।'

এরিকের পায়ের কাছে গড়ে ওঠা পাইন কাঠের চিলতেগুলোর পাশে মাটিতেই বসল এমোস।

'হয়তো তুমি যা ঘটেছে সেটাই শুনেছ,' বলল সে। 'কাঁটাতারের বেড়া থেকেই এর শুরু। বিল কওডেল আর তার সাঙ্গপাঙ্গ টমি ড্যাগেটের বেড়া কাটতে আরম্ভ করল—আমরাও ওরা কাটামাত্রই সেটা জোড়াতালি দিয়ে আবার খাড়া করছিলাম। তিন রাত আগে একটা কাটা বেড়ার ওপর আমরা একটা হাতে লেখা মেসেজ পেলাম। ওতে লেখা ছিল, বেড়াটা যদি আবার মেরামত করা হয় তবে ব্যাপারটার চূড়ান্ত মীমাংসা নেয়ার ব্যবস্থা ওরা করবে। টমি ওটা ছিঁড়ে ফেলল—আমরাও আবার বেড়া খাড়া করলাম।

'শেরিফ এই এলাকা ছেড়ে চলে না যাওয়া পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করল। গতরাতে ওরা আবার এল—মুখোশ পরে ছিল ওরা—কিন্তু বুঝলাম বিল কওডেলই ওদের লীড করছিল। আমি ওর ফোরম্যান লেজলির গলার স্বর স্পষ্ট চিনতে পেরেছি। কিন্তু ওরা এবার আর বেড়ার ধারে থামল না—র‍্যাঞ্চহাউস পর্যন্ত ধাওয়া করে এল। আমরা ওদের আক্রমণের উপযুক্ত জবাব দিচ্ছিলাম, এই সময়ে ওরা কিভাবে যেন র‍্যাঞ্চহাউসে আগুন ধরিয়ে দিল।

'আমি চেষ্টা করেছি, এরিক। কিন্তু আগুনে যখন আমি ঝলসে যাচ্ছি, কাপড়ে আগুন লাগার জোগাড়—তাপ আর সইতে পারছি না—তখন আমি বাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে ছুটে পালালাম।

'পরে যখন গোলাগুলি থামল, জানলাম অ্যানডি ড্যাগেট মারা পড়েছে।'

দু'হাতে মাথা চেপে ধরল এমোস। 'কেউ আমার সাথে কথা বলল না—ওরা

এমন ভাবে তাকাল যেন আমিই অ্যানডিকে হত্যা করেছি। সকাল হতেই ওরা সাহায্যের জন্যে প্রতিবেশীর কাছে গেল। ওরা আমাকে কবর খুঁড়তে ডাকল না—মৃতদেহটা বইতেও দিল না।

'সব শেষ হওয়ার পর টমি ড্যাগেট আমাকে বিদায় দিয়ে পরিবারের মহিলাদের শহরে পৌঁছে দিতে বলল—এখানেই ওরা নিরাপদ থাকবে। সে বলল সে একাই বেড়াটা মেরামত করবে, দরকার হলে একাই মৃত্যু পর্যন্ত বিল কওডেলের লোকজনের মোকাবিলা করবে।'

আরও গম্ভীর হলো এমোসের চেহারা। 'লোকটা যা বলেছে তাই সে করবে। মেক্সিকান ষাঁড়ের মতই ওর সাহস। যা বলেছে তাই সে করবে। কিন্তু কওডেলের হাতে মারা পড়বে সে। কওডেল জানে এটাই তার শেষ সুযোগ, নইলে ওর মত সুবিধাবাদী র‍্যাঞ্চারকে সবাই বেড়া দিয়ে আটকাবে। ছোট র‍্যাঞ্চে এত গরু রেখে অবাধে অন্যের এলাকায় চড়াতে না পারলে সে রাখতে পারবে না। তাই টমি না মরা পর্যন্ত ওর শান্তি নেই।'

খাটের ওপর বসে এমোস ভাবছিল কি করা যায়। এই সময়ে আস্তাবলের সামনে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ ওর কানে এল। এরিকের দিকে তাকিয়ে দেখল, চেয়ারে বসেই বুড়ো ঘুমাচ্ছে। ওর হয়ে এগিয়ে গেল সে।

অনেকক্ষণ বসে থাকার ফলে বেশি খোঁড়াচ্ছে এমোস। ঘোড়া থামিয়ে কয়েকজন আরোহী নামল। ওদের বুটের সাথে ঝুলানো স্পারের ঝুনঝুন আওয়াজ এমোসের কানে আসছে।

'এই, এরিক,' হেঁড়ে গলায় হাঁকল কেউ, 'আমাদের ঘোড়াগুলো কিছুক্ষণের জন্যে রাখো।'

এমোসের হার্ট বীট বেড়ে গেল। ওটা কওডেলের ফোরম্যানের গলা। একটু ইতস্তত করে এরিকের দিকে ফিরে তাকাল, তারপর দরজার দিকে এগিয়ে কলিনের মুখোমুখি দাঁড়াল। বুড়ো আঙুল তুলে পিছনের দিকে দেখাল সে।

'এরিক ঘুমাচ্ছে, কিন্তু তাতে অসুবিধা নেই—ওর হয়ে কাজটা আমিই সামলাতে পারব।'

কলিন লম্বায় মাঝারি, পাতলা গড়ন। চালচলনে একটা সহজ ক্ষিপ্রতা আছে। চোখা চেহারা। কেমন একটা সবুজের আভাস রয়েছে ওর চোখে—মনে হয় যেন ওগুলো সবসময়েই একটা শয়তানি হাসি হাসছে। বিল কওডেল র‍্যাঞ্চের মালিক বটে, কিন্তু ঝগড়া-বিবাদে কলিনই বস্। দুই কাউন্টি দূরেও লোকজন ওর নাম শুনলে আঁতকে ওঠে।

এমোসকে এখানে দেখে মুহূর্তের জন্যে অবাক হলো কলিন। পরক্ষণেই সেই শয়তানি হাসিটা ফুটে উঠল ওর চোখে। 'ঠিক জায়গা মত পৌঁছে গেছ দেখছি,' টিটকারি দিয়ে বলল সে। 'আস্তাবলের গোবর ঝাঁট দেয়াই তোমার সাজে।'

দাঁতে দাঁত ঘষে রাগটা ভিতরেই চেপে রাখল এমোস।

হাঁটুর গুঁতোয় বিশাল রোন ঘোড়াটাকে আরও কাছে এগিয়ে আনল বিল কওডেল। লোকটার চেহারা সব সময়েই সিরিয়াস। ওকে কখনও হাসতে দেখেনি এমোস। মসৃণ গম্ভীর স্বরে সে বলল, 'বাছা, ফিরে আসা তোমার মোটেও ঠিক হয়নি। যখন পালিয়েছিলে এক ছুটে কাউন্টি সীমানা পেরিয়ে তবে থামা উচিত ছিল। নিজের ভাল চাইলে এখনই সরে পড়ো।'

ভিতরের রাগটা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু গলার কাছে শক্ত কিছু ঠেকে আছে বলে মনে হচ্ছে। জবাব দিতে পারল না সে।

কলিন বলল, 'ও ঠিকই যাবে, বিল।' হাসিটা লেগে রয়েছে। ওর চোখ দুটো এমোসের চোখের ওপর। 'কিন্তু তার আগে আমাদের ঘোড়াগুলোর যত্ন নেবে।'

স্টলে ঢোকার গেট খুলে দিল এমোস। ঘোড়া নিয়ে ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন স্টলে ঢুকে জিন খুলে ঝুলিয়ে রাখল ওরা। মোট সাত জন।

এমোসের নাকের সামনে আঙুল নাচিয়ে শাসাল কলিন। 'ঘোড়াগুলো যেন ঠিক মত খাওয়া পায়, বুঝেছ? নইলে এমন দাবড় দেব যে তোমাকে গতরাতের চেয়েও জোরে ছুটতে হবে বলে দিচ্ছি!' হঠাৎ হাত বাড়িয়ে এমোসের হ্যাটটা টেনে চোখের উপর নামিয়ে দিল কলিন। 'ছুটতে গিয়ে যেন বাতাসে উড়ে না যায় তাই এঁটে দিলাম।'

রাগে, অপমানে কাঁপতে কাঁপতে হ্যাটটা আবার উপরে তুলল এমোস। হাসতে হাসতে কলিন তার লোকজন নিয়ে দরজার দিকে এগোল। কিন্তু বিল কওডেল দাঁড়িয়েই আছে। কৌতুকবিহীন স্থির চোখে সে এমোসের অপমানে লাল মুখটার দিকে চেয়ে রয়েছে।

'ওদিকে একজন বলল তুমি ড্যাগেট মহিলাদের শহরে নিয়ে এসেছ। ওরা কি হোটেলে উঠেছে?'

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল এমোস। 'মেয়েদের গায়ে তুমি হাত তুলবে না!'

যে লোক গতরাতে ভয়ে পালিয়ে গেছিল সে অপ্রত্যাশিত ভাবে এমন রুখে ওঠায় বিলের চোখ দুটো একটু বিস্ফারিত হলো। কিন্তু পশ্চিমে ভদ্র মেয়ের অমর্যাদা কেউ সহ্য করবে না বুঝেই একটু মিইয়ে গেল বিল। 'আমি এখানে ওদের কোন ক্ষতি করতে আসিনি,' বলল সে, 'কিন্তু মাঝেমাঝে পুরুষকে যুক্তি দিয়ে কিছু বোঝাতে না পারলে মেয়েদের সাথে কথা বললে কাজ হয়।' প্রচণ্ড ধমকটা ভোলেনি বিল। ওর চোখ দুটো আবার সরু হলো। 'তোমাকে যা বলেছি কথাটা ভুল না। এখন থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেকটা পথ পাড়ি দিতে পারবে তুমি।'

ঘুরে দ্রুতপায়ে সঙ্গীদের ধরার জন্যে এগোল কওডেল। ওদের স্পারের বাড়িতে শুকনো মাটি থেকে ছোট ছোট ধুলোর কুণ্ডলী উড়ছে। এমোস দেখল বিল হোটেলের দিকেই ইঙ্গিত করল, কিন্তু কলিন বুড়ো আঙুল দিয়ে সেলুন দেখাল। ব্যবসার আগে আমোদ।

এমোস ভাবছে নোরা আর তার মায়ের কথা। শেরিফ যদি শহরে থাকত…

আস্তাবলের পিছনের দিকে এগোল সে। তাড়াহুড়ায় এরিককে প্রায় উল্টে

ফেলার জোগাড় করেছিল এমোস। চড়া সুরে কথাবার্তার শব্দে বুড়োর ঘুম ভেঙে গেছে। শেষের অংশটা সেও দেখেছে।

ওয়ার ব্যাগ খুলে নিজের পিস্তল আর বেল্ট বের করল এমোস।

উদ্বিগ্ন চোখে ওর কার্যকলাপ খেয়াল করল এরিক। 'তুমি যা করছ বুঝে করছ তো?'

আড়চোখে একবার ওর দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল সে। 'জানি না, এরিক। কিন্তু একটা কিছু আমাকে করতেই হবে।'

গ্রীষ্মের তাপ ঘিরে রেখেছে সেন্টার স্ট্রীটকে। দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাচ্ছে এমোস। বুঝতে পারছে লোকজন তাকে লক্ষ করছে। তাকে শুনিয়ে একজন একটা মন্তব্য করল। কান গরম হয়ে উঠল ওর। কিন্তু সামনের দিকেই চোখ রাখল সে।

হোটেলের কাছাকাছি একজন বেকার লোক ওর দিকে আঙুল তুলে চেঁচিয়ে বলল, 'আরে তুমি ভুল পথে যাচ্ছ, ওরা তোমার পিছনে নয়—সামনে!'

সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল হোটেলের পাশের সেলুন থেকে কলিন আর বিল বেরিয়ে রাস্তায় নেমেছে। হোটেলে ঢুকল এমোস। হোটেলের মালিক সন্দিগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকাল।

'মিসেস ড্যাগেট আর নোরার সাথে আমার দেখা করতেই হবে,' বলল সে।

ভেঙচি কেটে মুখ বাঁকাল লোকটা। 'তোমার কি এখনও দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় হয়নি? তুমি যা করেছ তারপরে আমার মনে হয় না ওরা তোমাকে আর দেখতে চায়।'

উত্তেজিত ভাবে টেবিল খামচে ধরল এমোস। 'আমি জানি তুমি আমার সম্পর্কে কি ভাবছ—শহরের লোকজন কি ভাবে তাও আমি জানি। কিন্তু এই মুহূর্তে বিল কওডেল তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে মিসেস ড্যাগেটের সাথে দেখা করতে আসছে। এটা ওদের জানানো দরকার।'

লোকটার চোখ বিস্ফারিত হলো। 'ওরা উপরে একশো সাত নম্বরে আছে,' বলল সে। 'কিন্তু আমিও তোমার সাথে আসছি।'

দরজায় অনবরত কিলের জবাবে মিসেস ড্যাগেট দরজা খুলে ওটা আগলে দাঁড়াল। মহিলার বিষণ্ন চোখ দুটো ওকে দেখেই শক্ত হলো। 'ভেবেছিলাম এতক্ষণে তুমি দেশ ছেড়ে চলে গেছ। কি চাও তুমি?'

জানাল এমোস। পাথরের মূর্তির মত শক্ত হলো ওর চেহারা।

এমোস আবার বলল, 'যদি আমাকে তোমার দরকার পড়ে আমি এখানেই আছি।' মহিলার কাঁধের পাশ দিয়ে উঁকি দিয়ে ভিতরে নোরাকে কোথাও দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করল এমোস।

বরফের মতই ঠাণ্ডা শোনাল মহিলার কণ্ঠস্বর। 'তোমাকে গতরাতে আমাদের দরকার ছিল। এখন তোমাকে ছাড়াও আমাদের চলবে।'

খোলা দরজা দিয়ে দেখল মহিলা ড্রেসিঙ টেবিলের কাছে গিয়ে দেরাজ খুলল। এবার ফিরল এমোস। হোটেলের মালিক ওর পিছু নিল। সিঁড়ির গোড়ায় এসে থেমে

দাঁড়াল এমোস। খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল কওডেল। পিছনে কলিন ঢুকে ওর পাশে দাঁড়াল। ওর মুখে হাসি লেগেই আছে। চোখ দুটো পারলে এমোসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে।

পিছন থেকে একটা মেয়েলি পদক্ষেপের শব্দে একটু সরে দাঁড়াল এমোস। মিসেস ড্যাগেট নেমে এল—পিছনে নোরা। আড়চোখে নোরার দিকে তাকাল সে। মুহূর্তের জন্যে চোখাচোখি হলো—চোখ নামিয়ে নিল মেয়েটা। ওর ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠল।

মিছে ভদ্রতা দেখাতে মাথা থেকে চওড়া কার্নিসের হ্যাট নামিয়ে মাথা একটু নিচু করে কুর্নিস করল কওডেল। কলিনের চেহারায় কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। 'গুড আফটারনুন, মিসেস ড্যাগার্ট,' বলল সে। 'তোমার ছেলের মৃত্যু সংবাদ আমি পেয়েছি। এতে আমি কতটা দুঃখিত সেটাই তোমাকে জানাতে এলাম, ম্যাম।'

আক্রোশে মিসেস ড্যাগেটের মুখের চেহারা আরও কঠিন রূপ নিল।

বিল বলে চলল, 'এর প্রয়োজন ছিল না, মিসেস ড্যাগেট। আর কারও প্রাণ হারাবার প্রয়োজন নেই। ইচ্ছা করলে তুমি এটা থামাতে পারো।'

এমোস দেখল ডিনার হাত কাঁপছে। ওর হাত একটা গাঢ় বাদামী রঙের শাল দিয়ে ঢাকা।

'সামান্য একটা কাঁটাতারের বেড়া, ম্যাম,' উৎসাহের সাথে বলে চলল বিল। 'তুমি যদি কথা দাও নতুন করে আর বেড়া তোলা হবে না তাহলে আমি বেড়া কাটার ব্যবস্থা করতে পারি।'

শান্ত মসৃণ স্বরে কথা বলল ডিনা। 'ওটা আমাদের জমি। তাই ওটা বেড়া দিয়ে ঘেরার অধিকার আমাদের আছে। তুমি মরার পরেও আমরা ওখানে থাকব।'

বিলের মুখ অন্ধকার হলো। 'এতে আরও মানুষ খুন হবে, মিসেস ড্যাগেট। তোমার মুখের একটা কথায় তুমি তোমার লোকজনের জীবন বাঁচাতে পারো। চুপ করে থাকলে ওরা মরবে।'

ডিনার ঠোঁট বাঁকা হয়ে নিচে নামল। 'না, কওডেল। তুমিই মরবে!'

শালটা মাটিতে পড়ল। ডিনার হাতে ধরা পিস্তলের ব্যারেলটা আলো পড়ে ঝিলিক দিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে জমে গেল বিল। এমোস দেখল চোখের পলকে খাপ থেকে পিস্তল বের করে ফেলেছে কলিন।

এমোস ঝাঁপিয়ে কলিন আর ডিনার মাঝখানে এসে পিস্তলের ব্যারেল ধরে হাতটাকে ঠেলে নিচু করল। পিস্তল গর্জে উঠল—কাঠের মেঝে ফুটো করে ঢুকে গেল বুলেট। ব্যর্থতার অন্ধ রাগে কাঁধ দিয়ে এমোসকে ধাক্কা মারল ডিনা। পিস্তলটা ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারল না। সশব্দে মেঝের ওপর পড়ল ওটা। পিছিয়ে মেয়ের গায়ের ওপর পড়ল ডিনা। ওর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।

'তুমি একটা কাপুরুষ! আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও তুমি। ফের যদি তোমাকে কখনও দেখি, এমোস ওয়ার্থ, তাহলে খুন করে ফেলব!'

ঘুরে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল ডিনা। নোরার দৃষ্টির চাবুকে কুঁকড়ে

গেল এমোস।

কলিনের চোখ মহিলাদের অনুসরণ করছে। 'তুমি আর একটু দেরি করলেই আমি ওকে গুলি করতাম। তুমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছ, এমোস।'

বিকৃত হলো এমোসের মুখ। 'মহিলার গুলিতে তোমাকে মরতে দিতে পারলেই হয়তো ভাল ছিল, কওডেল। তবে যেভাবেই হোক শেষ পর্যন্ত তুমিই হারবে।'

রোষের সাথে তাকিয়ে ওকে চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য করতে চাইছে কওডেল। ঠাণ্ডা হাসিটা ফিরে এসেছে কলিনের চোখে। ইঁদুরকে থাবা মারার আগে বিড়ালের মত ভাব ওর চেহারায়। 'বাঁচতে চাইলে মিস্টার কওডেলের কাছে মাফ চাও।'

হাতের মুঠো পাকাল এমোস। 'যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। মাফ চাইব না আমি।'

পিস্তল বের করার জন্যে তৈরি হলো কলিনের হাত। 'সুন্দর একটা পিস্তল ঝুলিয়েছ দেখতে পাচ্ছি। ওটা ব্যবহার করার জন্যে তৈরি হও।'

এমোসের ভিতরটা ঠাণ্ডা হয়ে এল। 'তোমার সাথে পাল্লা দিয়ে আমি পারব না, কলিন।'

'দেখলে তো? কেমন বাগদা-চিংড়ির মত কুঁকড়ে পিছিয়ে গেল?' কঠিন দৃষ্টিতে এমোসের দিকে চেয়ে আছে কলিন।

'তুমি কি আশা করেছিলে?' অস্থির ভাবে বলে উঠল বিল। 'তুমি জানতে না ও ভীরু কাপুরুষ? আর অপেক্ষা করা যায় না—লোকজনকে একঘণ্টা বারে কাটাবার সময় দিয়ে আমরা বেড়ার ধারে যাব। আজ এটার একটা শেষ দেখে ছাড়ব।'

গোড়ালির ওপর ঘুরে দৃঢ় পায়ে মেঝের ওপর ভারি বুটের শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল বিল কওডেল। এখনও এমোসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে কলিন।

'একঘণ্টা,' বলল সে, 'তারপর আমরা যাব। কিন্তু তুমি তার আগেই সরে পোড়ো, বাছা। যদি এখানে পাই তাহলে তোমাকে আমি মরা কয়োটির মত ওই বেড়ার ওপর ঝুলিয়ে রাখব।'

ঘুরে চলে গেল কলিন। এমোসের শিরদাঁড়া বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেল। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে ওর কপালে। হাতে কোন জোর পাচ্ছে না।

হোটেল মালিকের কথায় এমোসের সংবিৎ ফিরল। 'তোমার কাছ থেকে এতটা আমি আশা করিনি, ওয়ার্থ। কিন্তু এখনই তোমার রওনা হয়ে যাওয়া ভাল। একঘণ্টায় অনেকটা পথ এগোতে পারবে তুমি।'

আড়ষ্ট ভাবে মেঝে থেকে মিসেস ড্যাগেটের পিস্তলটা তুলে টেকো লোকটাকে দিল এমোস। 'এটা ওকে ফিরিয়ে দিও—ওর হয়তো এটার দরকার পড়বে।'

হোটেলের বারান্দায় একটা খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে দাঁড়াল এমোস। দুপুরের গরম বাতাসটা আগুনের হল্কার মতই ঠেকছে।

পাশের সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক। ওদের একজনের কথা চাবুকের মতই আঘাত করল। 'একটা ড্রিঙ্ক বাজি, লোকটা বারান্দা থেকে লাফিয়ে

নেমে পালাবার জন্যে ছুটবে।'

শক্ত একটা ঢোক গিলল এমোস। তারপর ধীর পায়ে এরিকের আস্তাবলের দিকে এগোল। এত ভয় পেয়েছে সে যে তার পেটটা গুলিয়ে উঠছে। কিন্তু সে ছুটছে এই দৃশ্য ওদের দেখতে দেবে না।

মনে হলো ওই পথটুকু পেরোতেই ওর একঘণ্টা লাগল। আস্তাবলের ভিতর ঢুকে এরিক ডেভিসের চেয়ারটা খালি পেয়ে ওখানেই ধপাস করে বসে পড়ল।

এরিক বেরিয়ে দরজার কাছে গিয়ে বাইরে উঁকি দিয়ে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করল।

'তাহলে তুমি সব শুনেছ?' শেষে প্রশ্ন করল এমোস।

বিষণ্ণ মুখে মাথা ঝাঁকাল ডেভিস। 'সাংঘাতিক মানুষ কলিন। সে যা বলেছে তাই করবে। ভেবেছিলাম এখানে থাকাটাই তোমার জন্যে ভাল হবে, কিন্তু মত পাল্টেছি আমি—এখন বুঝছি তোমার চলে যাওয়াই ভাল। তোমার জন্যে পিছন দিকে একটা ভাল ঘোড়া সেজে রেখেছি আমি।'

মাটির দিকে চেয়ে আছে এমোস। হাজারো জিনিস তার মাথার ভিতর খেলে যাচ্ছে। মানুষের স্মৃতি—যাদের সাথে সে কাজ করেছে, এবং যাদের ভাল লেগেছে। অ্যানডি ড্যাগেট তার খুব প্রিয় ছিল। এমোসের জন্যেই তার মৃত্যু ঘটেছে—কিন্তু তাই কি?

'তুমি যাচ্ছ কি না?' উৎকণ্ঠার সাথে প্রশ্ন করল এরিক।

মাথা নাড়ল এমোস। 'আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

অনেকক্ষণ ওখানেই বসে রইল সে। শূন্য দৃষ্টিতে বাইরে চেয়ে আছে। দেখল অলস কুকুরটা ধীর পায়ে এগিয়ে প্রত্যেকটা কোনা শুঁকে হোটেলের বারান্দার নিচে ঢুকে গরমে জিভ বের করে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছে। দেখল বাদামী রঙের মুরগিটা ধোপার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মেসকিট গাছের তলায় একটা ছোট্ট ছায়া খুঁজে পেয়ে ডানার ঝাপটা দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ওখানেই বসল।

কিন্তু বিশেষ ভাবে সেলুনটার ওপর নজর রেখেছে সে। দেখেছে মাঝেমধ্যে বিলের দলের লোক বেরিয়ে চারপাশ দেখে নিয়ে আবার ভিতরে ঢুকছে। টের পাচ্ছে অনেকেই তার ওপর চোখ রেখেছে। এমোস পালাবে কি না এটা নিয়েই ওদের কৌতূহল।

আস্তাবলে এরিক ছোট কোরালে স্ট্যালিয়নের মতই অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝেমাঝে উঁকি দিয়ে বাইরের অবস্থা দেখছে। একবার পকেট ঘড়ি বের করে দেখে সে বলল, 'আধঘণ্টা পেরিয়ে গেছে, এমোস।'

নির্বিকার ভাবে মাথা ঝাঁকাল এমোস।

'বাছা, আমি জানি এমন জটিল পরিস্থিতিতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা কঠিন। কিন্তু কলিনের মোকাবিলা করা অন্য জিনিস। পিছিয়ে গেলে তোমাকে লোকে যা বলেছে তার বেশি কিছু বলবে না।'

কোন জবাব দিল না এমোস। বাইরের দিকে চেয়ে আছে সে।

একবার হোটেলের ব্যালকনিতে একটা স্কার্টের ঝলক দেখতে পেল। মেয়েটা ওখানে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন চোখে আস্তাবলের দিকে চাইল। দরজার কাছে এমোসকে বসে থাকতে দেখে স্কার্টটা একটু তুলে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বেরিয়ে এল মেয়েটা। এমোসের সামনে আস্তাবলের মুখে এসে দাঁড়াল সে।

'এমোস,' ফ্যাঁসফ্যাঁসে গলায় বলল নোরা, 'তুমি এখনও যাওনি? পাগলামি করছ কেন? পালাও!'

'গতরাতের মত?' তিক্ততায় ভরে উঠেছে ওর মন।

আরক্ত হলো মেয়েটার মুখ। 'তুমি এখানে থেকে মারা পড়লে কারও কোন লাভ হবে না। এতে অ্যানডি ফিরে আসবে না।'

মেয়েটার চোখে ভালবাসার চিহ্ন খুঁজল এমোস। 'গতরাতের ঘটনার পরেও তুমি এই কথা বলছ?'

'হ্যাঁ, গতরাতে অনেক কিছুই ঘটেছে। কিন্তু আমাদের সম্পর্কের কথা আমি ভুলতে পারছি না। তোমাকে আমি ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি। প্লীজ যাও,' বলেই যেভাবে ত্রস্তে এসেছিল তেমনি ছুটে পালাল নোরা।

নিজের বুটের সামনে মাটির দিকে চেয়ে বসে আছে এমোস। পিছনে এরিকের অস্থির ভাবে পায়চারির আওয়াজ ওর কানে আসছে।

'এরিক,' হঠাৎ মুখ তুলে বলল সে, 'ঘোড়াটা কি এখনও ওখানে আছে?'

'আছে,' বলে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে, 'তুমি এখনই বেরিয়ে পড়ো।'

আড়ষ্ট ভাবে উঠে দাঁড়াল এমোস। সেলুনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে সে বুঝল ওর ওপর নজর রাখা হয়েছে। এবার আস্তাবলের ভিতরে ঢুকে ঘোড়াটার কাছে এসে দাঁড়াল।

ওর ওয়ার ব্যাগ আর বেড রোল নিয়ে এল এরিক।

'তোমার সব জিনিস এখানে রয়েছে,' বলল সে। 'গুড লাক।'

'ধন্যবাদ, এরিক,' জবাব দিল এমোস। 'কিন্তু আমি কোথাও যাচ্ছি না—যাচ্ছ তুমি!'

হাঁ হয়ে গেল এরিকের মুখ। 'আমি? কি বলছ তুমি···'

'শোনো, এরিক, তুমি জানো কলিন যদি তৈরি হয়ে আমাকে খুঁজতে আসে তবে আমি ওর সাথে পারব না। কিন্তু পিস্তলে আমার হাতও খারাপ না। ওকে যদি বিস্মিত করতে পারি তবে আমার জেতার একটা সম্ভাবনা থাকবে।'

'তুমি আকৃতিতে প্রায় আমারই সমান। তুমি গেট দিয়ে বেরিয়ে পশ্চিমে ঘোড়া ছুটালে ওরা ভাববে আমিই গেলাম। আমাকে ওরা আশা করবে না। হয়তো এই চমকটা আমি কাজে লাগাতে পারব।'

উৎকণ্ঠায় বুড়োর চেহারা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। 'কিন্তু হয়তো এতে কাজ হবে না—তখন?'

কাঁধ উঁচাল এমোস। 'যদি এতে কাজ না হয় তাহলে জেনো দুঃসময়ে আমার পাশে দাঁড়ানোর জন্যে তোমার প্রতি আমার অফুরন্ত শ্রদ্ধা থাকবে।'

এমোসের কাঁধে হাত রাখল এরিক। 'বাছা, আমি জানি গতরাতে তুমি কেন পালিয়েছিলে। আমি জানতাম তুমি কাপুরুষ নও। গুড লাক।'

ওর জন্যে গেট খুলে দিল এমোস। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে পশ্চিমে এগোল বুড়ো। ঘোড়ার খুর থেকে ওড়া ধুলো ওকে ঢেকে ফেলেছে।

গেটটা বন্ধ করে পিছনে সরে এল সে। তারপর একটা প্রায় অন্ধকার জায়গা বেছে নিয়ে চেয়ার টেনে বসল। পিস্তলটা ওর হাতে। উত্তেজনায় হাত ঘামছে ওর। খোলা দরজার দিকে চেয়ে সে প্রতীক্ষা করছে···

ওদের দেখার আগে গলার স্বর শুনতে পেল এমোস। হাসিখুশি স্বর—মদ পেটে পড়ায় ওদের স্বর কিছুটা চড়া। স্পারের শব্দ শুনতে পাচ্ছে এমোস। দরজা দিয়ে কলিন আর কওডেল ঢুকল। বাকি লোক ওদের পিছনে। কওডেলের গম্ভীর চেহারাতেও এখন কেমন যেন একটা হালকা ভাব ফুটেছে। সম্ভবত অল্পক্ষণ আগে ছুটে পালানো লোকটাই ওদের আনন্দের প্রধান উৎস।

খোলা দরজার ভিতরে সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে মাথা পিছনে হেলিয়ে কলিন হাঁকল, 'এই, এরিক—মনে হচ্ছে তোমার কোয়েইলকে আমরা ভয় পাইয়ে উড়িয়ে দিয়েছি।'

কলিন আর কওডেল ভিতরে ছায়ায় ঢুকল। কয়েকবার চোখের পাতা ফেলে আধো অন্ধকারের সাথে চোখ সইয়ে নেয়ার চেষ্টা করে অন্ধকারে বসা এমোসের আকৃতিটা দেখতে পেল কলিন। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক পা এগোল এমোস।

লোকটাকে চিনতে পেরে চমকে উঠল কলিন। পিস্তল বের করার জন্যে হাত নামাল সে। কিন্তু ওই সামান্য ইতস্ততায় দেরি হয়ে গেছে। এই সুযোগে পিস্তল তাক করল এমোস। দুবার গর্জাল ওর পিস্তল। কলিনেরটা একবার—কিন্তু ওটা কেবল এমোসের পায়ের কাছে একটু ধুলো ওড়াল মাত্র। পর মুহূর্তেই পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে মুখ থুবড়ে সামনের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল কলিন।

অভিভূত আড়ষ্টতায় বোকার মত কলিনের লাশের দিকে তাকাল কওডেল। তারপর নিজের পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু খাপ থেকে বের করার মাঝপথেই সে বুঝল এটা বোকামি হচ্ছে। আতঙ্কিত চোখে এমোসের ধূমায়িত পিস্তলের মুখের দিকে তাকাল সে। চোখের সামনে নিশ্চিত মৃত্যু দেখতে পেয়ে তোতলাতে শুরু করল।

'দো···দো···দোহাই লাগে,' বলল বিল কওডেল, 'আমাকে মেরো না!'

স্থির হাতে পিস্তল তাক করে ধরে আছে এমোস। ট্রিগারটা টেনে দিতে ইচ্ছে করছে ওর। এমোসের চোখে নিজের মৃত্যুর ছায়া দেখেই সম্ভবত নিজের পিস্তলটা ফেলে দিল সে। ভয়ে হাঁটু ভাঁজ হয়ে ধুলোয় লুটিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল বিল। 'ঈশ্বরের দোহাই আমাকে মেরো না, এমোস।'

পিছনের লোকগুলোর দিকে চাইল এমোস। পিস্তলের শব্দে আর ফোরম্যানের মৃত্যুতে ওদের নেশা ছুটে গেছে। চোখের সামনে ওরা দেখতে পাচ্ছে যে লোক তাদের চালায় সে'ই ধুলোয় লুটিয়ে কেঁদে নিজের জীবন ভিক্ষা চাইছে।

আরও অনেক লোক জড়ো হলো। ওরা সবাই দেখল কে কাপুরুষ।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। হোটেলের চওড়া লবিতে বসে আছে এমোস। বায়ুর জলাভূমি থেকে ঠাণ্ডা বাতাসটা ওর দেহ জুড়িয়ে দিচ্ছে। ওপাশ থেকে এরিকের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে ও।

'জানো, মিসেস ড্যাগেট,' বলছিল এরিক, 'আগুনটাই গতরাতে এমোসকে পালাতে বাধ্য করেছিল। বেশ কয়েক বছর আগে ও আর আমি একই র‍্যাঞ্চে কাজ করতাম। এক রাতে অসাবধানে জ্বলন্ত সিগারেট ফেলল কেউ। আগুন ধরে গেল বাঙ্কহাউসে। আমরা যখন জাগলাম তখন ধোঁয়ায় দুজন অজ্ঞান।

'আমাদের ছুটে পালানো ছাড়া কিছুই করার ছিল না। এমোস ওদের একজনকে বের করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ওর পিঠের ওপর জ্বলন্ত ছাদ ধসে পড়ল। সবই জ্বলছে। ছাদ ধসে পড়ায় ওর পা ভাঙল। আটকা পড়ল এমোস। ওখানে অসহায় অবস্থায় শুয়ে সে দেখল চোখের সামনে তার দুজন সঙ্গী পুড়ে মরল। আমরা শেষ পর্যন্ত ওকে বের করেছিলাম, কিন্তু আগুনের ভীতিটা ওর রয়েই গেছে। আর সবই সে সহ্য করতে পারত—কিন্তু আগুন সে সহ্য করতে পারেনি।'

পুরো ঘটনা জেনে ডিনা ড্যাগেট এমোসের দিকে এগিয়ে এল। পুত্র শোক ভুলতে পারেনি বটে। কিন্তু সমস্যার একটা সুনিশ্চিত সমাধান করার জন্যে আগেই এমোসকে ক্ষমা করে দিয়েছে ডিনা। মায়ের পিছনে নোরাও এল।

'এমোস,' বলল ডিনা, 'আমার আর কিছু বলার থাকল না।'

কোলের ওপর রাখা হ্যাটটাকে তুবড়ে ফেলল এমোস। 'যদি বুঝলেই তবে ক্ষমা কোরো। অ্যানডিকে আমিও ভালবাসতাম।'

'আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে চলো,' বলল ডিনা।

মাথা নাড়ল এমোস। 'ওখানে ফিরে যাওয়ার মত কিছু নেই।' হঠাৎ উঠে আস্তাবলের দিকে রওনা হলো এমোস।

'একটু দাঁড়াও,' বলে উঠল নোরা। 'আমিও তোমার সাথে যাচ্ছি।' এমোসকে অনুসরণ করল সে।